৺সন্তোষ কুমার সাহার
স্মৃতির প্রতি

ভূমিকা

কবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় সংস্কৃত গীতিকাব্য। রামায়ণ এবং মহাভারত ব্যতীত আর কোনো সংস্কৃত রচনা অসমুদ্রহিমাচল ভারতে এত প্রচারলাভ করতে পারেনি। অথচ রামায়ণ কিংবা মহাভারত অপেক্ষা 'গীতগোবিন্দ' অনেক অর্বাচীন রচনা ঃ 'গীতগোবিন্দ' রামায়ণ-মহাভারতের এক হাজার বছরেরও অধিককালের পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। রামায়ণকে যদি জাতীয় মহাকাব্য বলা যায়, তবে 'গীতগোবিন্দ' জাতীয় গীতি-কাব্য।

কিন্তু জয়দেব কিংবা তাঁর রচিত 'গীতগোবিন্দ' সম্পর্কে অনেক সমস্যারই এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান হয়নি। এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় তাদের সমাধানের কোনো সমাধানও নেই, তবু তাদের কয়েকটি সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র করা যায়।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জয়দেব তাঁর যে গীতকাব্যটি রচনা করেছিলেন, তা কি করে সে যুগে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই সর্বভারতে প্রচার-লাভ করেছিল? এই গীতিকাব্যের এমন কী রূপ কিংবা বিষয় প্রকাশ পেয়েছিল যা সর্বভারতীয় স্তরে সেদিন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল? নিরবচ্ছিন্ন ধর্মের ভাবই যদি এর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেত, তথাপি এমন কী ধর্ম সেদিন ভারতে উদয় হয়েছিল, যা অখণ্ড ভারতের অবলম্বনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল? ধর্ম সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গত গোষ্ঠী সৃষ্টি করে; সর্ব-স্তরের মানুষের মধ্যে এক অখণ্ড বন্ধন সৃষ্টি করতে পারেনা, সে কাজ পারে একমাত্র সাহিত্য, কিন্তু তথাপি ভাষাও তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সমগ্র ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের বোধগম্য অখণ্ড কোন ভাষা নেই। জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' রচনায় কোনো প্রাদেশিক ভাষা গ্রহণ করেন নি, বরং তার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করেছিলেন। সংস্কৃত সমগ্র ভারতের পণ্ডিতের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের ভাষা, লৌকিক ভাষা নয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সর্বসাধারণের উপভোগ্য কি করে হয়ে উঠল? রামায়ণ-মহাভারত ও প্রত্যেক

প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়ে সে সব প্রদেশের অধিবাসীর যতটা উপভোগ্য হয়েছে, সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ততটা হয়নি ; কিন্তু 'গীতগোবিন্দ-এর জনপ্রিয়তা সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই হয়েছে, তা কোনো প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে হয়নি। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে যে সর্বভারতীয় অখণ্ডতা সৃষ্টি করা যেতে পারে, 'গীতগোবিন্দ' তার প্রমাণ হয়ে আছে।

'গীতগোবিন্দ-এর ভাষাও একটি সমস্যা। আপাতদৃষ্টিতে তা সংস্কৃত ভাষায় রচিত, কিন্তু সংস্কৃতে রচিত কাব্য-নাটকের ভাষা অনুসরণ করে 'গীতগোবিন্দ' রচিত হয়নি ; সংস্কৃত কাব্য-ভাষার অলঙ্কার তাতে অনুসরণ করা হয়নি ; তা আদ্যোপান্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও তার মধ্যে লৌকিক বা প্রাদেশিক গীতিভাষার প্রাণ স্পন্দন অনুভব করা যায়। তাই কেউ কেউ এ কথা প্রমাণ করেছেন যে 'গীতগোবিন্দ' প্রথমতঃ তৎকালীন প্রচলিত অপভ্রংশ বা লৌকিক প্রাদেশিক ভাষায় রচিত হয়েছিল, তারপর লক্ষ্মণসেনের আমলে বিশেষতঃ রাজসভায় যখন সংস্কৃত ভাষার পুনরভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল, তখন তা সংস্কৃতে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছিল। দুজন বিশিষ্ট বিদেশী পণ্ডিত এই মতের সমর্থনকারী—একজন ল'সেন এবং আর একজন পিশেল। যে সকল যুক্তির উপর তাঁদের এই মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা কেউ একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। বিশেষতঃ, 'গীতগোবিন্দ'-এর গানগুলো যে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হয়েছিল, অনেকেই একথা স্বীকার করে নিয়েছেন ; কারণ, গানগুলো পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর মত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, কোনো সংস্কৃত কাব্য-নাটকই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়না। সংস্কৃত কাব্য নাটকের মধ্যে প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষায় গীত রচিত হবার রীতি প্রচলিত ছিল, সুতরাং এ কথা মনে হতে পারে যে 'গীতগোবিন্দ'-এর মধ্যে যে নাটকীয় অংশ অর্থাৎ কাহিনী ও সংলাপ অংশ আছে, তা মূলতঃ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও গানগুলো জয়দেব অপভ্রংশ ভাষায় রচনা করেছিলেন, পরবর্তীকালের সংস্কৃত ভাষার পুনরভ্যুত্থানের যুগে তাকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং এই রূপান্তর করবার কাজটিও জয়দেব নিজেই করেছিলেন ; কারণ, তার মধ্যে যে সূক্ষ্ম শিল্প ও রস-সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে, তা অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না।

জয়দেব বাঙ্গালী ছিলেন কিনা সে সম্পর্কেও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কেন্দুলী নামক স্থান ভারতের প্রায় সর্বত্রই আছে ; সর্বত্রই জয়দেবের

জন্মস্থান বলে দাবী করা হয়। তিনি লক্ষণসেনের সভাকবি ছিলেন—তাঁর বাঙ্গালী হবার পক্ষে এইটিই প্রধান যুক্তি। কিন্তু লক্ষণসেনের পিতামহ নিজেরা বাঙ্গালী ছিলেন না, সুতরাং তাঁর রাজসভায় বাঙ্গালী কবি যেমন থাকতে পারেন, তেমনি অবাঙ্গালী কবিও থাকতে পারেন। তবে জয়দেবের রচনায় বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব, ভাষা ও সুর যেভাবে ধ্বনিত হয়েছে, তাতে তাঁকে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদের অগ্রদূত বলে অনুমান করা কিছুতেই ভুল হতে পারে না।

সহজ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়া সত্ত্বেও 'গীতগোবিন্দ' বহুকাল যাবৎই অনুবাদ করেও প্রকাশ করা হয়ে আসছে। কিন্তু আগেই বলেছি আমাদের দেশে রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদের ভিতর দিয়ে যেমন তাদের প্রচার হয়েছে, 'গীতগোবিন্দ'-এর তা হয়নি। তার প্রধান কারণ, 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃতে রচিত হওয়া সত্ত্বেও রামায়ণ-মহাভারতের ভাষার মত সাধু-সংস্কৃত নয়, তাকে 'লৌকিক' সংস্কৃত বলা যায়। সাধারণ পাঠক—তিনি রসিকই হোন কিংবা ভক্তই হোন, তার রস কিংবা ভাব বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না। সেইজন্য 'গীতগোবিন্দ'-এর অনুবাদ করাও খুব দুরূহ কাজ। সেইজন্য বহুল প্রচলিত গীতিকাব্য হওয়া সত্ত্বেও রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদক কৃত্তিবাস-কাশীরামের মত 'গীতগোবিন্দ'-এর কোনো অনুবাদক সে যুগের বাংলাসাহিত্যে ছিলেন না। কিন্তু বর্তমানে যুগের পরিবর্তন হয়েছে। 'গীতগোবিন্দ'-এ যতটুকু সংস্কৃত আছে, ততটুকু বুঝবার জন্যও আজ আমাদের অনুবাদের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কারণ, যে জগতে একদিন 'গীতগোবিন্দ'-এর জন্ম হয়েছিল, সে জগৎ থেকে আজ আমরা নির্বাসিত।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণের অনুবাদ করা যত সহজ, 'গীতগোবিন্দ'-এর অনুবাদ তত সহজ নয়। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তির আকর হলেও রসের স্পর্শ তাতে নিতান্ত গৌণ; কিন্তু 'গীতগোবিন্দ' রস-সার অর্থাৎ রস-সর্বস্ব। অনুবাদের ভিতর দিয়ে তার সেই রস—শব্দরস, বস্তুরস, কিংবা চিত্ররস অক্ষুন্ন রাখা এক অতি দুরূহ কর্ম। সে কাজে কেউ সফল হতে পারেননি বলেই 'গীতগোবিন্দ'-এর কোনো অনুবাদ মূল গীতগোবিন্দকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি। এমনকি বড়ু চণ্ডীদাসও তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতিনাট্যে 'গীতগোবিন্দ'-এর যে অনুবাদটুকু প্রকাশ করেছেন, তা মূলের রসকে স্পর্শ করতে পারেনি। কারণ, ভাষার অনুবাদ হয়, কিন্তু রস কিংবা ভাবের অনুবাদ হয় না।

শ্রীতরুণদেব ভট্টাচার্যের 'গীতগোবিন্দ'-এর অনুবাদ অনেকখানি মূলের রস এবং ভাবনে অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। আজকের পাঠকের কাছে তাঁর এ অনুবাদের আবেদন ব্যর্থ হবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে।

।। জয়দেব ও গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ।।

॥ ১ ॥ বাংলার আদিকবি জয়দেব

কোন কবিই সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও পুরনো ঐতিহ্য-বর্জিত বিচ্ছিন্ন সত্তা নন ; বরং এসবের যোগফলেই গঠিত হয় তাঁর চিন্তা ও চৈতন্যের প্রকৃত কাঠামোটি। এবং যেহেতু কবিমাত্রেই আশ্চর্যরকমের সংবেদনশীল, ছোট বড়, পরিণত অপরিণত, নতুন পুরনো, সব রকমের সমকালীন ঢেউই তিনি নিজের মধ্যে সংহত করেন অদ্ভুত দক্ষতায় ; তারপর নিজের কল্পনা ও বৈদগ্ধ্যের দীপ্তিতে ঘসামাজা করে, সুগঠিত সরস ও পরিপূর্ণরূপে ফিরিয়ে দেন তাদেরই কাছে যাদের কাছ থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর কাব্য উপাদানের প্রয়োজনীয় কাঠ, খড়, মাটি ও টুকিটাকি মৌল উপাদানগুলি। তাই একদিকে যেমন তিনি পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত, অন্যদিকে সমকালের পরেও তার আগ্রহ অসীম।

জয়দেবে এ দুটো দিকই এমন আশ্চর্যভাবে উপস্থিত, নতুনের সঙ্গে পুরাতনের, প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে জনমানসের প্রচলিত ধারণাগুলো এমন ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত যে, তাঁর কবিকৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'গীতগোবিন্দ', সময়ের সন্ধিমুখে, ভাবে ভাষায়, ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুতে, অন্যতম সৌধ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, ভর্তৃহরি, হর্ষদেব, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব, বিলহন্‌ ও শ্রীহর্ষের পরে জয়দেবের স্থান। এ তালিকা গুণগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দ্বারা চিহ্নিত নয়। নেহাতই কালানুক্রমিক। জয়দেবের আগেই সংস্কৃতের উজ্জ্বল, ঋজু ও পরিচ্ছন্ন কাঠামোটি ভেঙ্গে পড়েছিল এবং তারই চারিপাশ দিয়ে বিচ্ছুরিত আলোয় অপভ্রংশ বা 'আদিভাষা'-র (বা ভাষা সাহিত্যের) প্রসব বেদনা সুরু হয়েছিল। গীতগোবিন্দের বিরাট অংশ

জুড়ে ভাষা-ছন্দ, অন্তমিল ও অনুপ্রাসের সংস্কৃত-ঐতিহ্যবিরোধী শ্লোকগঠনের যে প্রচেষ্টা চোখে পড়ে, তা এরই প্রমাণ।

পাণ্ডিত্যের চুলচেরা বিচারে অভ্যস্ত রীতি থেকে এই ব্যত্যয় সংশয়ের উদ্রেক করেছে এবং অনেকে মনে করেছেন গীতগোবিন্দ অপভ্রংশ বা আদিভাষাতেই প্রথম রচিত হয়েছিল ; পরে সংস্কৃতের জ্যাকেট পরিয়ে সংস্কৃতাভিমানী পাঠকদের কাছে হাজির করা হয়। কাব্যের মূলগত ঐক্য ও সমগ্রতার দিকে লক্ষ্য রাখলে এ সংশয় নেহাতই অনুমান বলে মনে হয়।

প্রকৃতপক্ষে গীতগোবিন্দে এমন কতকগুলো পদ বা গান আছে যেগুলো সুর দিয়ে গাওয়া হত, এখনও হয়। এই গানগুলিই গীতগোবিন্দের লোকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। এই কাব্যে, আসলে,—প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ভাষা এবং পরবর্তী ও সমসাময়িক কালের অপভ্রংশ ও ভাষা-কাব্যের ভাষা এক উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ। আখ্যায়িকা বা বর্ণনামূলক অংশ সংস্কৃত কাব্যের ধারা অনুসরণ করেছে—ভাবে, ভাষায় ও শব্দে ; কিন্তু পদ বা গীতগুলির সমস্ত আবহাওয়া অপভ্রংশ ও ভাষা-কাব্যের ; ছন্দ ও মিলও সেই কাব্যেরই। ছন্দ পরিষ্কার মাত্রাবৃত্ত, সংস্কৃত কাব্যের অক্ষরবৃত্ত নয়। ছত্রের অন্ত্য এবং আভ্যন্তর অক্ষরের মিলও অপভ্রংশ ও ভাষা-কাব্যের রীতি অনুসরণ করেছে। শ্লোকগুলি একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয় ; অন্ত্যমিল ও ধুয়া মিলে প্রত্যেকটি গীতাংশের একটি সমগ্ররূপ খুব সুস্পষ্ট। এই সমগ্ররূপ একান্তই ভাষা-কাব্যের বৈশিষ্ট্য ; সংস্কৃতে এই রূপ অনুপস্থিত।

সেইজন্যেই মনে হয়, কাব্যের এই রূপ জয়দেব গ্রহণ করেছিলেন লোকায়ত চলিত ভাষা-সাহিত্য থেকে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জয়দেব এই নতুন মাধ্যমটিকেই গ্রহণ করেছিলেন অনেকাংশে এবং মাঝে মাঝে প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দেও (শার্দুল বিক্রীড়িত, উপেন্দ্রবজ্রা, পুষ্পিতাগ্রা, স্রগ্ধরা ইত্যাদি) শ্লোক গঠন করেছিলেন উভয় ঐতিহ্যের মধ্যে সেতুর মত।

তুর্কী আগমনের আগে থেকেই সংস্কৃত কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের অবস্থা হয়ে উঠেছিল বদ্ধ জলাশয়ের মত। তুর্কী আগমনের পরে রাজসভা ও সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সংস্কৃতের প্রসার একেবারে রুদ্ধ না হলেও অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছিল। পাশাপাশি অপভ্রংশ বা আদিভাষার কলকল্লোল নতুন

ও উন্দীপনাময় শক্তিতে এমন পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল যে তার নিচের সংস্কৃতের ক্ষীণধারাটুকু একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল। একমাত্র ষোড়শ শতাব্দীতে তা আর একবার মাত্র ঝিলিক দেয়।

যে মর্যাদা ও গৌরব, মাধুর্য ও সম্ভাবনার মধ্যে জয়দেব অপভ্রংশ বা আদি-ভাষার নতুন রূপটি গীতগোবিন্দে সূচিত করলেন, তারই দিক্‌চিহ্ন অনুসরণ করে পরবর্তীকালের বৈষ্ণব কবিরা এসে পড়লেন এক বিরাট প্রান্তরে. পদাবলী সাহিত্যের বিশাল প্রাসাদটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠল। জয়দেব চিরদিনের জন্য হয়ে রইলেন সন্ধিমুখ, সংস্কৃত যুগের শেষে স্মরণীয় কবি; অপভ্রংশ বা আদি ভাষার প্রথম সার্থক স্রষ্টা, বাঙ্গালী কবিদের জনক।

জন্মস্থান কেঁদুলী বা কেন্দুবিল্ব, বীরভূম জেলার অজয় নদের তীরে; পিতা ভোজদেব, মাতা রামাদেবী (পাঠান্তরে, বামাদেবী, রাধাদেবী), স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী; কবির প্রিয় বন্ধু এবং তাঁর গানের দোহার বা গায়েন ছিলেন পরাশর। সাম্প্রতিক কালে জয়দেবের জন্মস্থান নিয়ে নানা দাবী উত্থাপিত হয়েছে। বগুড়া জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বল কর্তৃক সংগৃহীত প্রবাদ ও বিবরণে দেখা যায়, এই জেলায় কেন্দুল নামে একটি গ্রাম আছে, ডাকঘরের নাম কেন্দুলী। এক সময় গ্রামটি যে সমৃদ্ধ ছিল তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রামের দুইদিকে দুটি নদী, পূর্বদিকের নদীর নাম হারাবতী, পশ্চিমের নদীর নাম তুলসী গঙ্গা। গ্রামের ভাঙ্গাচোরা মন্দির থেকে কয়েকটি সুন্দর বাসুদেব মূর্তি পাওয়া গেছে। গাঁয়ের উত্তর প্রান্তে প্রায় পঞ্চাশ ষাট বিঘে পরিমিত একটি বড় পুকুরের নাম জয়দেব ঠাকুরের পুকুর, এখনও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এই পুকুরে স্নান করে পুজো মানত করে। আগে জয়দেবের নামে এখানে একটি মেলা বসত। গত পঞ্চাশ বৎসর আগে তা বন্ধ হয়ে গেছে। পুকুরের দক্ষিণ দিকে খানিকটা আবাদী ও পতিত জায়গা দেখিয়ে গাঁয়ের লোক এখনও বলে 'জয়দেবের ভিটে'। (কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পাদটীকা, পৃঃ ৩৬, ৩৭।) তবে এ দাবী খুব জোরালো নয়। সম্ভবতঃ জয়দেব কোন একসময়ে এখানে কিছুদিনের জন্য বসবাস করেছিলেন।

উড়িষ্যা রাজ্য সংগ্রহশালার কিউরেটর শ্রীকেদারনাথ মহাপাত্র, তাঁর 'A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts of Orissa, in the

Collection of the Orissa State Museum, Bhubaneswar,' Vol. II-তে জয়দেব ও গীতগোবিন্দের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে এক দীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছেন। এই মূল্যবান নিবন্ধে সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জয়দেবকে তিনি উড়িষ্যার বাসিন্দা বলে দাবী জানিয়েছেন। পুরী জেলার বালিপাটনা থানার অন্তর্গত কেন্দুলী গ্রামটিকে তিনি জয়দেবের কেন্দুবিল্ব বলে সনাক্ত করেছেন। বিষ্ণু সম্বন্ধে জয়দেবের যে পৌরাণিক ধারণা তা উড়িষ্যার ঐতিহ্য থেকে আহৃত বলে তাঁর বিশ্বাস। শ্রীমহাপাত্র আরও জানিয়েছেন যে মিথিলাতেও কেন্দুলী নামে একটি গ্রাম আছে এবং মৈথিলীরা জয়দেবকে ত্রিহুত বা তিরা-ভুক্তি অর্থাৎ মিথিলার অধিবাসী হিসেবে দাবী করে।

বস্তুত, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এবং গীতগোবিন্দে জয়দেবের নিজস্ব উক্তি বিবেচনা করলে, কেন্দুলীর সাথে জয়দেবের স্মৃতিবিজড়িত দীর্ঘ-কালের ঐতিহ্যের কথা মনে রাখলে, জয়দেবের জন্মস্থান যে বাংলা—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। আনুমানিক দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগ, জয়দেবের সময়। সে সময় গৌড়বঙ্গের রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ-সেন. তাঁর রাজধানী ছিল লক্ষণাবতী বা নবদ্বীপ। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন বক্তিয়ার খিলজি বিহার থেকে নবদ্বীপ আক্রমণ করেন, তখন লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন এবং সেখানে কিছুদিন রাজত্ব করেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজসভা যে পঞ্চরত্ন অলংকৃত করতেন, তাঁরা ছিলেন : শরণ, ধোয়ী, উমাপতিধর, গোবর্ধন আচার্য ও জয়দেব। এ সম্বন্ধে গীতগোবিন্দের চতুর্থ শ্লোকটি স্মরণীয় :

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য গোবর্ধন—
স্পর্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধর ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ ॥

সদুক্তিকর্ণামৃতে শরণ বা সারণদেবের যে ২০টি শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে তার মধ্যে একটি শ্লোকে জনৈক সেন-বংশতিলকের রাজত্বে তাঁর বসবাসের ইংগিত দান করেছেন। জয়দেব বলেছেন, শরণ দুরূহ ও দ্রুত শ্লোকবন্ধনে শ্লাঘ্য ও প্রশংসনীয়।

ধোয়ী সাধারণত পবনদূত কাব্যের রচয়িতা হিসেবেই খ্যাত। লক্ষ্মণসেন

এই কাব্যের নায়ক, একবার নাকি তিনি দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কুবলয়বতী নামে এক গন্ধর্ব কন্যা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন। কালিদাসের মেঘদূতের মত, কুবলয়বতী দক্ষিণা মলয়বায়ুকে দূত করে তাঁর বিরহের বার্তা লক্ষণসেনের কাছে পাঠান।

কবি উমাপতিধর বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের দেওয়াড়া-প্রশস্তির রচয়িতা; এবং লক্ষণসেনের সান্ধিবিগ্রহিক। শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণব তোষণী টীকায় উল্লেখিত আছে,—'শ্রীজয়দেবসহচরেণ মহারাজ লক্ষণসেনমন্ত্রিবরেণ উমাপতিধরেণ' ইত্যাদি। সদুক্তিকর্ণামৃতে উমাপতিধরের ৯১টি শ্লোক আছে। লক্ষণসেনের নবদ্বীপ ছেড়ে পূর্ববঙ্গে যাবার পরও উমাপতিধর জীবিত ছিলেন এবং বিজয়ী ম্লেচ্ছরাজের সাধুবাদ করে স্তুতিশ্লোকও রচনা করেন।

গোবর্ধন আচার্য আর্যা-সপ্তশতীর কবি বলেই সারা ভারতে প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন। এই শৃঙ্গার কাব্যটি জনৈক সেনকুলতিলক ভূপতির পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়েছিল। জয়দেব বলেছেন, ত্রুটিহীন শৃঙ্গারকাব্য রচনায় গোবর্ধনাচার্যের তুলনা ছিল না।

বাংলাভাষা-ভিত্তিক অমার্জিত সংস্কৃতে রচিত সেক শুভোদয়া 'গ্রন্থে (দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষষ্ঠদশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত সংকলিত) মিথিলা থেকে আগত বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বুঢ়ণ মিশ্রের সাথে জয়দেব ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গীত বিষয়ে প্রতিযোগিতার যে বিবরণ আছে, তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল লক্ষণসেনের রাজসভায়।

এখনও পর্যন্ত বীরভূমের কেন্দুলী বৈষ্ণবদের একটি তীর্থক্ষেত্র বলে স্বীকৃত এবং প্রতি বৎসর এখানে জয়দেবের সম্মানে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উপরিউক্ত বিষয় থেকে এ কথা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে জয়দেব এই বাংলার মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং রাজা লক্ষণসেনের সভাকবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

সেন রাজত্বের পূর্ববর্তী রাজবংশ পালেরা দীর্ঘ চারশো বছর ধরে বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বর্তমান বাংলা ও বাঙালী জাতির গোড়াপত্তন হয়েছিল এই যুগে ; এই যুগই প্রথম বৃহত্তর সামাজিক সমীকরণ ও সমন্বয়ের যুগ।

রামপালের (আঃ ১০৭৭-১১২০ খ্রীঃ) পর থেকেই পাল আধিপত্যে ভাঙন ধরে এবং অবশেষে বিজয়সেনের হাতে পালরাজত্বের অবলুপ্তি ঘটে। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল বাঙালী ছিলেন ; পালবংশের পিতৃভূমিও বাংলাদেশ ; সেই হিসেবে পালরাজারা যতটা বাঙালী হৃদয়ের কাছাকাছি ছিলেন, সেন রাজাদের তেমন সৌভাগ্য হয়নি। তারানাথের আমলে যেভাবে গোপালের নির্বাচনের কাহিনী লোকস্মৃতিতে বিধৃত ছিল, ধর্মপালের যশ যেভাবে দোকানে-চত্বরে জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরত, মহীপাল-যোগীপাল-ভোগীপালের গানের স্মৃতি যেভাবে বাঙালী জনসাধারণ আজও ধরে আছে, বহুদিন পর্যন্ত লোকে যেভাবে 'ধানভানতে মহীপালের গীত' গাইত, এক বল্লালসেন ছাড়া আর কোন সেন রাজা ততখানি বাঙালীর হৃদয় অধিকার করতে পারেন নি।

'দাক্ষিণাত্যক্ষোণীন্দ্র', 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বা 'কর্ণাটক্ষত্রিয়' বলে সেন রাজবংশ নিজেদের আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এঁদের পূর্বপুরুষ বীরসেনকে চন্দ্রবংশীয় এবং পুরাণকীর্তিত বলে দাবী করা হয়েছে। বিজয়সেনের পিতামহ সামন্ত-সেন দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটলক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারীদের হত্যা করেছিলেন বলেও একটি উক্তি সেন লিপিতে দেখা যায়। এ সমস্ত বিবেচনা করলে সেন রাজাদের পূর্ব-পুরুষ যে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ থেকে এসেছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

কুলজী গ্রন্থধৃত লোকস্মৃতির যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকে, বল্লাল-চরিত গ্রন্থোক্ত কাহিনীর পশ্চাতে যদি কোন সত্য থাকে তাহলে এ কথা অনস্বীকার্য যে সেন ও বর্মন আমলে পালযুগগঠিত বাংলার সমাজ ও বাঙালী জাতিকে

খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে নতুন যুগ গড়া হয়েছিল। এই গড়ার মূলে কোন সমন্বয় বা স্বাঙ্গীকরণের আদর্শ সক্রিয় ছিল না। বর্ণ বিন্যাসের দিক থেকে দেখলে, সমাজ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত, এক স্তরের সাথে অন্য স্তরের মিলন ও আদানপ্রদানের বাধা প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য ও অনতিক্রম্য। এমনকি ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে ব্রাহ্মণদের মধ্যেই বিভিন্ন স্তর।

সমাজের অন্তর্নিহিত যে দুর্বার প্রাণশক্তি ছোট ছোট বাধা ও সামাজিক সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভেঙ্গেচুরে প্রবল বেগে এগিয়ে চলে, এই যুগে তার ধারা ক্ষীয়মান। এক অভিজাত সম্প্রদায় ছাড়া, সেনরাজারা সামগ্রিকভাবে জন-সাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করার জন্য তেমন তৎপর ছিলেন না। যে দারিদ্র্য চিরকাল সমাজের নিচের স্তরের মানুষকে ও কৃষিজীবীদের উত্যক্ত করে এসেছে, এ সময়েও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

ঢেনঢেন পাদের একটি গীতিতে দেখা যায় (দশম-দ্বাদশ শতকের চর্যাগীতি —হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠ)—

টালিত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী
হাঁড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জা অ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে সমাঅ ॥

[টিলাতে আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্যই ক্ষুধিত। (অথচ আমার) ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলেছে। (ব্যাঙের যেমন অসংখ্য ব্যাঙাচি, আমার সন্তানও তেমনি)। দোহা দুধ আমার বাঁটে ঢুকেছে অর্থাৎ যে খাবার প্রায় তৈরী তাও নিরুদ্দিষ্ট।]

সদুক্তিকর্ণামৃতের শ্লোকেও দেখা যায়ঃ

ক্ষুৎকামা শিশবঃ শবা ইব তনুর্মন্দাদরো বান্ধবো
লিপ্তা জর্জর কর্করী জললবৈনো মাং তথা বাধতে।
গেহিন্যাঃ স্ফুটিতাংশুকং ঘটয়িতুং কৃত্বা সকাকুস্মিতং
কুপ্যন্তী প্রতিবেশিনী প্রতিমুহূঃ সূচীং যথা যাচিতা ॥

(শিশুরা ক্ষুধায় পীড়িত, দেহ শবের মত শীর্ণ, বান্ধবেরা প্রীতিহীন, পুরনো জীর্ণ জলপাত্রে অল্পমাত্র জল ধরে—এ সবও আমায় তেমন কষ্ট দেয়

নি, যেমন দিয়েছিল—যখন দেখেছিলাম আমার গৃহিণী করুণ হাসি হেসে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করার জন্য কুপিত প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে সূচ ভিক্ষা করছেন।)

আবার এরই উল্টোদিকে উমাপতিধর বিজয়সেনের প্রশস্তি গেয়ে লিখেছেন… "ভিক্ষাভুজোসাক্ষায়াং লক্ষীং স ব্যতনোদ্দরিদ্র ভরণে সুজ্ঞো হি সেনান্বয়" অর্থাৎ (বিজয়সেনের কৃপায়) ভিক্ষাই ছিল যার উপজীব্য সে লক্ষীর অধিকারী হয়েছে। কি করে দরিদ্রের ভরণ-পোষণ করতে হয় সেনবংশ তা ভালই জানেন।

প্রকৃতপক্ষে পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে সেন-নৃপতিবর্গ তাঁদের দাক্ষিণ্য বিতরণ করতেন, ফলে সে দাক্ষিণ্য লাভ করতেন বেশীরভাগই সমাজের উচ্চকোটির লোক, যারা সর্বদা রাজসভা ও নৃপতির্গের কাছাকাছি থাকতেন। উমাপতিধরও সে দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হননি।

লক্ষণসেন যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখন তিনি প্রায় ষাট বছরের পরিণত প্রৌঢ়। যৌবনে, পিতামহ বিজয় সেনের আমলে গৌড়-কলিঙ্গ, কামরূপের রণক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু রাজত্বের শেষদিকে তাঁর রাজ্য ও রাষ্ট্র ভিতর থেকে আপনিই দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে। স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের যে ব্যাধি পাল রাষ্ট্রকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দিয়েছিল, সেন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এই দুর্বলতার চিহ্ন তৎকালীন ধর্ম ও সাহিত্যের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। আর্যেতর ধর্মের আচারানুষ্ঠান ও তন্ত্রধর্মের বিকৃতি এই সময় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্ম ও সমাজকে স্পর্শ করেছিল এবং উভয় ধর্মের আচারানুষ্ঠানকে নানা-প্রকার যৌনাতিশয্যে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলেছিল। বোধহয় তারই ফলে সমাজে, বিশেষভাবে উচ্চবর্ণ ও শ্রেণীগুলিতে নানাপ্রকার কাম ও যৌনবিলাস দেখা দিয়েছিল। বস্তুত, যৌন আচার-ব্যবহারে কোন প্রকার শ্লীলতা জ্ঞান এই সমাজে ছিল বলেই মনে হয় না। নাগর-সমাজে প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য দাসী রাখা নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। জীমূতবাহন ও টীকাকার মহেশ্বরের সাক্ষ্য এ সম্বন্ধে প্রামাণিক বলে মনে হয়। সেন আমলেই বোধহয় দেবদাসী প্রথা বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই প্রথা ক্রমশঃ যৌনাতিশয্যের দ্যোতক হয়ে উঠেছিল এবং রাজরাজড়া থেকে আরম্ভ করে উচ্চবর্ণ ও শ্রেণীর সমৃদ্ধ লোকেরা এ প্রথার আশ্রয়ে তাদের কামনা-বাসনা

চরিতার্থ করার উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। বিজয়সেন ও ভট্ট ভবদেব দুজনেই তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মমন্দিরে শত শত দেবদাসী উৎসর্গ করার গৌরব দাবী করেছেন। সুহ্মদেশে আর এক সেন রাজ (বোধহয় লক্ষ্মণসেন) প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে দেবদাসীর (বার রামা) উল্লেখ ধোয়ী কবির পবনদূত কাব্যে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে বারবণিতার উল্লেখ সুস্পষ্ট। হয়ত পাল যুগেই এই প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল—রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে নর্তকী কমলার কাহিনী প্রাসঙ্গিক।

সেন-বর্মন আমলে এর উচ্ছ্বাসময় স্তুতিগান ও কবি-কল্পনার ঘটা ও প্রসার দেখে মনে হয়, সেন-বর্মনরা দক্ষিণ দেশ থেকে এই দেবদাসী প্রথার প্রবাহ নতুন করে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিলেন।

যৌনাতিশয্য ও কাম-বিলাসের প্রভাব জনসাধারণের ধর্মানুষ্ঠানগুলিকে পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল। শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় দশমী তিথিতে শাবরোৎসব নামে একটি নৃত্যগীতোৎসব প্রচলিত ছিল। গ্রামে ও নগরে এই উৎসবের সময় নরনারীর দল গায়ে কাদা মেখে, গাছের পাতা মাত্র পরে, অর্ধ-উলঙ্গ ভাবে নানারকম যৌনক্রিয়াগত অঙ্গভঙ্গী সহযোগে সে বিষয়ে গান গেয়ে উন্মত্ত নৃত্য করত। এ না করলে নাকি দেবী ভগবতী ক্রুদ্ধা হতেন। সমসাময়িক কালবিবেক গ্রন্থে ও প্রায় সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তী কালিকা-পুরাণে এর উল্লেখ আছে। বসন্তে হোলক (হোলী) এবং চৈত্র মাসের কাম-মহোৎসবেও প্রায় অনুরূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। কালবিবেক গ্রন্থে বলা হয়েছে, কাম-মহোৎসবে নানাপ্রকার যৌন অঙ্গভঙ্গী এবং জুগুপ্সিতোক্তি করে নৃত্যগীত করলে কাম-দেবতা প্রীত হন এবং তার ফলে ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়।

সেক-শুভোদয়ার একটি গল্পে আছে, লক্ষ্মণসেনের এক শ্যালক, রানী বল্লভার ভাই কুমারদত্ত, এক বণিক বধূর উপর পাশবিক অত্যাচার করতে গিয়েছিল। বণিকবধূ মাধবী যে শেষ পর্যন্ত রাজসভায় সুবিচার পেয়েছিলেন তা শুধু তেজস্বী ব্রাহ্মণ ও সভাকবি গোবর্ধন আচার্যের জন্য। নইলে রাজ-সভায় মন্ত্রী, রাজমহিষী ও স্বয়ং রাজার যে আচরণ এই গল্পের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা সেন রাজসভার পক্ষে খুব প্রশংসনীয় নয়।

নৈতিক শিথিলতার এই তরঙ্গ নগর-কেন্দ্রিক নারী সমাজের বেশভূষা,

প্রসাধন ও আচার আচরণের ওপরেও প্রভাব ফেলেছিল। তৎকালীন সাহিত্যে এর প্রচুর উদাহরণ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত :

বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়ো কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীর্
মালাগর্ভঃ সুরভি মসৃণৈর্গন্ধতৈলেঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
বেশ কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনায় ॥—সদুক্তিকর্ণামৃত

[দেহে সূক্ষ্মবসন, ভুজবন্ধে সুবর্ণ অঙ্গদ, গন্ধতৈলসিক্ত মসৃণ কেশদাম মাথার ওপরে শিখণ্ড বা চূড়ার মত বাঁধা, তাতে আবার ফুলের মালা জড়ান; কানে নবশশিকলার মত নির্মল তালপত্রের কর্ণাভরণ—বঙ্গবারাঙ্গনাদের এই বেশ কার না মন হরণ করে।]

নাগর সমাজের নারীদের এই রূপ সর্বত্র যে পরিব্যাপ্ত ছিল সে কথা মনে করা ভুল। এরই পাশাপাশি গ্রামের দৃঢ় সমাজ-বন্ধনও প্রতিষ্ঠিত ছিল। পল্লী অঞ্চলের লোকেরা নগরবাসিনী বিলাসিনীদের বেশভূষা চালচলন পছন্দ করতেন না।

ঋজুনা নিবেহি চরণৌ পরিহর সখি নিখিলনাগরাচারম।
ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেহপি দণ্ডয়তি ॥ —গোবর্ধনাচার্য

[সখি, সোজা পা ফেলে চল, নাগরাচার সব ছাড়। একটু কটাক্ষপাত করলেও এখানে পল্লীপতি ডাকিনী বলে দণ্ড দেন।]

পরনারীতে আসক্তি ও সহজ সাধিকা হিসেবে নীচ-জাতীয়া রমণীর সঙ্গলাভ সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। দোহাকোষে এ সম্বন্ধে অর্থবহ দোহা আছে।

নিঅ ঘরে ঘরিনী জাব ণ মজ্জই
তাব কি পঞ্চবন্ন বিহারিজ্জই ॥

নিজের ঘরে আপন গৃহিণী যে পর্যন্ত না মজেন সে পর্যন্ত কি পঞ্চবর্ণে বিহার করা যায়?

অথবা

দিবসই বহুড়ি কাগ ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥

বৌ-টির এতই ভয় যে, দিনের বেলা কাকের ভয়েই চীৎকার করে ওঠে, অথচ রাত্রি হলে তা কোথায় যে চলে যায় !

ধোয়ী বলেছেন সেন-বংশীয় রাজাদের পাশে সর্বদা স্বভাবসুন্দরী বারনারীরা অবস্থান করতেন, মনে হত যেন মুরারীর পাশে লক্ষ্মী। আর ভবদেবভট্ট বলেছেন, বিষ্ণু-মন্দিরে উৎসর্গীকৃত শতশত দেবদাসীরা যেন কামদেবতাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, তারা যেন কামাতুর জনের কারাগৃহ, যেন সঙ্গীত, লাস্য ও সৌন্দর্যের সভামন্দির।

এই সামাজিক ও নৈতিক পরিবেশে জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ রচনা করেন। এ যুগের কাব্য-সাহিত্যে ধ্বনিতত্ত্বের প্রভাব আর ছিল না। এ যুগ দণ্ডী-ভামহের যুগ নয়, মম্মথভট্টের রসতত্ত্বের যুগ; রসই এ যুগের কাব্যে প্রধান গুণ হিসেবে স্বীকৃত। সেন-রাজসভায় এবং সমসাময়িক অভিজাত স্তরে সেই রসই কামদহনে মদের পর্যায়ে উন্নীত। গীতগোবিন্দেও কিছুটা পরিমাণে সেই মদই পরিবেশিত হয়েছে। অন্তত শেষতম সর্গে। অর্বাচীন জৈনগ্রন্থে, লোক-স্মৃতিতে লক্ষণসেন সম্বন্ধে যে সব কাহিনী বিধৃত, রাজকীয় লিপিমালায় এবং সমসাময়িক সভা-সাহিত্যে সেন রাজসভার ও উচ্চকোটিস্তরের যে ছবি দৃষ্টিগোচর হয় তার সঙ্গে গীতগোবিন্দের নৃত্যগীত লাস্যবিলাসময়, কামভাবনাশ্লিষ্ট তরল রসের কোথাও অমিল নেই। রাজসভায় সুর ও আবহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নৃপতি ও সভাসদ্দের রসাবেশনিমীলিত দৃষ্টির কথা স্মরণ করে জয়দেব গীত-গোবিন্দ এবং গোবর্ধন সপ্তশতী রচনা করেছিলেন।

রাধাকৃষ্ণের ধ্যান কল্পনাও এই পর্বের বাংলা দেশেরই সৃষ্টি এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দেই প্রথম এই কল্পনার সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত রূপ দেখা যায়। হালের সপ্তশতীর একটি শ্লোকে রাধার উল্লেখ আছে, কিন্তু তার তারিখ নির্ণয় করা দুরূহ। ভাসের বালচরিতে, ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণে গোপীগণের সাথে কৃষ্ণের প্রেমলীলার যে উল্লেখ আছে, তার মধ্যে রাধার উল্লেখ কোথাও নেই। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতেও শত গোপীবৃন্দের সাথে কৃষ্ণের বিচিত্র লীলার ইংগিত আছে; কিন্তু সেখানেও রাধা অনুপস্থিত। "সেন-পর্বের কোন সময়ে বোধহয় অন্যতমা গোপিনী রাধা কল্পিতা হইয়া থাকিবেন, এবং খুব সম্ভব তাহা ক্রমবর্ধমান শক্তিধর্মের প্রভাবে। এই শক্তিধর্মের প্রভাব বৈষ্ণব ধর্মেও লাগিয়াছিল, সন্দেহ নাই। সাধারণভাবে বলিতে গেলে

বৈষ্ণবের কৃষ্ণ শাক্তের শিব, সাংখ্যের পুরুষ, আরও শিথিলভাবে বলা যায়, বজ্রযানীর বোধিচিত্ত, সহজযানীর করুণা, কালচক্রযানীর কালচক্র ; আর রাধা হইতেছেন শাক্তের শক্তি, সাংখ্যের প্রকৃতি, শিথিলভাবে বজ্রযানীর নিরাত্মা, সহজযানীর শূণ্যেতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। সমসাময়িক কালে এই চেতনার স্পর্শ বৈষ্ণব ধর্মেও লাগিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। পরবর্তী সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণ-রাধা যে পুরুষ-প্রকৃতি ও শিব-শক্তি ধ্যান-কল্পনার পরিরূপ-ভুক্ত, এ সম্বন্ধে তো সন্দেহই নাই।"—বাঙালীর ইতিহাস, নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৬৬২।

রাধাকৃষ্ণের কাহিনী কোন না কোন সাহিত্যরূপে আশ্রয় করে তুর্কীবিজয়ের আগেই কামরূপে ও বাংলাদেশে প্রসার লাভ করেছিল। এই সাহিত্যরূপের প্রত্যক্ষ প্রমাণও কিছু আছে, যদিও তা বেশী নয়। কামরূপরাজ বনমালদেবের একটি লিপিতে, ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের কয়েকটি প্রকীর্ণ শ্লোকে কৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনার কথা আছে।

সর্বভারত জুড়ে জয়দেবের খ্যাতি যেন একান্তই ভক্ত বৈষ্ণব-সাধক-কবি হিসেবে এবং গীতগোবিন্দ যেন সেই সাধকের দৃষ্টিতে, রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রত্যক্ষ করার কামমধুর ভক্তিরসময় উপায়। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার উপর শ্রুতিমধুর, শৃঙ্গারভাবনাময় রসাবেশপূর্ণ গানের রচয়িতা রূপে জয়দেবের পক্ষে রসিক বৈষ্ণব সমাজে এবং জনমানসে প্রতিষ্ঠালাভ সহজেই সম্ভব হয়েছিল।

ভক্ত বৈষ্ণব সমাজ এই গ্রন্থকে কিছুটা ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দান করেছিলেন। প্রধানত তারই ফলে সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে গীতগোবিন্দের প্রতিষ্ঠা শতাব্দীর পর শতাব্দী অব্যাহত ছিল, সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে তো বটেই, অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেও—বিশেষভাবে সেইসব সম্প্রদায়ে যাদের প্রধান আশ্রয় ভক্তি ও প্রেম। তার ফলে জয়দেব সহজিয়া সম্প্রদায়েরও আদিগুরু, নবরসের অন্যতম রসিক।

জয়দেবের আবির্ভাবের আগেই বৌদ্ধ সহজযানের সাধনতত্ত্ব রাঢ়বঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু তার আগেই আচার্য নাড় পণ্ডিত প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ সহজ মতবাদ প্রচার করেছিলেন।

বজ্রযান গুহ্য সাধনারই সূক্ষ্মতর স্তর সহজযান নামে খ্যাত। বজ্রযানে মন্ত্রের মূর্তি-রূপের ছড়াছড়ি। মন্ত্র, মুদ্রা, পূজা, আচার-অনুষ্ঠানে বজ্রযানের

সাধনমার্গ আকীর্ণ। সহজযানে দেবদেবীর স্বীকৃতি যেমন নেই, তেমনি অনুপস্থিত মন্ত্র, মুদ্রা, পূজা-আচার-অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি। সহজযানীরা বলেন—কাঠ, মাটি বা পাথরের তৈরী দেবদেবীর কাছে প্রণত হওয়া বৃথা। তাঁরা বলেন,

কিং তো দীবেঁ কিং তো নিবেজ্জঁ
কিং তো কিজ্জই মন্তহ সেব্বঁ।
কিং তো তিত্থ তপোবন জাই
মোকখ কি লব্‌ভই পাণী হ্নাই॥—দোহাকোষ

কি (হবে) তোর দীপে, কি হবে নৈবেদ্যে, কি হবে তোর মন্ত্রের সেবায়, তীর্থ-তপোবনে গিয়েই বা কি হবে। জলে নাইলেই কি মোক্ষলাভ হয়!

সহজযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গূঢ় সাধন-পদ্ধতি ও ধ্যানধারণার গভীর পরিচয় দোহাকোষের দোহা ও চর্যাগীতিগুলিতে বিধৃত হয়ে আছে। তাঁরা বলেন, বোধি বা পরম জ্ঞান লাভের খবর অন্য সাধারণ লোকের কাছে দুর্লভ, এমনকি বুদ্ধদেবও জানতেন না—বুদ্ধোঽপি ন তথা বেত্তি যথায়মিতরো নরঃ। সকলেই বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী এবং এই বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে—দেহস্থিতং বুদ্ধত্বং, দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জানই। সহজিয়াদের মতে শূন্যতা হল প্রকৃতি, করুণা হল পুরুষ; শূন্যতা ও করুণা অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে অর্থাৎ নারী ও নরের মিলন-মিথুনযোগে বোধিচিত্তের যে পরমানন্দময় অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাই মহাসুখ। এই মহাসুখই ধ্রুবসত্য। এই ধ্রুবসত্যের উপলব্ধি ঘটলে ইন্দ্রিয়গ্রাম বিলুপ্ত হয়ে যায়, সংসার জ্ঞান তিরোহিত হয়, আত্মপর ভেদ লোপ পায়, সংস্কার বিনষ্ট হয়। এই সহজ অবস্থা।

সহজ সমরস অর্থাৎ সাম্যভাবনা, আর 'খসম' অর্থাৎ আকাশের মত শূন্য চিত্ত, এই সহজযানের আদর্শ। তীর্থ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, পূজা, আশ্রম সমস্তই ব্যর্থ। ধ্যানের মধ্যে মোক্ষ নেই, সহজ ছাড়া নির্বাণ নেই, কায়া-সাধন ছাড়া পথ নেই। যেখানে মন-পবন সঞ্চারিত হয় না, রবিশশীর প্রবেশ নেই, সেখানেই চিত্তের একমাত্র বিশ্রাম, সহজের মধ্যেই পরমানন্দ। শরীরের মধ্যেই অশরীরী গুপ্ত লীলা—"অসরির কোই সরীরহি লুক্কো"। ঘরেও থাকি না, বনেও যাই না—"ঘরহি ম থক্কু ম জাহি বনে"। নিষ্কলুষ নিস্তরঙ্গ সহজের

রূপ, তার মধ্যে পাপপুণ্যের প্রবেশ নেই। সহজে মন নিশ্চল ক'রে যে সমরস-সিদ্ধ হয়েছে, সে-ই একমাত্র সিদ্ধ, তাঁর জরামরণ দূর হয়েছে। শূণ্য নিরঞ্জনই পরম মহাসুখ, পাপ নেই, পুণ্য নেই—সুন্ন নিরঞ্জন পরম মহাসুখ তঁহি পুন ন পাব। মধ্যযুগে উত্তর ভারতে ও বাংলাদেশে যে মানবধর্মী মরমীয়া সাধক কবিদের সাক্ষাৎ আমরা পাই—বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস থেকে সুরু করে কবীর, দাদু, রজ্জব, তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাঈ, হরিদাস পর্যন্ত—এঁরা সকলেই ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতকের এই সহজযানী সাধক কবিদেরই বংশধর, জয়দেবের উত্তরসূরী।

॥ ৩ ॥ লৌকিক রাধাকৃষ্ণ

গীতগোবিন্দের নায়ক নায়িকা রাধা-গোবিন্দ, রাধাকৃষ্ণ নন। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ মানবিক গুণাবলীর চূড়ান্ত প্রতিভূ; এবং তৎকালীন রাজন্যবর্গ কর্তৃক পুরুষোত্তম হিসেবে স্বীকৃত হওয়া সত্বেও, সেই যুদ্ধ বিশারদ, বিজ্ঞ, রাজনীতিতে সুপণ্ডিত জয়দেবের কবি-কল্পনা আবৃত করতে পারেন নি। শোণিত-লিপ্ত যোদ্ধা, বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যে যতই প্রসিদ্ধ হোন না কেন, প্রেম ভক্তি ও মুক্তির শেষ আশ্রয় হিসেবে অকল্পনীয়।

জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণ তাই বৃন্দাবনের তরুণ, গোপাঙ্গনাদের হৃদয়-রত্ন, যৌবনবতী শ্রীরাধার আরাধ্য গোপ যুবক। মানবিক গুণাবলীর উৎকর্ষ ও অপকর্ষে, কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও লঘুত্বে তিনি অবিদ্ধ ও উদাসীন। দেবত্ব আরোপনে এত ঊর্ধে তাঁর স্থান যে পার্থিব কোন কলুষ ও গ্লানি সেই ঊর্ধলোকে গিয়ে পৌঁছায় না।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত, শ্রীরাধা শরীরধারী গোপকন্যারূপে সাধারণ মানুষের নিন্দাস্তুতির উপরে উঠতে পারেন ন, যদিও গোবিন্দে তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত। শ্রীকৃষ্ণের সুপ্ত "হ্লাদিনী শক্তির" আধাররূপে মহাপ্রভুর কল্পনায় যখনই তিনি বিভাসিতা হন, তখনই মর্ত্যমানুষের দোষগুণের সীমানা ছাড়িয়ে তিনিও কৃষ্ণের

পাশাপাশি অলৌকিক আসনে অধিষ্ঠিতা। কাজেই গীতগোবিন্দের শ্রীরাধার মধ্যে যদি আমরা মানবিক গুণাবলীর লক্ষণ দেখতে পাই, তা স্বাভাবিকরূপেই বিবেচিত।

যদুবংশের প্রধান বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণের জন্ম আনুমানিক ১২০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। মথুরার রাজা উগ্রসেনের কন্যা দেবকী তাঁর জননী। ভোজ যদু ও অন্ধকদের ওপর উগ্রসেনের প্রভাব পরিব্যাপ্ত। দুর্বল রাজা উগ্রসেনকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে তাঁর পুত্র কংস দানব আখ্যায় পরিচিত হয়ে যখন সিংহাসনে আরোহন করলেন, তাঁর অনুচরেরাও দানব বলে পরিচিত হল। দৈববাণীর নির্ভুল অঙ্গীকারে কংস জানলেন দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান তার মৃত্যু নিয়ে আসবেন। প্রতিকারের জন্য তিনি দেবকী ও বসুদেব দুজনকেই কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। একে একে দেবকীর সাতটি সন্তান নিহত হল।

মথুরা বারোটি বনাঞ্চল ও তিনটি লোকালয় নিয়ে গঠিত প্রদেশ। পূর্বদিকে গোকুল, গোরক্ষকদের দ্বারা অধ্যুষিত, এ ছাড়া মহাবন, লোহাবন, বেলবন, ভাণ্ডীরবন, ভদ্রকবন—এসবই দুর্দান্ত দানবে পরিপূর্ণ। পশ্চিমে বৃন্দাবন, খাদীরবন, নন্দগ্রাম, বরষণ—লোকালয়, কাম্যকবণ, বহুলবন, কুমুদবন, তালবন, মধুবন—বনাঞ্চল (চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবন দর্পণ)।

যমুনার উল্টোদিকে মহাবনের সর্বদক্ষিণ অংশে গোকুল। মহারাজ নন্দ এ অঞ্চলের ভূম্যধিকারী। গোপালকগণ, উপানন্দ, সুনন্দ, আয়ান প্রভৃতি ও তাদের পরিবারবর্গ এ অঞ্চলের বাসিন্দা। বসুদেবের স্ত্রী রোহিনী (বলরাম জননী), নন্দের আশ্রয়ে এখানেই বসবাস করতেন।

কৃষ্ণের জন্মের পরেই কারাগারে বসুদেবের হাতপায়ের শৃঙ্খল অকস্মাৎ খসে পড়ল। খুলে গেল কারাকপাট। ঝড় ঝঞ্ঝায় ভাদ্রের সেই ভয়ংকর রাত্রিতে বসুদেব সদ্যোজাত শিশুকে বুকে চেপে যমুনা অতিক্রম করলেন। সহসা হাত ফসকে শিশু যমুনার জলে পড়ে গেল। তাকে আবার নিয়ে তিনি অপর পারে গোকুলে গিয়ে উঠলেন। এই স্থানই কোলঘাট।

এই সময় নন্দের স্ত্রী যশোদাও এক কন্যা সন্তান প্রসব করেছিলেন ; অচেতন যশোদার পাশ থেকে কন্যাকে তুলে নিয়ে বসুদেব সেখানে নিজের পুত্রকে স্থাপন করলেন এবং যে ভাবে গিয়েছিলেন সেইভাবেই ফিরে এসে মেয়েটিকে দেবকীর পাশে শুইয়ে দিলেন।

ভয়ংকর রাত্রির স্তব্ধতা খান খান করে শিশুকণ্যা কেঁদে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল প্রহরীর। কংস খবর পেলেন বসুদেবের সন্তান জন্মেছে। দৈববাণী-ভীত নিষ্ঠুর কংস কারাপ্রাচীরের বাইরে পাথরের ওপর আছাড় মেরে শিশুটিকে হত্যা করলেন। শিশুর দেহ ভেদ করে এক দিব্যজ্যোতি আকাশের দিকে উঠল এবং বলে গেল কংসের অন্তক গোকুলে বেড়ে উঠছে।

যশোদার পাশে সদ্যোজাত কৃষ্ণ যখন অর্ধমৃত অবস্থায় শুয়েছিলেন, দশ-বছরের এক স্বর্ণবরণ কুমারী তার দেখাশুনার ভার নিলেন। পরবর্তীকালে এই কুমারীই রাধা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

দশবছর আগে নন্দের জমিদারীর উত্তর প্রান্তে ভাণ্ডীরবন বা বেলবনের কাছে রাভেল গ্রামে রাধাকে পাওয়া গিয়েছিল (বৃন্দাবন দর্পণ)। রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য তাকে নন্দরাজের কাছে অর্পণ করা হয়।

কৃষ্ণের বয়স যখন তিন বছর, একদিন বৃদ্ধ নন্দ কৃষ্ণকে কোলে করে বৃন্দাবনের কাছে যেতে সহসা সারা আকাশ কালো করে মেঘ উঠল। তখনও গোবৎসাদি নিয়ে ঘরে ফেরার সময় হয়নি, ফলে নন্দ রাধাকে নির্দেশ দিলেন কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, চৈতন্যমঙ্গল)—গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক বিচ্ছিন্নভাবে এই অবস্থাতেই সুরু হয়েছে।

কংস চুপ করে থাকার পাত্র নন। দিকে দিকে চর পাঠিয়ে তিনি অনুসন্ধান চালাতে থাকলেন। তারই প্রেরিত দানবী পূতনা ও তৃণবর্তাসুর শিশু কৃষ্ণের হাতে নিহত হল। গোকুলবাসীরা তখনও কৃষ্ণের দৈবীশক্তিতে আস্থাবান হয়নি। গৃহদেবতা রক্ষা করেছেন, এই হল তাদের ধারণা। কৃষ্ণের বয়স যখন পাঁচ, বৃদ্ধ নন্দ, উপানন্দ, সুনন্দ, আয়ান প্রভৃতি গোপনেতৃবৃন্দ আরও বিপদ আশংকা করে গোকুল থেকে তাদের বাস উঠিয়ে বৃন্দাবনে বসবাস করা স্থির করলেন।

এই গোপগোষ্ঠীর আদি নিবাস ছিল উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব। সেখান থেকে বাস উঠিয়ে তারা মহাবনের এই অংশে স্থিত হয়েছিলেন (নম-ভাগবত); কাজেই আবাস-বদল তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল না।

এক শুভদিনে নারী ও শিশুদের গো-যানে তুলে, মাথায় পাগড়ি ও হাতে লাঠি নিয়ে তারা যাত্রা সুরু করলেন এবং যমুনার অপর পারে বৃন্দাবনে এসে পৌঁছলেন। এ সময় নন্দের অধিকারভুক্ত এই অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলাকীর্ণ ও

বণ্য পশু ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। এই যাত্রায় কৃষ্ণ দৈবীশক্তির প্রভাবে পথে লোহাসুর, বৎসাসুর ও বকাসুরকে নিধন করেন। এ নিধনকার্য ব্রজবাসীদের রক্ষার জন্যেই সাধিত হয়।

বৃন্দাবন থেকে মথুরা যাবার তখন একটি মাত্র পথ ছিল। সেই পথেই বরষণ ও নন্দগ্রামের অধিবাসীরা দক্ষিণাঞ্চলে তাদের দ্রব্যসামগ্রী মথুরায় বিক্রয়ের জন্যে নিয়ে যেত।

এই পথ পশ্চিমের সাতটি বনভূমির পাশ ঘেঁষে গিয়েছিল। বরষণে তখন রাজা বৃষভাণু ভূম্যধিকারী। নন্দ ও তার দলবল বরষণে এসে নন্দগ্রাম ভূখণ্ড বসবাসের জন্য লাভ করলেন। রাধা ছাড়া সমগ্র গোপগোষ্ঠী নন্দগ্রামে বসবাস সুরু করল।

কেন রাজা বৃষভানু রাধাকে রেখে দিলেন সে বৃত্তান্ত আমাদের জানা নেই; সম্ভবত সন্তানাদি না থাকায়। বৃদ্ধ রাজা তৎকালীন প্রথানুযায়ী অর্থ বা ভূমির বদলে কন্যাকে ক্রয় করেছিলেন। কৃষ্ণ ও রাধার ঘনিষ্ঠতা রাজা বৃষভানু সুনজরে দেখেননি। তার কারণ উভয়ের বয়সের অসাম্য, চরিত্র ও গোষ্ঠীর বিভিন্নতা।

ছ'বছর বয়স থেকে কৃষ্ণ অন্যান্য গোপ-বালকদের সাথে নন্দগ্রামের কয়েক ক্রোশ দূরে বহুলবনে গোচারণ শুরু করেন। যে পথে গবাদি নিয়ে সেই বনে যেতে হত, বরষণ ও কাম্যকবন ছুঁয়ে তা গিয়েছিল গিরি-গোবর্ধনের গা ঘেঁষে। রাধা সেই পথের পাশে সখীদের নিয়ে প্রতীক্ষা করতেন।

রাধা যদিও রাজ-নন্দিনীর মত নাচ-গান সাহিত্য-নাটক প্রভৃতি কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী হয়ে উঠেছিলেন, কৃষ্ণের প্রতি তার আগের অনুরাগ ভুলতে পারেননি। বরং সময়ের সাথে সাথে তা আরও নিবিড় হয়ে উঠেছিল।

অল্পদিনের মধ্যে মধুবনের মধুদৈত্য, তালবনের ধেনুকাসুর, গোবর্ধনের দন্তাসুর ও অরিষ্ট, কাম্যকবনের ব্যোমাসুর কৃষ্ণ ও বলরামের হাতে নিহত হল। বৃন্দাবনের উত্তরে একমাত্র ভীতি হয়ে থাকল কালিয় নাগ। কালিয়দহে অসংখ্য পদ্মের আধার এই হ্রদ।

কৃষ্ণের অলৌকিক কার্যাবলী কংসকে বিচলিত করে তুলল। সন্দেহ দেখা দিল দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান সত্যই জীবিত কি না। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্য তিনি নন্দকে নির্দেশ দিলেন তার ধনুর্যজ্ঞের জন্য একশত পদ্ম সংগ্রহ

করে দেবার জন্য। বিব্রত নন্দের কাছ থেকে সব বৃত্তান্ত অবগত হয়ে কৃষ্ণ পদ্ম সংগ্রহের জন্য কদম্ব গাছের এক ডাল ধরে কালিয়দহে ঝাঁপ দিলেন। ব্রজবাসীরা দুঃখে ভেঙে পড়ল, রাধা তার সখীদের নিয়ে যে বিলাপ করলেন তাতে সারা ব্রজকুল জানল রাধার অন্তরের সবখানি জায়গা জুড়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর হয়ে আছেন। সকলের সব আশঙ্কা ব্যর্থ করে সহসা কৃষ্ণ জলের ওপরে মাথা তুললেন। সারা দেহে কালিয় নাগের বেষ্টন। তার স্ফীত শরীরের চাপে নাগের বেষ্টন খসে পড়ল। রক্ত বমন করল অতিকায় নাগ। তার মাথায় পা রেখে নৃত্য করলেন কৃষ্ণ। অবশেষে নাগ-বধূর অনুরোধে তাকে রেহাই দিলেন এই সর্তে যে সে বৃন্দাবন ছেড়ে পরিবারবর্গ নিয়ে দক্ষিণ সাগরে চলে যাবে।

শত পদ্ম নিয়ে নন্দ যখন দরবারে গিয়ে হাজির হলেন, কংসের সব সংশয় দূর হল। অনতিবিলম্বে তিনি তার ও বসুদেবের মিত্র অক্রূরকে রাজরথ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন কৃষ্ণ-বলরাম দুই ভাইকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানিয়ে। গোপবেশ ছেড়ে, রাজবেশ ধারণ করে ভাতৃদ্বয় রথে উঠলেন। গোবর্ধন পর্বতের কাছে আসতে গোপ-জনতা রথ আটক করল। অক্রূর তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করলেন তবু তারা কৃষ্ণ-বলরামকে অনুসরণ করল।

মথুরায় এলে অভ্যর্থনার বদলে রাজহস্তী কুবলয়াপীড় পথ আটকে দাঁড়াল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাকে নিহত করলেন কৃষ্ণ। তারপর এল রক্ষীর দল, তারাও নিহত হল। ক্রুদ্ধ কংস সমস্ত গোপজনতাকে বন্দী করার আদেশ দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে কৃষ্ণ লাফ দিয়ে কংসের সুউচ্চ আসনে উঠে গেলেন এবং তাকে টেনে নামিয়ে আনলেন ভূতলে ও মস্তক দীর্ণ করলেন। দৈববাণী এতদিনে সার্থক হল।

বসুদেব ও দেবকী কারাগারের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণের বন্দনা করলেন। জনক জননীই তাঁকে দেবতারূপে প্রথম অর্ঘ্য দিলেন।

কংসের মৃত্যুর পর আর এক বিপদ কৃষ্ণের মাথার ওপর খাঁড়ার মত ঝুলতে থাকল। কংসের শ্বশুর মহাবল জরাসন্ধ তার অসংখ্য সৈন্য নিয়ে মথুরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন। মথুরা রক্ষার জন্য ব্রজবাসী আভীর গোপদের মধ্য থেকে কৃষ্ণ সৈন্য সংগ্রহে মন দিলেন। এই সৈন্যই মহাভারতে 'নারায়ণী সেনা' হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে।

ইতিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ মথুরার মুকুটহীন রাজা। বীরত্ব, সেবা, প্রেম ও ভালবাসার অধীশ্বররূপে ব্রজবাসীদের অন্তর জয় করে নিয়েছিলেন। বয়সে কিশোর (পনের বছর) হলেও, বলিষ্ঠ আকৃতি ও শক্তি-সামর্থ্যে তরুণের সমতুল। শ্রীরাধা পঁচিশ বছরের পূর্ণ যুবতী। রাজমহিষী কীর্তিদেবীর অনুমোদন থাকলেও রাজা বৃষভানু তাদের প্রথা-প্রতিকূল পরিণয়ের বিরুদ্ধাচরণ করলেন। ফলে বরষণ ও নন্দগ্রামের মাঝামাঝি এক জায়গায় সংকেত-গৃহ তাদের মিলনস্থল হয়ে উঠল।

রাজনন্দিনী রাধা নৃত্যগীত ও নানা কলা-বিদ্যায় পারদর্শিণী, সংস্কৃত ও মার্জিত হয়ে নিজেই শুধু তৃপ্ত থাকলেন না, যাযাবর-গোষ্ঠীর গোপরমণীদের সেইসব বিদ্যা শিখিয়ে শিক্ষিত, সংস্কৃত, অনুরক্ত ও ভক্তিপ্রাণা করে তুললেন।

কৃষ্ণ যেমন যুবকদের আদর্শস্থানীয় ছিলেন, রাধাও তেমনি হয়ে উঠলেন রমণীকুলের মধ্যবিন্দু, সখীবৃন্দের প্রাণপ্রতিমা। শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ ও রাজ-রূপ শ্রীরাধার কাছে অনাকর্ষণীয়। তিনি তাঁকে পেতে চান ব্রজবাসীদের হৃদয়-প্রদীপ হিসেবে, তাদেরই মত বেশে ও আচরণে, একেবারে কাছের মানুষটির মত। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপই জয়দেবের আরাধ্য, জয়দেবের গোবিন্দ।

॥ ৪ ॥ গীতগোবিন্দ ও তার প্রভাব

প্রথম শ্লোকটি বাদ দিলে, বসন্তের বর্ণাঢ্য সমারোহে গীতগোবিন্দের সূত্রপাত। চারিদিকে রঙ আর উজ্জ্বলতা, প্রস্ফুটিত ফুলে সহাস্য বনানীর আমন্ত্রণ, সেখানে ভ্রমর আর পিকের গুঞ্জনে বাসন্তী হাওয়া মুখরিত। বসন্ত ছাড়া প্রেম আর ভালবাসার এমন একান্ত বান্ধব আর কে আছে! প্রাকৃতিক এই উচ্ছলতার মধ্যে দামোদরও আনন্দে মগ্ন, শুধু বিরহিণী শ্রীমতী প্রিয়সঙ্গ বঞ্চিত, একাকিনী প্রিয় অন্বেষণে অস্থির। প্রথম সর্গ জুড়েই বসন্তের এই উজ্জ্বল মূর্তি, গোপকন্যাদের আনন্দময় পরিমণ্ডলে আনন্দিত দামোদর।

দ্বিতীয় সর্গে কেশব বিগতদুঃখ, অংশুমান। কিন্তু শ্রীমতী স্মৃতিচারণে

জর্জর। বেতস কুঞ্জের নিভৃত বিশ্রামে প্রিয়সখীকে নিজের মনোবেদনা ব্যক্ত করছেন দীনের মত।

তৃতীয় সর্গে মধুসূদন ভ্রমরের মত বিমুগ্ধ, শ্রীমতীকে তিনি যে অবহেলা করেছেন সে আঘাত দ্বিগুণ হয়ে তার বুকে বাজল। মনে মনে তিনি ক্ষমা চাইলেন শ্রীমতীর কাছে। তার স্মৃতি, তার কান্তি, মাধবের সমস্ত অন্তর জুড়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অনুতপ্ত কৃষ্ণের কাছে সখী এসে যখন শ্রীমতীর বিরহভার বর্ণনা করল, মধুসূদনের অনুতাপ তাতে অনেকখানি প্রশমিত হল, স্নিগ্ধ হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু সখীর বর্ণনা তাকে শ্রীমতীর সঙ্গলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত করে তুলল। চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গের কয়েকটি অনবদ্য শ্লোকে জয়দেব এই আকাঙ্ক্ষা ও কাতরতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিরহ শুধু মিলনের আকাঙ্ক্ষাকেই জাগ্রত করে না, অভিমানকেও কুশ-তীক্ষ্ন করে তোলে। বিচ্ছেদের ভারে শ্রীমতী এতই শীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন যে প্রিয়-সঙ্গমে যাবার মত শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট ছিল না। সপ্তম সর্গে এই অক্ষমতা অসূয়ার জন্ম দিয়েছে, শ্রীমতী অনুমান করেছেন কৃষ্ণ সম্ভবতঃ অন্য কোন গোপকন্যার সঙ্গ-সুখে আনন্দময়। এই অনুমান দৃঢ় হল যখন দেখলেন তার সহচরী একাকিনীই ফিরে এল। দক্ষিণা বায়ু, অনঙ্গ ও যমুনা যেন তার বিচ্ছেদ ব্যথা আরও বাড়িয়ে তুলল।

পদ্মের মত দুটি চোখের ওপর দিয়ে বসন্তের এমন মধুময় রাত্রিটি অতিক্রান্ত হল; প্রভাতে যখন লক্ষ্মীপতি তার চরণতলে আসন নিলেন, ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল শ্রীমতীর মুখ। ভৎসনা করে তিনি বললেন তাদের কাছেই ফিরে যেতে যাদের সঙ্গ-সুখে তাঁর সারা রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে। নবম সর্গে অনুতপ্ত শ্রীমতী নিজের আচরণে নিজেই কুণ্ঠিত হলেন। সখীও বলল দ্বিতীয়বার এলে তিনি যেন দয়িতের সাথে মধুর ব্যবহার করেন। দশম সর্গে শ্রীমতীর ক্রোধ প্রশমিত, পুণরায় এসেছেন মাধব, অনবদ্য ভাষায় তিনি শ্রীমতীর মানভঞ্জনের জন্য সচেষ্ট। ৩৪টি শ্লোকের একাদশ সর্গে সখীদের প্রচেষ্টায় এই দুই প্রেমিক-প্রেমিকা মুখোমুখি হলেন; সংকেত গৃহের নির্জনতায় যেখানে তাদের কুসুম-শয্যা রিক্ত সেদিকে এগিয়ে গেলেন। দ্বাদশ সর্গ এই কাঙ্ক্ষিত মিলনেরই রসঘন বর্ণনা।

প্রেম অর্থাৎ শৃঙ্গার গীতগোবিন্দের মূল সুর। শৃঙ্গ শব্দের অর্থ সম্ভোগেচ্ছার সমুদ্ভেদ। এই ইচ্ছার সার্থকতার নাম শৃঙ্গার রস। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ বলেন, এই রসের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, গীতগোবিন্দে এই রসের মাধ্যমে সে ব্যবধান অতিক্রান্ত। অলৌকিক দেবকাহিনীর ও লৌকিক প্রেমগাথার এমন আশ্চর্য সমন্বয় এর আগে ভারতীয় সাহিত্যে আর দেখা যায়নি। এই সমন্বয়ের ধারা অনুসরণ করেই পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজনপদাবলীর উদ্ভব। এই সমন্বয়ই মধ্যযুগের হিন্দু সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ও মধ্যযুগীয় হিউম্যানিজমের মূলে। অলৌকিক দেববাদের এই রকম মানবীকরণের ইঙ্গিত জয়দেবই প্রথম সূচনা করলেন।

সেন-বর্মন পর্বের বাংলাদেশ বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসকে দুই দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিল ; প্রথমত, বিষ্ণুর দশাবতার সমন্বিত রীতিবদ্ধ রূপে ; দ্বিতীয়ত, রাধা-কৃষ্ণের ধ্যান ও রূপ কল্পনা। বরাহ, বামন ইত্যাদি দু'চারটে অবতারের নাম গুপ্ত লিপিমালাতে দেখা যায়, পুরাণমালা ও মহাভারতেও বিষ্ণুর নানা অবতারের পরিচয় বিধৃত। কিন্তু বিধিবদ্ধ সমন্বিত রূপের চেষ্টা বোধহয় প্রথম ভাগবতপুরাণে। এই পুরাণে অবতারের তিনটি তালিকা আছে, একটিতে তেইশটি অবতার, একটিতে বাইশটি, একটিতে ষোলটি। তখনও দশাবতারের রূপ বিধিবদ্ধ হয়নি। পাল-পর্ব ও সেন-পর্বের লিপিমালাতেও কয়েকটি অবতারের হদিশ পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগের ও আজকের ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র যে দশাবতারের ঐতিহ্য সুপরিচিত (মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি) তার প্রথম ক্রমানুক্রমিক রূপ পাই জয়দেবের গীতগোবিন্দে।

ভক্ত বৈষ্ণবগণের কাছে জয়দেব হলেন দিব্যোন্মাদ সাধক। অথচ জয়দেব একান্তই তা ছিলেন না। আমাদের প্রচলিত ধারণায় ভক্তি ও প্রেমোন্মাদ বৈষ্ণবও ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাধারণভাবে পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ; কল্কি ও মহাদেবও তার অকুণ্ঠ স্তুতি-পূজা লাভ করেছিলেন, যোগমার্গ সাধনার উপর তিনি কবিতা লিখেছিলেন ; শৌর্য, বীর্য, যুদ্ধ, তূর্য সংগ্রামের উপরেও কাব্য রচনা করেছিলেন। গীতগোবিন্দ একান্তভাবে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার জন্যে রচিত হয়েছিল -যে রাজসভায় প্রেমলীলা ও নানাপ্রকারের কাম-কল্পনা

ও ভাবনাকে আশ্রয় করে প্রতি সন্ধ্যায় বার-রামাদের নৃত্যগীত হত এবং নবদ্বীপরাজ পাত্রমিত্রদের নিয়ে সেই নৃত্যগীত উপভোগ করতেন।

তৎকালীন শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত বা ধোয়ীর পবনদূত, জয়দেবের গীত-গোবিন্দ বা গোবর্ধনের সপ্তশতী সর্বত্রই যেন শৃঙ্গাররসের প্রাবল্য একটু বেশী, মদনবিদ্ধ ভাব-কল্পনার দিকে আকর্ষণ প্রবল, রুচি তরল ও ইন্দ্রিয়বিলাসী। সাহিত্যের এই চিত্র সাধারণভাবে সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন সন্দেহ নেই এবং এই সমাজ রাজসভাপুষ্ট অভিজাত সমাজ।

একদিকে সেন রাজসভা ও উচ্চকোটির সমাজস্তর এবং অন্যদিকে বৌদ্ধ সহজ-যানের কায়াবাদ— এরই প্রেক্ষাপটে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করে সামাজিক কর্তব্য পালন করেছিলেন কি না সে প্রশ্ন অনিবার্য হলেও, জয়দেব যে যুগন্ধর ও সৃষ্টিধর কবি ছিলেন এবং তাঁর গীতগোবিন্দ যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম।

বস্তুত গীতগোবিন্দে বর্ণনা বিবৃতি, আলাপ বা কথোপকথন এবং গীত এই তিনটি একই কাব্য বা সাহিত্যরূপের মধ্যে সমন্বিত। এ রূপ একান্তই অভিনব এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অজ্ঞাত। কাব্যটির বিষয়বস্তু ধর্মগত কিন্তু লৌকিক ইন্দ্রিয় কামনার এমন রসাবেশময় ব্যঞ্জনা সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল, মৌলিক যৌন কামনার এমন অপূর্ব ভক্তিরসময় রূপান্তর মধ্যযুগীয় বাংলার পদাবলী সাহিত্য ছাড়া আর কোথায়ও দেখা যায় না।

গীতগোবিন্দ একাধারে পদ কাব্য (মধুর কোমলকান্ত পদাবলীম্) এবং মঙ্গলকাব্য (শ্রীজয়দেব কবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলম্ উজ্জ্বল গীতি) এবং এই হিসেবে পরবর্তী পদাবলী সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্য সাহিত্য এই দুই ধারার আদিতে গীতগোবিন্দের স্থান।

ষোড়শ শতকে সন্ত কবি নাভাজী দাস তাঁর ভক্তমাল-গ্রন্থে জয়দেবের যে প্রশস্তি গেয়েছেন তা মিথ্যে নয়ঃ

জয়দেব কবি নৃপচক্কবৈ, খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আনি কবি ॥
প্রচুর ভয়ো তিহুঁ লোক গীতগোবিন্দ উজাগর।

কবি জয়দেব চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর মাত্র। তিনলোকে গীতগোবিন্দ প্রচুরভাবে উজাগর বা উজ্জ্বল হয়েছে।

এই পর্বে এবং পরবর্তীকালেও জয়দেবের কবি চক্রবর্তীত্বে প্রতিযোগিতার স্পর্ধা

রাখেন, সত্যিই এমন কেউ নেই। জনমানসে এবং বৈষ্ণব সমাজে গীতগোবিন্দ আগেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। রূপগোস্বামীর রসব্যাখ্যায় প্রভাবান্বিত হয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ গীতগোবিন্দের মধ্যে নূতন অর্থসন্ধান লাভ করলেন। গীতগোবিন্দ নূতন মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করল এবং অন্যতম ধর্মগ্রন্থ পর্যায়ে উন্নীত হল। বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠলেশ্বর গীতগোবিন্দের অনুকরণে তাঁর শৃঙ্গাররসমণ্ডল গ্রন্থ রচনা করলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন সময়ে গীতগোবিন্দের চল্লিশখানারও উপর টীকা রচিত হল, অনুকরণে দশ-বারো খানা কাব্য রচিত হল, বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থে বারবার গীতগোবিন্দ থেকে অসংখ্য শ্লোক উদ্ধৃত। গীতগোবিন্দের জনপ্রিয়তার এর চেয়ে বড় সাক্ষ্য আর কি হতে পারে! গীতগোবিন্দের অন্যতম প্রাচীন প্রসিদ্ধতম টীকা মেবারপতি মহারাণা কুম্ভের নামে প্রচলিত রসিকপ্রিয়া (১৪৩৩—১৪৬৮ খ্রীঃ); পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের একটি ওড়িয়া শিলালেখ (১৪৯৯ খ্রীঃ) থেকে জানা যায়, মহারাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশে ওই সময় থেকে গীতগোবিন্দের গান ও শ্লোক ছাড়া জগন্নাথ মন্দিরে অন্য কোন গান ও শ্লোক গীত হতে পারত না।

ভারতীয় সাহিত্য ছাড়া ইউরোপীয় সাহিত্যেও গীতগোবিন্দের প্রভাব পরিব্যাপ্ত। সম্প্রতি (১৯৭২ সালে) আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Prof. Manfred Mayrhofer (Etymological Dictionary of Sanskirt) সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকর্ষ বোঝাবার জন্য যে তিনটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দিয়েছেন, তার একটি ঋগ্বেদ থেকে, দ্বিতীয়টি মহাভারতের নলদময়ন্তীর উপাখ্যান থেকে এবং তৃতীয়টি গীতগোবিন্দ থেকে। অধিকাংশ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত। এর সঙ্গীতময়তা, প্রেম ও নারীর রূপ বর্ণনা এবং ঈশ্বরলাভের জন্য মানবাত্মার আকুলতাই তাদের আকর্ষণ করে। M. Winternitz (History of Indian literature) গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন তা প্রণিধান যোগ্যঃ "এ কথা সত্য যে এ কাব্যের বিষয়বস্তু ধর্মগত, কাব্যের মূল প্রেরণা ও আবেগ ভক্তিমুখী, ভগবান কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তি। একথা সত্য যে জয়দেব ভারতীয় কাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূদের অন্যতম। এ কথা ভাবলে অবাক হতে হয় কি করে তিনি এত আবেগ, প্রেম-আকুতি, এত অনুপ্রাস ও সঙ্গীতময়তা, এমন অলংকার—এমনি কৃত্রিম কাঠামোর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এই কাব্য যে ভারতে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তাতে

আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভারতের বাইরেও এর অনুরাগীর সংখ্যা স্বল্প নয়। এর ভাষান্তর এত দুরূহ যে, একমাত্র আংশিক সার্থকতা ছাড়া এর অনবদ্য শব্দ ঝঙ্কার রক্ষা করা যায় না। তা সত্ত্বেও ডব্লু জোনস্‌-এর ত্রুটিপূর্ণ ইংরেজী অনুবাদের উদ্ধৃতাংশ গেটের বিস্ময় উদ্রেক করতে সমর্থ হয়েছিল।"

A. Berriedale Keith (History of Sanskrit Literature) গীত-গোবিন্দকে "মাস্টারপীস" এবং জয়দেবকে "last great name in Sanskrit" বলে অভিনন্দিত করেছেন। ১৭৮৬ সাল থেকে গীতগোবিন্দ ইংরেজী পদ্যে অনূদিত হতে সুরু হয়। প্রথম করেন স্যর উইলিয়াম জোনস্‌, স্যর এডুইন আরনল্‌ড্‌ করেন ১৮৬১ সালে। সম্প্রতি দুটি ইংরেজী পদ্যানুবাদের মধ্যে একটি করেছেন সিংহলের শিল্পী ও লেখক জর্জ কেট এবং অপরটি মণিকা ভারমা। এ ছাড়া F. Rueckert জার্মান পদ্যানুবাদ করেছিলেন ১৮২৯ সালে।

ভাষা ও সাহিত্য ছাড়াও, চিত্রাঙ্কণ ও চিত্রশিল্পে গীতগোবিন্দের প্রভাব সামান্য নয়। উত্তর ভারতের চিত্রশিল্পে, বিশেষত, পূর্বাঞ্চলে সেন যুগে, ভুবনেশ্বর, পুরী, কোণারকে এবং খাজুরাহোর গুহাচিত্রে যেসব মিথুন চিত্র ও মূর্তি দেখা যায়—তার অধিকাংশই গীতগোবিন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। এই সময়ের চিত্র ও তক্ষণশিল্পে মূর্তির ঋজু ও বলিষ্ঠ আঙ্গিক কাঠামো অনুপস্থিত, তার জায়গায় দেহে লেগেছে পেলবতা ও সৌকুমার্যের লাবণ্য, দৃষ্টি মদির ও রসাবেশপূর্ণ। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রকূট ও চালুক্য কলা-বিদ্যাতেও গীতগোবিন্দের প্রভাব সামান্য নয়। এই কাব্যের অন্তর্নিহিত আবেগ ও পরিমণ্ডল গুজরাট, রাজস্থান, উত্তর ভারতের (বৃন্দাবন ও কাশী) এবং হিমালয়ের সানুদেশ অঞ্চলের, যথা—কাঙড়া, চম্ব, মন্ডি, বাসোলী এবং নেপালের শিল্পীদেরও প্রভাবান্বিত করেছে।

সঙ্গীত-সাহিত্যেও গীতগোবিন্দ যুগান্তর প্রবর্তন করেছিল। 'সেকশুভো-দয়া' ও সংস্কৃত 'ভক্তমাল' গ্রন্থে জয়দেব সম্বন্ধে যে কাহিনী বিবৃত আছে, তাতে মনে হয়, শুধু কবি নন, তৎকালীন সঙ্গীত শাস্ত্রেও তিনি সুপণ্ডিত। গীতগোবিন্দে মোট চব্বিশ খানি গান আছে। এই সব গানে সবশুদ্ধ বারটি রাগ ও পাঁচটি তালের উল্লেখ আছে। সুদূর মহারাষ্ট্রে ও দক্ষিণভারতে এখনো জয়দেবের গীত প্রচলিত আছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বিশেষ বিশেষ দিনে দেবদাসীদের কণ্ঠে গীতগোবিন্দ এখনও গীত হয়।

॥ ৫ ॥

উপসংহার

পরিশেষে অনুবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা না বললে এ বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গীতগোবিন্দের বাংলা পদ্যানুবাদগুলির মধ্যে বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং কালিদাস রায়ের অনুবাদ দুটিই মোটামুটি পাঠক সমাজে পরিচিত। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ও গদ্য কবিতার ঢঙে এর অনুবাদ করেছেন, তবে তাতে মূলের রস ও ব্যঞ্জনা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রথমোক্ত দুটি অনুবাদে যথেষ্ট নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের চিহ্ন চোখে পড়ে, দুজনেই ছন্দের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে কাব্যের অন্তর্নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনবদ্য চিত্রগুলিকে উপেক্ষা করেছেন। যদিও এই ছবিগুলি হয়ত জয়দেবের অনেক আগে থেকেই লোকমুখে বা গ্রাম্য কবির গানের অংশ হিসেবে জনচিত্তে জাগরূক হয়েছিল। জয়দেব সেগুলিকে জড়ো করে, তাঁর অননুকরণীয় দক্ষতায় ঘসামাজা করে গীত-গোবিন্দের নানা সর্গে ও সন্দর্ভে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে এই ছবি-গুলি এবং তাদের চারপাশের শব্দ ঝঙ্কারের ফ্রেমগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছিল এবং তাদেরই আমি বেশী করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। গীতগোবিন্দের গান শুধু কানে শোনার গান নয়, একই সাথে কানে শোনা ও চোখে দেখার গান। গীতিনাট্য বলতে এখন আমরা যা বুঝি, গীতগোবিন্দই তার প্রথম উৎসমুখ।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তীর উৎসাহ, সক্রিয় সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ না পেলে এ অনুবাদ কখনই শেষ করা সম্ভব হত না। তাঁর ঋণ শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পরিশোধ হবার নয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির ভূমিকা লিখে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। অগ্রজপ্রতিম ভবানীদার (শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়) সাহচর্য, পরামর্শ ও সাহায্য শুধু আমার এই অনুবাদকর্মেই প্রেরণা নয়, পরবর্তী সৃষ্টিশীল কাজগুলিতেও পাথেয়। ফার্মা কে এল এম (প্রাঃ) লিঃ-এর অন্যতম সত্ত্বাধিকারী শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় আমার মত নতুন লেখকের

প্রথম রচনা প্রকাশে যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা না নিলে হয়ত এই পাণ্ডুলিপি রুদ্ধ হয়েই থাকত দীর্ঘকাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে এবং আর্থিক অনুদানের ফলে এই পুস্তকের মূল্য দুর্মূল্যের বাজারে কিছুটা কমান সম্ভব হয়েছে।

যে অন্তরালবর্তিনীর দীর্ঘ আঁখিপক্ষ্ম অনুক্ষণ এই পাণ্ডুলিপিটির ওপর অচঞ্চল হয়ে থাকত, তাঁর অনুপ্রেরণাও ত্বরান্বিত করেছে আমার এই প্রচেষ্টাকে।

তরুণদেব ভট্টাচার্য

॥ গীতগোবিন্দ ॥

॥ মুখবন্ধ ॥
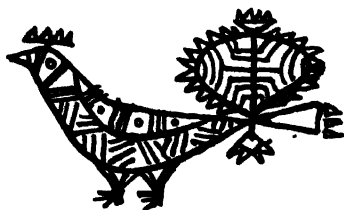
শৈলছায়ার কান্তি সম ব্যাপ্ত হল মেঘের দল
রাত্রি নামে সংগোপনে আঁধার হল তমাল তল
ত্রস্ত এঁকে সঙ্গে নিয়ে যাও গো রাধা বনের পার
অন্ধকারে ঝঞ্ঝা মাঝে পৌঁছে দিও গৃহের দ্বার ॥

নন্দ নিবেদনে চলিল দুইজনে
যমুনা কুলে কুলে নিভৃত বীথিমূলে
রাধা ও মাধব অখিল গৌরব
মিলন অনুরাগে বিজয় বৈভব ॥ ১

হৃদয় ছেয়েছে দীপ্ত কমল বীণাবাদিনীর মূর্তি
পদ্মাচরণে নিবেদিত প্রাণ অন্তর জুড়ে আর্তি
জয়দেব আমি গাহিব সে গান মধুরতম
মধুসূদনের বিলাসকীর্তি অন্যতম ॥ ২

সরসতা যদি শ্রীহরি স্মরণে আসে
বিলাস কলায় কুতূহলে মন ভাসে
মধুর কোমল কান্ত এ গান শোন
জয়দেব গীত পদাবলী অনুপম ॥ ৩

উমাপতি ধর বহুপল্লব ভাষা
দ্রুত রচনায় শরণ কীর্তিনাশা
লোকবিশ্রুত শ্রুতিধর কবি ধোয়ী
রস-শৃঙ্গারে গোবর্ধনই কী জয়ী ?

কাব্যবিতানে এরা সব সেরা ফুল
আলো করে আছে রস স্রোতের মূল
জয়দেব গায় জড়ো করে সব সুধা
মহাগীতখানি শ্রবণে অনিন্দিতা ॥ ৪

। মঙ্গলাচরণ ॥

প্রথম সন্দর্ভ ॥

প্রলয় পয়োধিজলে প্লাবিত ধরণী
মীন শরীর ছায়ে কেশব তরণী
বেদ বরাভয়—
জয় জগদীশ হরে ॥ ১

বিপুল পৃষ্ঠে ধরণী অধিষ্ঠিত
গুরু সে বহনে অঙ্কিত ব্রণক্ষত
কূর্ম শরীরে বাসুদেব উত্থিত—
জয় জগদীশ হরে ॥ ২

দশন শিখরে ধরণী দন্তলগ্ন
শশধর যেন কলঙ্করেখা মগ্ন
বরাহ কান্তি বাসুদেব গতবিঘ্ন—
জয় জগদীশ হরে ॥ ৩

করকমলের নখরশৃঙ্গে দীর্ণ
হিরণ্যকশিপু অসিতকায়া বিদীর্ণ
নরসিংহরূপে বাসুদেব অবতীর্ণ—
জয় জগদীশ হরে ॥ ৪

ছলবিক্রমে বলিরাজ কুণ্ঠিত
বামন-মহিমা পদ পাতে কীর্তিত
পদনখনীরে ভবতাপ অপনীত—
জয় জগদীশ হরে ॥ ৫

ক্ষত্র রুধিরে অবনী অধিস্নাত
সঞ্চিত গ্লানি পাপতাপ প্রশমিত
ভৃগুপতিরূপে শ্রীহরি নিবর্তিত—
জয় জগদীশ হরে ॥ ৬

দশদিকে দশ মনোহর দিক্‌পতি
কাঙ্ক্ষিত বলি দশানন শির অতি
কেশব শরীরে বিধৃত রঘুপতি—
জয় জগদীশ হরে ॥ ৭

শুভ্রকান্তি নীলবসনের ছায়া
ভীত সে যমুনা নীল অঞ্জন কায়া
হল বলরাম কেশব দ্বৈতমায়া—
জয় জগদীশ হরে ॥ ৮

দেবতা যজ্ঞে পশুবধ অবারিত
ব্যথিত হৃদয়ে বেদবিধি নিন্দিত
বুদ্ধশরীরে বাসুদেব মুখরিত—
জয় জগদীশ হরে ॥ ৯

ম্লেচ্ছনিধনে খরশান তরবারি
ধূমকেতু সম ভীমভৈরব হরি
কল্কি শরীরে অনাগত ধ্বনি তাঁরই –
জয় জগদীশ হরে ॥ ১০

জগদীশ পদে বন্দনা করি, দশরূপে তুমি অবতার
অসার বিষয় বর্জিত হোক কামনা বাসনা পরিহার
কল্যাণময় বরদ নিত্য, হও তুমি মম প্রাণ সার ॥ ১১

উদ্ধৃত বেদ, বিপুল পৃথ্বী, রক্ষিত তব করে
দৈত্যমুক্ত, বলির দর্প লুণ্ঠিত পদভরে
ক্ষত্র শোণিতে ধরণী সিক্ত কলঙ্কতাপ-হরা
জিত দশানন, হলকর্ষণে সবুজবর্ণ ধরা
হে বিরাট হৃদি ! প্রণমি তোমাকে, করুণা আধার তুমি
ম্লেচ্ছ নিধনে, ভবিষ্যদিনে, অনাগত দিনমণি ॥

॥ দ্বিতীয় সন্দর্ভ

আশ্রয় তব কমলাবক্ষে কুণ্ডল দোলে কর্ণে
তুমি সেই হরি বনমালা গলে শোভিত নানান বর্ণে
জয় জয় দেব হরে ॥ ১ —ধ্রুবপদ।

সৌরজগতে মধ্যসূর্য ভববন্ধন হর
মুনিজন মনে মুক্তিমন্ত্র মানসহংসচর ॥ ২

কালিয়-দমনে বিষধর নাশে জনশংসন ধন্য
যদুকুল কুলে কমল সমান কুলরবি অনন্য ॥ ৩

মধু আর মূর নরক নিহত নির্ভয় তব হস্তে
গরুড়-বাহন, সুরকুল আজ বিহারেন নিঃশঙ্কে ॥ ৪

নয়ন তোমার বিকশিতদল কুমুদিনী সম মনোহর
মোক্ষদ তুমি, ত্রিভুবন রূপে, সংসার জ্বালা ক্লেশহর ॥ ৫

জনক-তনয়া ভূষিত কান্তি অন্তক তুমি দূষণ
সমরবিজয়ী দশরথসুত ঘোর দশানন শমন ॥ ৬

লক্ষ্মীবদন চন্দ্রচকোর অপরূপ নীল কলেবর
মন্দরধারী কান্তিশালীন অনুপম নবজলধর ॥ ৭

তোমার ভুবনে নিয়েছি শরণ অবধান করো প্রাণনাথ
কৃপা করো প্রভু, লীলা বুঝি যেন, চরণে জানাই প্রণিপাত ॥ ৮

পদ্মাবুকের অমল দাগে
পদ্মকোরক বক্ষতটে
স্তনযুগলের কুঙ্কুমরাগ
স্বেদের সাথে উঠল ফুটে।
অনুরাগের গোপনধারা
মদনতাপে আপনহারা
আনন্দময় সেই পুরুষের
বক্ষসুধা নিই যে লুটে ॥

প্রথম সর্গ

॥ সামোদ দামোদর ॥

বসন্তদিনে বাসন্তীফুল সম
সুকুমার তনু রাধা
মদন অনল অঙ্গে দগ্ধতম
আঁখি যে মানেনা বাধা
কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজিছে একাকী
কোথা যে কৃষ্ণ, কোথা প্রাণপ্রিয় সখা।

এমন সময় প্রিয় সখী বলে এসে
সরস বচন, প্রফুল্ল হাসি হেসে ॥

তৃতীয় সন্দর্ভ ॥

মলয় মারুতে দোলে লবঙ্গ
পুলকে আকুল পিকবর
বকুল শাখায় বিপুল কুসুম
নিন্দিত যেন শশধর
শ্রীহরি নাচিছে দেখ চেয়ে সখি
কুঞ্জে কুঞ্জে গান গায় অলি
বিরহিনী বুকে সে বিষম স্বর
জ্বালিছে দারুণ বহ্নি ॥ ১

দিকে দিকে ওঠে বিরহের ধ্বনি
প্রিয় দূরদেশে প্রবাসী
সজল নয়নে পথিকবধূরা
চেয়ে চেয়ে দেখে যেথায় অলিরা
কলগুঞ্জনে মাতায় বনানী
অধীর চিত্ত উদাসী ॥ ২

তমালের ডালে মুকুলিত কুঁড়ি
সৌরভ ভাসে বাতাসে
তরুণ হৃদয়ে নখর চিহ্ন
রক্ত কুসুম পলাশে ॥ ৩

নাগকেশরের বিকশিত দলে
মদনের হেমদণ্ড
পাটলি পুষ্পে বসেছে ভ্রমর
উত্থিত তূণখণ্ড ॥ ৪

নবপুষ্পিত করুণ পাদপ
অপরূপ ঘন সজ্জা
কেতকী হাসিছে দীর্ণ হৃদয়
বিদূরিত ভবলজ্জা ॥ ৫

মাধবী ফুটেছে মালতী লতাও
সুবাসে মধুর সমীরণ
মুনি মনে জাগে মতিবিভ্রম, নাচে
নবীন হৃদয় অকারণ ॥ ৬

কি যে পুলকিত সহকার তরু
মাধবীলতার পীড়নে
যমুনার জলে বসন্তছায়া, দোলে
বৃন্দাবনে বিপিনে ॥ ৭

নব-বসন্তে মদনবিকার
রক্তে রক্তে সঞ্চরণ
শ্রীহরি থাকুন স্মরণের পটে
আর সব হোক বিস্মরণ ॥ ৮

কাননভূমিতে এসেছে আজিকে
মদনের সখা বিলাসী হাওয়া
কেতকী সুবাসে বিভোর হৃদয়
মল্লীলতা কি দিয়েছে সাড়া ?
আধো-বিকশিত মাধবীলতার
পুষ্প পরাগে ধন্য বায়ু
রেণু রেণু হয়ে গিয়েছে ছড়ায়ে
বিরহিজনের হরিছে আয়ু ॥ ১

তরুচন্দনে জেগেছে নাগিনী
বিষজর্জর মলয় বায়
হিমগলা জলে জুড়াবে শরীর
হিমালয় পানে সবেগে ধায়
রসালমৌলি ফুল্ল কুসুমে
কোকিল তুলিছে কুহুরতান
হর্ষ সে স্বরে নিনাদিত বায়ু
নাচিছে সমীরে কুসুমদাম ॥ ২

শাখায় শাখায় পূর্ণ মুকুল
কোকিল সেথায় কূজনরত
গন্ধে আকুল ভ্রমরের দল
আম্রকাননে জুটেছে যত
বিরহীর মনে সে স্বর ও গন্ধ
আগুনের মত হুতাশে জ্বলে
প্রিয় মুখখানি স্মৃতির ফলকে
ক্ষণিকের ধ্যানে উঠছে ফলে ॥ ৩

মনোহর বেশ বিলাসতৃষ্ণ
বহু রমণীর আলিঙ্গনে
লুব্ধ মাধব দেখে সহচরী
শ্রীমতীকে কহে সঙ্গোপনে :

॥ চতুর্থ সন্দর্ভ ॥

চন্দনচর্চিত নীল কলেবর পীতবসন বনমালী
কর্ণে কুণ্ডল, মণিময় মণ্ডল গণ্ডযুগ স্মিতশালী
ঠিকরে উজল আভা, কিরীটে অতুল শোভা
মুখখানি মনোহর অতি যে
মধুর মুরলীস্বরে রমণী হৃদয় হরে
মাধব না সশরীরী রতি সে ॥ ১

কোন সে কামিনী পীনপয়োধরা
বাহুপাশে বেঁধে বাধনে
কণ্ঠে তুলেছে পঞ্চম তান
হরি সুখসার সাধনে ॥ ২

কেহ বা দেখিছে অনিমেষ আঁখি
একাগ্র মনে ধ্যেয়ানে
সে দারুণ দিঠি মদন বহ্নি
জ্বেলেছে মাধব নয়নে ॥ ৩

নিতম্বভারে কেহবা আসিছে
মন্থরগতি কৃষ্ণ সকাশে
ছল কৌতুকে কানে কানে কথা
কপোল রাখিছে কপোলে ;
চুরি করে দেখে কমল বদন
পুলকিত হয়ে উঠেছে যখন
চুম্বনে আঁকে প্রেমের পদ্ম
লগ্ন বুঝিয়া অনুকূল ॥ ৪

কৌতুকভরে কোন বা কামিনী
ছন্দিত পদে মরালগামিনী
যমুনার কূলে বেতসকুঞ্জে
দেখেছে মাধব লুকায়ে ;
অধীর রমণী টানিছে প্রান্ত
উড়ানি-খণ্ড, যাচিছে সঙ্গ
প্রেমরাগবশে বিবশ শরীর
লজ্জা দিয়েছে ঘুচায়ে ॥ ৫

নাচে গোপবালা মধুর রঙ্গে
মুরলীর স্বর নূপুর ছন্দে
কর তালি সাথে বাজে কিঙ্কিনি
রাসরসে হরি বিমোহন ;
তুলি দুই বাহু নাচেন সঙ্গে
মণিময় আভা ঠিকরে অঙ্গে
গোপীগণ মাঝে সুঠাম শরীর
মর্ত্যে মূর্ত বিরোচন ॥ ৬

রাস রসে আজ অধীর কৃষ্ণ
মুখ চুম্বনে ক্লান্তিহীন
রমণে তৃপ্ত কোন গোপবালা
অভিমানভরে কেহ মলিন
আনন্দরূপ হরি অপরূপ
কাছে গিয়ে তার ভাঙ্গেন মান
কখনও বা দূরে দাঁড়ান গোপনে
আঁখিপাতে চলে শরসন্ধান ॥ ৭

জয়দেব গীত মাধব-লীলার
সুমিষ্ট বাণী এই কথিকা
বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে
বিদ্যুৎসম দীপ্তশিখা
শ্রবণে মননে শ্রোতার হৃদয়ে
কল্যাণময় বাজাক বীণা ॥ ৮

আকুল বিশ্ব বিপুল পুলকে নীল উৎপল অঙ্গ
ঘিরিয়া রয়েছে গোপবধূ-বালা, অনুরঞ্জিত সঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে মিলিত কান্তি, মাধব মধ্যবিন্দু
অপরূপ শোভা দেখ চেয়ে সখি, অনঙ্গরস ইন্দু ॥ ১
রাস উল্লাসে বিহ্বল রাধা হৃদয়ে ব্যাকুল অভিলাষ
গোপীজন মাঝে কেশবে বাঁধেন আবেগে অন্ধ বাহুপাশ
'অনুপম ওই আনন তোমার' চুম্বন দেন শ্রীমতী
হাসিতে ভরিল দীপ্ত আনন, শুভদ নিত্য শ্রী হরি ॥ ২

॥ দ্বিতীয় সর্গ ॥

॥ অক্লেশ কেশব ॥

সখীর কথা শুনে ব্যাকুল শ্রীমতী
মনে জেগে ওঠে ঈর্ষা
অপর কুঞ্জে চলিলেন দ্রুত
বিফল-আশ, বিমর্ষা ॥

অশ্রুবারিতে ভরিল নয়ন
দীনহীনা সম কেঁদে উঠে ক'ন—

সখি, এ কি এ বিষম জ্বালা
কোথা আর মান হয়েছে সমান
মোর সাথে গোপবালা ;

দেখি যা নয়নে জ্বালায় দহনে
নহি আমি আর শ্রেষ্ঠ
শয়নে স্বপনে নিভৃতে গোপনে,
তবু রয়েছি তাঁহাতে নিষ্ঠ ॥

॥ পঞ্চম সন্দর্ভ ॥

সুধার অধরে মোহন মুরলী
বেজে ওঠে ঘন স্বননে
গোপনারী প্রতি কটাক্ষপাত
বিজলী ঠিকরে নয়নে
মাথায় মুকুট কি যে অপরূপ
কানে দোলে মণি আভরণ
মাধব আজিকে ছেড়েছে আমাকে
তবু তারে কেন চায় মন ॥ ১

কি যে রূপ সখি, মরি মরি হায়
ময়ূরপুচ্ছ চিকুর শোভায়
নবমেঘে যেন রামধনু আঁকা
আধখানা চাঁদ ললাট রেখায় ॥ ২

নিতম্ববতী ব্রজসুন্দরী
লুব্ধ অধর পীড়নে
বান্ধুলি সম মধুর হাস্য
খেলিছে মাধব আননে ॥ ৩

ভুজ-পল্লবে অযুত যুবতী
ধরা দেয় এসে সহাসে
করে কঙ্কণ চরণে নূপুর
মেখলা উড়িছে বাতাসে
আলিঙ্গনের ওঠে পড়ে ঢেউ
মত্ত আবেশে বিকল বা কেউ
মণি আভরণ চকমকি জ্বালে
কুঞ্জ দীপ্ত বিভাসে ॥৪

মেঘে ঢাকা যেন বদন ইন্দু
ভালে চন্দন করুণাসিন্ধু
নির্দয় কেন তবুও এমন
পীনপয়োধর পীড়নে ॥ ৫

গণ্ডে দুলিছে কর্ণবলয়
মণি-মাণিক্যে শোভিত
সুর-মুনি-নর রমণী হৃদয়
পীত বসনে মোহিত ॥ ৬

নয়নে হৃদয় উছলিয়া ওঠে
রক্তিম যেন অনঙ্গ
দূরীভূত পাপ কলি কলুষিত
বিকশিত তরু কদম্ব
অঙ্গে অঙ্গে বাঁশি বাজে তাঁর
সখি, একি এ বিপুল তরঙ্গ ॥ ৭

এই যে মূর্তি জয়দেব দেখে
মধুরিপুকেই মোহনে
পুণ্যবানেরা দেখেছেন তাঁকে
রক্তকমল চরণে ॥ ৮

॥ ষষ্ঠ সন্দর্ভ ॥

সখি,
অন্তরে যার কামনা আমার
জাগিয়ে তুলেছে ঢেউ
এসেছি মিলিতে ঘন রজনীতে
দেখিতে পায়নি কেউ
খুঁজেছি তাঁহাকে চকিত নয়নে
হেথাহোথা চারিধার,
মধুর হাসিতে বেঁধেছে আমাকে
ভুলে গেছি সব ভার ॥ ১

মনে পড়ে সখি
প্রথম মিলন লজ্জা
কানে কানে তাঁর মধুময় ভাষা
শুনেছি যখন কখন সহসা
খুলে দিল মোর কটির শাসন
শিথিল জঘন সজ্জা ॥ ২

শুয়ে থাকি যবে কিশলয় শেজে
আমারই বক্ষে শয্যা রচে যে
বাহুপাশে বেঁধে চুম্বন দিলে
চুম্বন দেন অধরে ॥ ৩

আঁখি মুদে আসে পুলক আবেশে
গণ্ড তাঁহার প্রেমরসে ভাসে
মম অঙ্গের শ্রমস্বেদ ধারা
জ্বালায় মদন দহনে ॥ ৪

মিলন মেলার কূজন আমার
অধীর করে যে তাঁকে
ভুলে যান রতি পৌর্বাপর্য
পণ্ডিত জানি যাঁকে।
শিথিল কবরী স্খলিত কুসুম
এলায়িত দেহলতা
ঘন কুচযুগে প্রিয় যে আমার
লিখে দেয় নখরেখা ॥ ৫

মণিময় মোর চরণনূপুর
বেজে ওঠে যবে স্নিগ্ধ মধুর
প্রিয়তম মোর পূর্ণ করে যে সুরতশেষ
মুখর মেখলা ঘেরে চারিধার
শাসনবিহীন প্রিয় যে আমার
চুম্বন দেন ওষ্ঠ যুগলে ধরিয়া কেশ ॥৬

রতিসুখ বশে শিথিল শরীর
আঁখিপটে তাঁর জাগে অতি ধীর
অতনু বিভাস নবরূপে জাগে হৃদয়ে
দেহলতা মম বল্লরী সম কিশলয়ে থাকে লুটায়ে ॥ ৭

বিরহবিধুর গোপবধূ রাধা
রতি বিলাসের স্মৃতি সুখ মাখা
সখীকে বলেন গোপনে যা কিছু
প্রেমের সার ;
জয়দেব বলে এ গীতি নিচয়
ভক্তগণের হরুক হৃদয়
কল্যাণ হোক ভক্ত ছাড়াও
যে আছে আর ॥ ৮

দেখ চেয়ে সখি ব্রজবালা বধূ
আঁখি যেন নয় প্রেমসুধা মধু
খরশান শরে কেড়ে নিতে চায়
মাধব মন ।
তবু দেখিয়া আমারে স্বেদধারা ভাসে
সিক্ত কপোল, বাঁশি পড়ে খসে
মুগ্ধ নয়নে চেয়ে দেখি আমি
যেন স্বপন ॥ ১

ভালো যে লাগেনা অশোকের লতা
আধো বিকশিত তরুণপাতায়
ভালো যে লাগেনা কাননে কাননে
সমীরণ আজি যে কথা কয়
ভালো যে লাগেনা অলিগুঞ্জন
কুসুমে কুসুমে ব্যথা জাগায় ॥ ২

যতই হোক না উচ্ছল আজি
ব্রজনারীগণ প্রেমসাজে সাজি
যতই হোক না ফুল্ল চমকে
নগ্ন বক্ষ দেখাক পুলকে
ঊর্ধ বাহুতে ছলকরে বেঁধে কেশের সার,
আমি জানি সখি তিনি যে জানেন
অনুপম রাধা সে কথা মানেন
মনোহর সেই নববেশধারী
কেশব হরুন নিখিল ভার ॥ ৩

॥ তৃতীয় সর্গ ॥

॥ মুগ্ধ মধুসূদন ॥

সংসার নিগড়ে যার লাগি হরি
বেঁধেছেন নিজ অঙ্গ
সেই শ্রীমতীর মুখ করিল বিমুখ
ত্যজেন রমণীসঙ্গ ॥ ১

আকুল নয়নে খোঁজেন মাধব
হেথাহোথা চারিধার
কোথায় শ্রীমতী ! ব্যথিত চিত্ত
দেখা নাহি পান তার।
শেষে বিষণ্ণ মনে যমুনার তীরে
নিভৃত কুঞ্জে বসে
আগুনের মত অনুতাপ জ্বলে
নানাকথা মনে আসে ॥ ২

। সপ্তম সন্দর্ভ ।

আমাকে ঘিরিয়া ফুল্ল বধূরা
দেখিয়া গেছেন তিনি
অপরাধ মম তুষানল সম
এখনও দহিছে হৃদি
বলিতে পারিনি কথা, হায়

ভেবেছেন অনাদৃতা
রাগ করে বুঝি গিয়েছেন চলে
কতখানি নিয়ে ব্যথা ॥ ১

আমার বিরহে গিয়েছেন চলে
না জানি কেন কি কাজে
ধন জন গৃহ সুহৃদে কি কাজ
যদি, জীবনই কঠিন বাজে ॥ ২

মনে পড়ে সেই ক্রুদ্ধ বদন
রক্ত কমল যেন
আঁখিপল্লব কম্পিত ক্রোধে
কৃষ্ণ ভ্রমর হেন ॥ ৩

দিবানিশি সে যে আমারই হৃদয়ে
ঘুরে মরি কেন বিপিনে
অনুভব করি সঙ্গ যে তার,
বৃথা বিলাপ করিয়া মরি যে ॥ ৪

হায়রে তন্বি আমি জানি কি যে
জ্বলেছ ঈর্ষা দহনে
ক্ষমা পেতে চাই, কোথা আছো তুমি
যেতে চাই তব সদনে ॥ ৫

হা অভিমানিনী, মনে যে আমার
গতিবিধি ভাসে নয়নে
তবু কেন তুমি দূরে দূরে আছ
বাঁধো না বাহুর বাঁধনে ॥ ৬

ক্ষমা করো সখি, দেখা দাও এসে
অপরাধ আর নিয়োনা
বিরহে কাতর বিবশ আমি যে
অলক্ষে থেকে মেরোনা ॥ ৭

সাগরে যেমন চাঁদ বিভা ভাসে
রোহিনী হৃদয় অভিরাম
কেন্দুবিল্বে জয়দেব বসি
সবিনয়ে করে হরি নাম ॥ ৮

হায় মনসিজ, কেন কুপিত ধনুতে
যোজনা করেছ তীক্ষ্ণ শর
ভুল ক'রে বুঝি ভেবেই নিয়েছ
ধ্যানগম্ভীর আমিও হর

ভুজঙ্গ নয়, বক্ষে আমার
দুলছে রম্য মৃণাল হার
কণ্ঠ আমার বিষে নীল নয়
নীলোৎপলের কণ্ঠহার

ভস্ম মাখানো কান্তি এ নয়
চন্দনচুর অঙ্গে মোর
প্রিয়া বিচ্ছেদে ক্লিষ্ট আমি যে
সিক্ত নয়নে অশ্রু ঘোর ॥

বসন্তের এই ছিন্নমুকুল
জানি তোমার অনঙ্গ
তীক্ষ্ণশায়ক কঠিন ঘাতে
বিঁধো না এ দেহাঙ্গ
খেলার ছলে অনায়াসে
করবে বুঝি বিশ্ব জয়
কোন্ মহিমা সে পৌরুষে
মূর্ছিত যে নিজেই রয়
মরেছি যে আগেই আমি
হরিণ চোখের তীক্ষ্ণ শরে
দীপ্ত স্মৃতি, বিবশ শরীর
চিত্ত মম বিকল ক'রে ॥ ২

ভ্রূপল্লব বিষম ধনু
কটাক্ষেতে তীক্ষ্ণ শর
কর্ণপ্রান্ত কার্মুকগুণ
দিব্যশোভায় চিত্ত হর
মদন তব বিশ্ব জয়ের
অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে নিয়ে
তন্বী বুঝি নতুন সাজে
সাজেন আজি বিশ্ব জয়ে ॥

মাথার উপর বদ্ধ-চিকুর
    দুলছে কুটিল খড়্গ হেন
বিশাল আঁখির বিলোল দিঠি
    নিধন আমার বিধান যেন
মোহ আমার উঠছে জেগে
    রক্তরাঙ্গা বিম্বাধরে
সুগোল দুটি স্তন কেন ফের
    ব্যস্ত আমার প্রাণ সংহারে ॥ ৪

শ্রীমতীর ধ্যানে বিভোর আমি যে
    জুড়ে আছে বুকখানি
ছোঁয়াটুকু তার সুখ হয়ে আছে
    দৃষ্টি নয়নে মাখি
মুখকমলের সৌরভ যেন
    এখনও ছড়িয়ে আছে
সুধামাখা সেই মধুরকণ্ঠ
    কর্ণকুহরে বাজে
বিম্বাধরের অমৃত সুধায়
    সিক্ত অধর মম
বাইরেই শুধু বাড়ছে বিরহ
    অন্তরে প্রিয়তম ॥৫

দেখতে গিয়ে বাঁকল গ্রীবা
উঠল কেঁপে চূড়ার ভার
কুন্তলদ্বয় দুলল কানে
দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাঁর
কমলসম চন্দ্রবদন
শ্রীরাধিকার ওষ্ঠে মৃদু
ফুটল ক্ষণিক হাসির আভাস
দৃষ্টিপাতে ফুল্ল বিধু
বাঁশির সুরে মুগ্ধ হৃদয়
শুনছিল সব গোপ-ললনা
মধু রিপুর গোপন দিঠি
কল্যাণ দিক, এই কামনা ॥ ৬
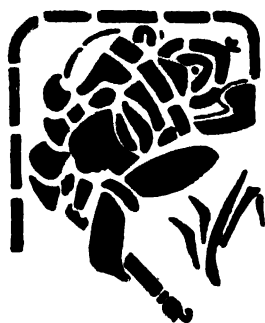
॥ চতুর্থ সর্গ ॥

॥ স্নিগ্ধ মধুসূদন ॥

যমুনার তীরে বেতসের বনে
　　বসেন কৃষ্ণ নতশিরে
শ্রীমতীর এক প্রিয় সহচরী
　　কাছে গিয়ে তাঁকে বলে ধীরে :

॥ অষ্টম সন্দর্ভ ॥

তোমার বিরহে দীর্ণ শ্রীমতী
　　ভয় ক'রে বুঝি পঞ্চশরে
তোমাকেই শেষে আশ্রয় ভেবে
　　চিন্তা করেন নিষ্ঠাভরে
বহ্নিসমান চন্দ্রকিরণ
　　চন্দনদাগ তনুর পরে
দক্ষিণবায়ু স্নিগ্ধ হ'লেও
　　বিষের মতন দহন করে ॥

চন্দনবন আসছে ছুঁয়ে
　　এই সমীরণ অঙ্গে মেখে
দগ্ধ যে তার শীর্ণ তনু
　　কোটরগত সাপের বিষে ॥ ১

তার হৃদয়ের গহনপীঠে
আসন তোমার সদাই পাতা
মদনশরের নিত্য ঘায়ে
পাছে তোমার জাগায় ব্যথা
এই ভেবে সে আপনহাতে
নিজের বক্ষ সাজায় ঢেলে
রক্ষা করে তোমায় ঢেকে
সিক্ত শ্যামল পদ্মদলে ॥ ২

কুসুম শয্যা মধুর ছিল
বিরহে যে শরের মত
রিক্তশয়ন, ব্যর্থ তিয়াস
ধ্যানটুকুতেই প্রাপ্তি যত ॥ ৩

চোখ ফেটে তার জলের ধারা
পড়ছে কমল আনন ভরে,
যেন বিকট রাহুর দন্তাঘাতে
চাঁদের সুধা পড়ছে ঝরে ॥ ৪

নির্জনে বসে কস্তুরীরসে
তোমার মূর্তি একমনে এঁকে
মকর চিহ্ন নিচে দেয় তার
আমের মুকুল হাতের পরে
মদনের মত রূপ মনে হয়
তখন শ্রীমতী ভক্তিভরে
বারবার সেই চরণপদ্মে
নিষ্ঠার সাথে প্রণাম করে । ৫

প্রণাম ক'রে বলছে তোমায়, মাধব
এই তোমারি চরণতলে
এমন চাঁদের কিরণ করবে দহন
আমার প্রতি বিমুখ হলে ॥ ৬

দুর্লভ তুমি তাই মোর সখী
মূর্তি সত্য ভাবছে ধ্যানে
হাসছে কখনও কখনও কান্না
ছুটছে বাঁধতে আলিঙ্গনে ॥ ৭

আনন্দের এই সুধার ভাণ্ড
চাও যদি তো হৃদয়ভরে
ব্রজযুবতীর সখীর বচন
বারবার পড়ো আকুলস্বরে ॥ ৮

হায়রে মাধব বিচ্ছেদে তার
আবাস এখন বনের মত
মদন যেন ব্যাঘ্রসমান
বন কুরঙ্গীই বধোদ্যত
নিঃশ্বাস তার আগুন হয়ে
দাবানলের অগ্নি জ্বালে
সখীর দলতো দারুণ বাধা
মৃগী যেন মরণকালে ॥

॥ নবম সন্দর্ভ ॥

হায়রে কেশব, বুকের পরে
দুলছে যে তার কণ্ঠহার
বিচ্ছেদেতে শীর্ণ তনু
লাগছে যেন পাষাণভার ॥ ১

চন্দনেরই সরস প্রলেপ
যা আছে তার অঙ্গছেয়ে
ভাবছে বুঝি বিষের ছোঁয়া
দেখছে সখী চেয়ে চেয়ে ॥ ২

নিঃশ্বাসে তার ঝরছে আগুন
বিচ্ছেদ তাপ সঙ্গে নিয়ে
তাপের সাথে জ্বলছে শরীর
বাতাস বহে দগ্ধ হয়ে ॥ ৩

ছিন্নবৃন্ত পদ্ম যেমন
জলের ফোঁটা ছড়ায় ঘিরে
পদ্মসম সিক্ত আঁখি
খুঁজছে তোমায় ফিরে ফিরে ॥ ৪

কিশলয়ে শয্যাপাতা
দেখছে যখন চক্ষুমেলে
হুতাশনের বিকল্পরূপ
ভাবছে সখী নয়নভুলে ॥ ৫

শশীকলা যেমন থাকে
সাঁঝবেলাতে গগন পরে
চাঁদের মত মুখখানি তার
তেমনি আছে হাতের ভরে ॥ ৬

বিরহতেই মৃত্যু জেনে
বলছে কেবল হরি হরি
প্রতিক্ষণে জপছে শুধুই
জীবন শেষের শেষ মাধুরী ॥ ৭

জয়দেবের এই মধুর কথা
সুধা ঝরাক তাদের হৃদে
ভক্তি যাদের অচল হয়ে
সদাই আছে কেশব পদে ॥ ৮

রোমাঞ্চেতে আকুল সখী
কাঁপছে একা শিহরণে
প্রেমের তাপে দগ্ধ শরীর
বকছে কখন আপন মনে

ভূমির পরে পড়ছে লুটে
কখনও বা ঘুমের ঘোরে
মূর্ছা থেকে উঠছে জেগে
মূর্ছা আবার আসছে ফিরে

কঠিন অসুখ বাঁচবে না সে
ওষুধ কি যে এমন রোগে
তুমিই শুধু দিতে পারো
দিব্য তোমার অনুরাগে ॥ ১

দৈববৈদ্য থেকেও অতি
দক্ষ তুমি চিকিৎসাতে
স্মরাতুরার এই যে ব্যাধি
সারতে পার স্পর্শসেঁকে
এতেও যদি নিরাময়ের
চেষ্টা থেকে বিমুখ থাকো
ইন্দ্র আয়ুধ বজ্র থেকেও
তোমার হৃদয় কঠিন জেনো ॥ ২

ক্লিষ্টসখী মদনজ্বরে
খুঁজছে কোথায় শীতল ছোঁয়া
চন্দ্রসুধা কমলিনী
চন্দনদাগ শীতল এরা
সবার চেয়ে শীতল তুমি
তাপ জুড়ে রয় অঙ্গছেয়ে
তোমায় শুধু ধ্যান করে সে
আশার আশায় চেয়ে চেয়ে ॥ ৩

ব্যথা যে তার বাজত বুকে
পলকপাতের অদর্শনে
সেই নয়নের সামনে যে আজ
মুকুল ফোটে আম্রশাখে
বিরহের এই দীর্ঘ জ্বালা
সইতে কি আর পারবে প্রাণে ॥ ৪

বৃষ্টি-ব্যাকুল গোপ-জনতা
রক্ষা করতে যেদিন তুমি
দর্পভরে তুললে গিরি-
গোবর্ধনকে ঊর্ধ্বে তুলি
আবেগভরে গোপ-রমণী
চুমা দিল তোমার ভুজে
রক্তবর্ণ সীমন্তীরাগ
লাগল তোমার বাহুর মুলে
কংসারি সেই গোকুল-রত্ন
কৃষ্ণভুজের ছত্রছায়ে
কল্যাণ হোক্ বিশ্বলোকের
বাহুবলের বরাভয়ে ॥ ৫

। পঞ্চম সর্গ ॥

সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ

"যাও সখি, বলো মিনতি আমার
বসে আছি নির্জনে
সান্ত্বনা দিয়ে মান ভাঙো তার
নিয়ে এসো এইখানে।"

চলিল রমণী শ্রীমতীর কাছে
মাধবের অনুনয়ে
কেশবের কথা বড়ো করে বলে
কুণ্ঠিত সবিনয়ে ॥

॥ দশম সন্দর্ভ ॥

সখি,
বহিছে সমীর কামনা জাগায়ে
মদনের তাপে আগুন ঢালা
ফুটেছে কুসুম চারিদিক ছেয়ে
মাধবের বুকে দ্বিগুণজ্বালা ॥

চাঁদের কিরণে দগ্ধ শরীর
ভূতলে শায়িত মৃতের মত
অনঙ্গশরে বিকল হৃদয়
উচ্চকণ্ঠে বিলাপরত ॥ ২

অলিগুঞ্জনে কর্ণবিবর
ঢাকেন হস্ত আচ্ছাদনে
প্রতি যামিনীর বিচ্ছেদ ব্যথা
গাঢ়তর হয় হৃদ্‌বেদনে ॥ ৩

সুখের আবাস স্বয়ং ছেড়ে
গহনবনে শয্যারত
নামটি তোমার সদাই মুখে
বিলাপ করেন অবিরত ॥ ৪

জয়দেবের এই মধুর রচনা
হরি বিরহের শুদ্ধসার
অন্তরলোকে বৈভব আনে
স্বয়ং কৃষ্ণ হৃদয়হার ॥ ৫

একদিন যেথা তুষ্ট মাধব
রতিমিলনের সুখের বশে
কাটান সময় কুঞ্জে সেথায়
কুচকলসের পীড়ন আশে
অনুখণ তিনি মনে মনে ধ্যান
করছেন যেন জপের মত
তোমার নামটি, আলাপের সুধা
স্মৃতি জুড়ে মন উঠছে যত ॥ ৬

॥ একাদশ সন্দর্ভ ॥

ওঠো সখি আর দেরীতে কি কাজ
মাধব সেজেছে মোহন সে সাজ
গুরু নিতম্বে হাসিমুখে যাও
পথ চেয়ে আছে হৃদয়রাজ ॥ ১

মোহন মুরলী বাজে মৃদু মৃদু
সংকেতে তব নাম বলে শুধু
অঙ্গ ছুঁয়েছে যে ধূলির কণা
তাকেও ধন্য মানছে আজ ॥ ২

পাখী যদি ডালে উড়ে এসে বসে
শয্যা পাতেন সচকিত আশে
ভাবছেন বুঝি আসছো তুমিই
পদসঞ্চারে উঠছে রোল ॥ ৩

খুলে ফেল ওই চরণ নূপুর
রতিকালে সে যে অধীর চতুর
যাও ত্বরা সেই আঁধার কুঞ্জে
কটিতে জড়ায়ে নীল নিচোল ॥ ৪

শ্যামের বক্ষে শ্বেতহার দোলে
নীল মেঘে যেন হংসদল
রতিবিপরীতে থাকবে সেথায়
পুণ্যের ফলে অচঞ্চল
গৌরকান্তি তড়িতের মত
দেখাবে তোমাকে কি উজ্জ্বল ॥ ৫

খুলবে যখন বসন তোমার
মুক্ত করবে জঘনদেশ
কাঞ্চিবিহীন রত্ন তোমার
জাগাবে তাঁর হর্ষরেশ ॥ ৬

কত অভিমানী জানো তো কেশব
রজনীও হয়ে আসছে শেষ
কথা রাখো সখী, যাও তুমি ত্বরা
ঘুচাও তাঁহার মদনক্লেশ ॥ ৭

সুমধুর এই মহাগীতখানি
জয়দেব গায় ভক্তিভরে
রমণীয় অতি সহৃদয় হরি
প্রণাম করি সে চরণপরে ॥ ৮

দুচোখ কখনও খোঁজে আশাপথ চেয়ে বারবার
কখনও কুঞ্জে যান, কখনও বা দ্বারপথে তার
সঘন নিঃশ্বাস পড়ে, আশাভঙ্গে ব্যাকুল হৃদয়
অবুঝ আকাঙ্খা তবু দুইহাতে শয্যাপেতে যায় ॥ ১

অস্তমিত বিভাবসু, মৌনে তব অভিমান সম
ধীরে নামে অন্ধকার কেশবের মনে গাঢ়তম
চক্রবাকীর মত আমার এ মিনতি, সখি, রাখো একবার
বিলম্বে কোরনা ব্যর্থ, মধুক্ষণ তব অভিসার ॥ ২

মনশ্চক্ষে দেখি আমি তোমাদের যুগ্ম সম্মিলন
তমিস্রায় খোঁজাখুজি, পরিচিতি, গাঢ় আলিঙ্গন,
চুম্বন, নখরাঘাত, অনুরাগ তরঙ্গের মত
অবশেষে সুরতেই লজ্জাঘন অনুভূতি পাবে গাঢ়তম ॥৩

সচকিত দৃষ্টিপাতে সন্ধ্যার আঁধারে যাও চলে
মন্থর চরণ ফেল, থেমে যাও প্রতি তরুমূলে
কামনায় পরিপূর্ণ, নির্জন সেই তোমার শরীর
দৃশ্যে, স্পর্শে, তৃপ্ত হোক আকুল হৃদয় মুরারীর ॥৪

বদনপদ্মে মধুকর সম
মনোহর যিনি শ্রীরাধিকার
ত্রিলোক কিরীট বৃন্দাবনে
ভূষণের মত রত্নহার
প্রিয় মিলনের মধুর প্রদোষ
গোপললনার হৃদয়ধন
কংসারি সেই অতুল কৃষ্ণ
তার পদে মোরা নিই শরণ ॥৫

॥ ষষ্ঠ সর্গ ॥

অভিসারে যেতে পারেনা শ্রীমতী
বিরহে পীড়িত ক্ষীণ শরীর
ফিরে যায় সখী মাধব সমীপে
কহিল বার্তা, বচন ধীর ঃ

॥ দ্বাদশ সন্দর্ভ

যেদিকে তাকায় মূর্তি তোমার
অধরের সুধা করিছ পান
নিজেরই আবাসে বিষাদে শ্রীমতী
পথ চেয়ে চেয়ে ক্লিষ্ট প্রাণ ॥১

মন চায় যেতে উৎসাহে তেজে
কয়পা' চলিয়া পরে
ক্লান্ত চরণ টলে পড়ে যায়
বুঝিবা দেহের ভরে ॥২

শুভ্র মৃণাল নব পল্লব
বলয় ধারণ ক'রে
কোনমতে বুঝি বেঁচে আছে সখী
রমণ সুখের ঘোরে ॥ ৩

বেশ বিন্যাস করেছে তোমার
বার বার দেখে চেয়ে
আমিই কৃষ্ণ ভাবছে শ্রীমতী
ভাবেতে বিভোর হয়ে ॥ ৪

কেটে গেলে ঘোর শুধায় সখীকে
আসছে না কেন শ্যাম
এত দেরী কেন অভিসারে তার
মোর প্রতি বুঝি বাম ॥৫

দুবাহু বাড়ায়ে জড়ায়ে আঁধার
কৃষ্ণকান্তি অন্ধকারে
চুম্বন দেয় গভীর আবেগে
তোমাকেই ভেবে তিমিরভারে ॥৬

ভুল ভেঙ্গে গেলে দ্রুতপদে যায়
সাজায় বাসক সজ্জা
দেরী দেখে ফের কাঁদে যে বিলাপে
ভুলে গিয়ে যত লজ্জা ॥৭

জয়দেবের এই মধুর গীতিকা
হর্ষের মত বৃষ্টি
রসিক জনের অন্তরে ঝরে
মাধবের প্রেম দৃষ্টি ॥৮

বিপুল পুলকে শিহরি উঠিছে মৃগ-নয়নার কান্তি
তোমারি ধ্যেয়ানে, হে শঠ, লভিছে যতটুকু পায় শান্তি
রোমাঞ্চবশে হেমতনু তার শীৎকার করে স্মরণে
অস্ফুট ধ্বনি ওঠে মৃদু মৃদু রতি সুখ স্মৃতি নয়নে ॥ ১

দারুণ এ নিশি বরবর্ণিনী যাপিবে কেমন করে
কভু আভরণ পরিছে অঙ্গে কখনও ফেলিছে খুলে
পাতাটি পড়িলে ভাবিছে এসেছ সাজায় সুখের তল্প
অন্তর জুড়ে কত স্মৃতি তার কত না সুখের কল্প ॥২

"দুঃখ কিসের পথিক তোমার আছো বুঝি পথের ভুলে
কৃষ্ণ ভোগীর পূর্ণআবাস জানো কি এই বটের মূলে
নন্দনেরই নন্দ আলয় ওই দেখা যায় পথের পাশে"
রাধার গোপন বার্তা দূতী ব্যক্ত করে মধুর হেসে
নন্দরাজের অবিজ্ঞাত, দ্ব্যর্থ ভাষা সন্ধ্যাকালে
শ্রোতৃহৃদয় ধন্য করে মাধব কৃত স্তুতিচ্ছলে ॥৩

॥ সপ্তম সর্গ ॥

॥ নাগর নারায়ণ ॥

বৃন্দাবনের অম্বরদেশে উঠিল শুভ্র ইন্দু
দিগঙ্গনার আননে শোভিল শ্বেতচন্দন বিন্দু
পতিতা নারীর ভ্রষ্ট কুলের পাপ মসীরেখা খিন্ন
উজ্জ্বল হয়ে উঠিল অঙ্গে সেই কলঙ্কচিহ্ন ॥ ১

উজ্জ্বল থেকে আরও উজ্জ্বল
চাঁদ বেড়ে চলে গগনে
বিষাদে বিলাপ করেন শ্রীমতী
কেশব আসেনা কাননে ॥২

ত্রয়োদশ সন্দর্ভ ॥

কথিত সময় ধীরে চলে যায় প্রিয় যে এলনা মিলনে
বৃথা হল মম রূপ যৌবন সখীরা ছলিল ছলনে
হায়, তিনি ছাড়া আর কে আছে আমার
যাইব কাহার শরণে ॥১

গভীর নিশীথে গহন বিপিনে
যাকে পেতে চাই আমি
নিঠুর সে জন আনিল মরণ
মদন শায়ক হানি ॥২

কৃষ্ণ বিহনে মরণেও সুখ
বৃথাই সহি যে যাতনা
বৃথা তনুভার বৃথা এ জীবন
বিগত আমার চেতনা ॥

কেন এল এ রাত্রি আমার কান্তি
জ্বলিল অনল দহনে
কোন্ সে কামিনী যাপিছে যামিনী
হরি সাথে সুখ শয়নে ॥৪

আসবে সে বলে ধরেছিনু বেশে
মণি মাণিক্য কঙ্কণ
তাঁরই যে বিরহে বিষভারে জ্বলে
মম তনুলতা অঙ্গন ॥৫

ফুলহার এই তুলিছে যে বুকে
অসহায় ভেবে তাকে
অহরহ মোরে করিছে পীড়ন
মদন শরের ঘায়ে ॥৬

ভয় ভুলে যাকে কাছে পাব বলে
বেতসের বনে এসেছি
সে মাধব বুঝি ভুলে গেল মোরে
কি যে ভুল আমি করেছি ॥৭

শ্রীহরি চরণে আশ্রিত কবি
করে যে মধুর রসগান
কোমল ললিত যুবতি হৃদয়ে
ধ্বনিয়া তুলুক কলতান ॥৮

সংকেত ছিল বেতসকুঞ্জে দেখা হবে তার সাথে
সুহৃদেরা বুঝি করিল আটক, ভ্রান্ত পথের মাঝে ?
কিংবা ক্লান্ত বিরহে আমার পদপাত নাহি চলে, না
অপর রমণী হরিল চিত্ত গিয়েছেন অভিসারে ॥১

এমন সময়ে ফিরে এল সখী
বিষাদে মলিন মুখ
একাকিনী দেখে ত্রস্ত শ্রীমতী
ব্যথায় ফাটিল বুক
ফুটিল নয়নে মোহন মূর্তি
রসঘন অভিসারে
কহিল সখীকে করুণকণ্ঠে
বিষাদক্লিষ্ট স্বরে ॥২

॥ চতুর্দ্দশ সন্দর্ভ ॥

উচ্ছিত কেশপাশ
কবরীও মুক্ত
কুসুমও পড়েছে খুলে
বেশভূষা লুপ্ত
গুণবতী কোন নারী
মাধবের ভুক্ত ॥ ১

শৃঙ্গার সুখবশে
শিহরিয়া উঠিছে
কণ্ঠের হেমহার
কুচযুগে দুলিছে ॥২

কুন্তল উড়ে এসে
চাঁদমুখ শোভিছে
চুম্বন সুখবশে
আঁখি তারা মুদিছে ॥৩

চঞ্চল কুন্তল
গণ্ডেতে দুলিছে
জঘনের ঘনরব
মেখলায় উঠিছে ॥৪

প্রিয়তম আঁখিপাতে
লজ্জায় হাসিছে
রতিরসে তৃপ্ত
গুঞ্জনে ভাসিছে ॥৫

ঘন ঘোর নিশ্বাসে
দেহলতা কাঁপিছে
মন্মথ রসাবেশে
আঁখি দুটি নাচিছে ॥৬

ক্লান্ত সে দেহখানি
শ্রমবারি সিক্ত
লুণ্ঠিত দেহলতা
প্রিয়বুকে তৃপ্ত ॥৭

জয়দেব বিরচিত
শ্রীহরির অভিসার
ভক্ত হৃদয় হতে
মুছে দিক কামভার ॥৮

মদন সুহৃদ স্নিগ্ধ চন্দ্র
আকাশের পরে অস্ত যায়
পাণ্ডুর যেন বিরহী কৃষ্ণ
সেই স্মৃতি পুনঃ ব্যথা জাগায় ॥১

॥ পঞ্চদশ সন্দর্ভ ॥

যমুনার তীরে নিভৃত কুঞ্জে
কেশব মিলিত মিলনে
কোন সেই নারী মাধব তাহার
মৃগরেখা আঁকে আননে ॥১

মেঘের বরণ কেশদাম তার
বিহারভূমি সে মদনের
কুরুবক ফুলে সাজান সহাসে
উজ্জ্বল রেখা তড়িতের ॥২

কুচযুগ তার বিশাল গগন
ফুটে ওঠে নখধারা
কস্তুরী রস মণিহার দেন
আকাশে ফুটিল তারা ॥৩

মৃণালের মত ভুজদ্বয় তার
কমলপত্র করতল
বাহুবেষ্টনে পরান বলয়
শিশিরের চেয়ে সুশীতল ॥৪

রতিগৃহ তার সঘন জঘন
মদনের হেম অধিবাস
কাঞ্চি পরান কম্পিত হাতে
জেগে ওঠে রতি অভিলাষ ॥৫

পদপল্লব অপরূপ দুটি
মণিময় নখে ভূষিত
অলক্তরস এঁকে দেন তাতে
বক্ষে করিয়া স্থাপিত ॥৬

হলধর সহোদর খল সেই শ্রীহরি
না জানি সে কোন নারী রমণে
তবে কেন আমি আর করে আছি মন ভার
বৃথা কেন বসে আছি কাননে ॥৭

কবিনৃপ জয়দেব শৃঙ্গারভাষ্যে
করে এই মধুরিপু গুণগান
কলিযুগ পাপভার হয় যেন দূরীভূত
যুগগত কলুষের অবসান ॥ ৮

না-ই যদি আসে কুঞ্জে আমার বহুবল্লভ শ্যাম
তোমার কি দোষ, নিষ্ঠুর তিনি, তোমা প্রতি নহি বাম
কত না নারীর সংগম সুখে-তৃপ্ত সে শঠ আজি
গতপ্রাণ হয়ে সেথা যাব আমি জীর্ণ শরীর ছাড়ি ॥১

॥ ষোড়ষ সন্দর্ভ ॥

চঞ্চল সেই আঁখি দুটি যার
পবনে ফুল্ল নীলকমল
সংগম সুখে তার সাথে সখী
কিশলয় শেজও কি নির্মল ॥১

পদ্মের মত মুখখানি তার
চুম্বন দিলে অধরে
সে মুখ কখনও হয়না মলিন
মদনের কোন খরশরে ॥২

সুধাঝরা তার মধুর বচন
গিয়াছে যাহার শ্রবণে
নেই কোন জ্বালা তার কাছে সখি
এমন মলয় পবনে ॥ ৩

স্থলকমলের মতন চরণ
করকমলও বা কম কি
ছোঁওয়া পেলে তার গত সন্তাপ
চাঁদের কিরণ দহে কি ॥৪

জলদ বরণ কান্তি তাঁহার
যে পেয়েছে তার বাহুপাশ
হৃদয় কি তার কভু জ্বলে সখি
বিরহের পায় অবকাশ ॥৫

পীতবাস তিনি তাঁর সাথে সখি
বিহার করে সে কাননে
অনুতাপে তার পড়ে না'ক শ্বাস
প্রিয়জন কটুভাষনে ॥৬

তরুণ তিনি যে চিরকাল সখি
সব তরুণের মাঝে
মিলেছে যে নারী একবার শুধু
বেদনা কি তারে বাজে ॥৭

শ্রীমতীর এই বিরহ বচন
হৃদয় প্রদেশ গহনে
কেশবের পথ ব্যাপ্ত করুক
জয়দেব গীত ভজনে ॥৮

মদনসুহৃদ মলয় মারুত
মোর প্রতি কেন রুষ্ট
নিতে চাও যদি হৃদয় আমার
হও যদি তাতে হৃষ্ট
একবার শুধু এনে দাও তাঁকে
মাধব, আমার ইষ্ট ॥১

সখী-সহবাস অসহ এখন
অনিল হয়েছে অনলোপম
হৃদয় আমার ছুটে যেতে চায়
চন্দ্রকিরণ গরল সম
রমণীর মন অবুঝ এমন
বাঁধলে মানে না শাসন কোন ॥২

দাও পীড়া দাও মলয় পবন
ব্যথা দাও তুমি আমাকে
বিদ্ধ করো এ হৃদয় আমার
পঞ্চশরের আঘাতে
ডুবাও আমাকে যমুনা সলিল
ফিরব না আর আবাসে ॥৩

প্রভাতে যেদিন ভুল ক'রে রাধা
পীত বসন পরিল
হা'সল সখীরা মাধব অঙ্গে
নীল নিচোল দেখিল
সে হাসির সাথে মাধব নয়ন
শ্রীমতীর মুখে পড়িল
লজ্জিত সেই মঙ্গল দিঠি
জগতের গ্লানি হরিল ॥৪

॥ অষ্টম সর্গ ॥

॥ বিলক্ষ লক্ষীপতি ॥

ব্যথিত রাত্রি জেগে কেটে যায়
প্রভাতে দেখেন দ্বারপথে
প্রণত কৃষ্ণ দাঁড়ায়ে সেথায়
কুণ্ঠিত মুখ অপরাধে
অনঙ্গশর বুকে বাজে ফের
সহসা পড়িল নয়নে
অঙ্গ জুড়িয়া রতিক্ষত তার
কহিল ঈর্ষা দহনে :

॥ সপ্তদশ সন্দর্ভ ॥

গত রজনীর গুরু জাগরণ এখনও লিপ্ত নয়নে
বুঝেছি তোমার কেমন নিষ্ঠা, কার সাথে ছিলে শয়নে
লোহিত বর্ণ, নিমিলিত আঁখি, বাকি কি আমার বুঝিতে
যাও যাও হরি, যেথা সেই প্রিয়া, এলে কেন ফের সাধিতে ॥১

কাজল মাখান আঁখি দুটি তার
যতবার তুমি চুমেছ
তনুর নীলিমা ধরেছে অধর
সে কাজল মুখে মেখেছ ॥২

সারারাত্রির রতিসংগ্রাম
লিখিত সোনার আখরে
নীলবুক যেন নিকষিত হেম
রতিজয় লেখা নখরে ॥৩

পদ্মপল্লব বুকে আঁকা কেন
অলক্তরস রেখা
মদনতরুতে কিশলয় বুঝি
অনুরাগ অনুলেখা ॥৪

দংশনক্ষত অধর তোমার
দেখিলে হৃদয় জ্বলে
তোমার আমার একই তনুমন
বলবে তবু কি ছলে ॥৫

নামেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ শরীর
কৃষ্ণ তোমার মন
নইলে পারো কি ব্যথা দিতে এত
যে, সঁপেছে তোমাকে মন ॥৬

অবলা নিধনই লক্ষ্য তোমার
বনে বনে করো সাধনা
বালক কালেই নিষ্ঠুর অতি
প্রমাণ যে তার পূতনা ॥৭

রতিবঞ্চিত খণ্ডিতা নারী
করে যে বিলাপ মধুময়
জয়দেব বলে সে মধুবচন
সুরসুধা চেয়ে সুধাময় ॥ ৮

চরণচিহ্ন বুকে আঁকা ওই অলক্তকের দাগ
গোপন করতে পারনি ধূর্ত হৃদয়ের অনুরাগ
ভেঙ্গে গেছে বুক ভালবাসা যত তার চেয়ে বেশী আজ
দুঃখ আমার ছাপিয়ে উঠেছে গাঢ়তর সেই লাজ ॥ ১

যে বাঁশির সুরে নেচে নেচে ওঠে মৃগনয়নার অন্তর
হারায় শাসন ঘূর্ণিত শির স্খলিত কুসুম মন্দার
থেমে যায় কাজ, ঘর ছেড়ে তারা নেমে আসে রাজপথে
বিমুখ যে জন সেও কাছে আসে মন্ত্রের জয়রথে
দৃপ্ত সে ধ্বনি কল্যাণময় সুরকুলও হন নির্ভয়
দর্পী দানব ধ্বস্ত দমিত দিব্য ধ্বনির অন্বয় ॥ ২

॥ নবম সর্গ ॥

॥ মুগ্ধ মুকুন্দ ॥

বিরহে দীর্ণ, বিষাদে শীর্ণ
শ্রীমতী বসিয়া একা
কলহ ক্ষান্ত গত যে কান্ত
হৃদয়ে বাজিল ব্যথা
সখী এক এসে বলে ম্লান হেসে
অনুনয়ে নানা কথা ঃ

॥ অষ্টাদশ সন্দর্ভ ॥

ফুল্ল সমীর বহে অতি ধীর
হরি অভিসারে রত
বৃথা অভিমান বিমুখ পরাণ
সুখ গৃহে পাবে কত ॥ ১

যেন অবিকল দুটি তালফল
সরস পৃথুল অতি
ও কুচকলস রহে যে অলস
বিফল হবে কি সখি ॥ ২

বলেছি কতই শোন তাহা কই
যায়না কিছুই কানে
জানো দামোদর কত সুন্দর
কেউ কি তাহারে ছাড়ে ॥ ৩

বৃথাই বিলাপ কেন বারিপাত
সংযত করো আঁখি
যুবতীরা দেখ কৌতুকে রত
অধরে ফুল্ল হাসি ॥৪

সজল কমল অতি সুশীতল
শায়িত আছেন হরি
চলো সেথা যাই দেরী কেন রাই
দেখিবে নয়ন ভরি ॥ ৫

বুকে যত ভার করো পরিহার
খেদ কেন মনে রাখো
কথা শোন মম জ্বালা গাঢ়তম
দূর ক'রে ধীর থাকো ॥ ৬

কেন অকারণ হৃদয় পীড়ন
আসিবেন তিনি জেনো
মধুর বচন জুড়াবে দহন
বিরস বদন কেন ॥ ৭

বলে জয়দেব এ সুখ আবেগ
হৃদয় ছাপিয়া চলে
ঘটায় প্লাবন ঘুচায় বাঁধন
রসিক হৃদয় মূলে ॥ ৮

দয়িত বিমুখ অপ্রিয়ভাষিণী পরুষ প্রিয়ের প্রতি
বিপরীত তার রীতি জেনো সখি কিংবা ভিন্ন মতি
চন্দ্রকিরণ দাবদাহ তার চন্দন বিষময়
রতিসুখও তার যাতনার ভার পরিমল খেদময় ॥ ১

রত্নখচিত কনক কিরীট ভ্রমরের মত চরণে
দেবরাজ সহ সকল দেবতা প্রণত যাঁহার শরণে
মন্দাকিনীর স্বচ্ছ ধারায় সুশীতল যেই শ্রীচরণ
বন্দনা করি শুভদ নিত্য মঙ্গলময় তাপহরণ ॥ ২

॥ দশম সর্গ ॥

॥ মুগ্ধ মাধব ॥

এমন সময় সন্ধ্যা ঘনাল শ্রীমতী চাহিয়া দেখে
শিথিল বহ্নি বিগত অসূয়া বিষাদক্লিষ্ট শ্বাসে
আরক্ত মুখ সলাজ দৃষ্টি সখীরা নয়নে ভাসে
সমুখে দাঁড়ায়ে মুগ্ধ মাধব ক'ন গদগদ ভাষে ঃ

॥ উবিংশ সন্দর্ভ ॥

বলো যদি শুধু একটি কথাও দশনবিভাস তব
জ্যোৎস্নার মত ঘুচাবে আঁধার অন্তরে গাঢ় মম
স্ফুরিত অধর চন্দ্রের মত ঝলকি তুলিবে বিভা
নয়ন আমার চকোরের মত দেখবে চেয়ে সে সুধা
দাও সুধা ঢালো, হে প্রিয়া আমার, ত্যাগ করো অভিমান
স্মরাতুর আমি, নিভাও বহ্নি অকারণ কেন মান ॥ ১

সত্যই যদি ক্রোধ করে থাকো
প্রিয়দর্শিনী প্রিয়া
শানিত দিঠিতে দাও গো আঘাত
দণ্ডিত করো হিয়া
বাহুবন্ধনে পিষ্ট করো কি
দংশন করো হরষে
দাও সে দণ্ড যাতে সুখ পাও
তৃপ্ত হও সে রভসে ॥

জীবন সূর্য আমার জীবন তুমি
ভূষণের মত থাকো যেঁ অঙ্গ চুমি
অতুল রত্ন ভবসিন্ধুর মাঝে
হৃদয় গহনে দীপ্ত সকল কাজে ॥ ৩

সুনীল নয়ন অমল কমল তন্বী
রক্তদিঠিতে জ্বেলেছ দারুণ বহ্নি
রঞ্জিত করো রতি রসঘন শায়কে
কৃষ্ণ কান্তি রক্তরেখার আলোকে ॥ ৪

মণিমঞ্জরী নাচুক বিপুল হরষে
কুচকুম্ভেতে ঠিকরি ঝলকে ঝলকে
সঘন জঘনে মন্মথ জয় ঘোষণা
আকুল শব্দে ব্যাপ্ত করুক রসনা ॥ ৫

স্থলকমলের অপরূপ শোভা চরণে
পরাজিত দেখি আমার হৃদয় হরণে
অনুমতি দাও মধুর রঙ্গে সহাসে
রঞ্জিত করি অলক্তকের বিভাসে ॥ ৬

অঙ্গ আমার দগ্ধ গরল দহনে
অনঙ্গ বিষ নির্জিত তব চরণে
শির মণ্ডলে সে ভূষণে করো উপশম
দেহি পদপল্লবমুদারম্ ॥ ৭

চটুল চাটু বচনে পটু কৃষ্ণ
অভিমান শেষে শ্রীমতী হৃদয় তৃষ্ণ
পদ্মাবতী হৃদয়রবি জয়দেব
গাঁথে যে ছন্দ রসিকপ্রাণে অবলেপ

বৃথাই তোমার শংকা সখী বৃথাই তোমার মনস্তাপ
রুদ্ধ হৃদয় তুমি ছাড়া অনঙ্গদেব বাড়ায় তাপ
বন্দী আমি স্তনদুটিতে তোমার জঘন অঙ্গনে
আজ্ঞা করো বাঁধব তোমায় নিবিড় বাহুর বন্ধনে ॥ ১

শাস্তি যদি বিধান করো নিজেই তুমি দণ্ড দাও
নিবিড় দুটি স্তনের ভারে যায় যদি প্রাণ যাক না তাও
বাহুর পাশে বাঁধতে পারো আকুল করো দশন ঘায়
চণ্ডাল ওই মদন তেজে দেখো যেন প্রাণ না যায় ॥ ২

করাল যেন কালনাগিনী চন্দ্রমুখে বক্রতায়
ধনুর মত উঠছে বেঁকে কৃষ্ণভুরু তীক্ষ্ণতায়
মন্ত্র তোমার জানাই আছে অধর ভরা মধুর রস
তৃষ্ণ প্রাণে ঢাললে কিছু আপনা থেকে হবেই বশ ॥ ৩

তন্বি তোমার মৌনমুখে ফুটিয়ে তোল কথার সার
নয়নমধু মিষ্টভাষে হরণ করো হৃদয় ভার
অযাচিত তোমার দ্বারে অনুগত এমন যে
এমনি করে মুখ ফেরালে ব্যথাই বুকে বাজবে যে ॥ ৪

রক্তবরণ অধর তোমার বান্ধুলীকে লজ্জা দেয়
নীলোৎপলের মতন আঁখি কুন্দশোভা দন্তময়
তিলের মত তীক্ষ্ণনাসা মধুক কান্তি গণ্ডদ্বয়
আনন যেন মদন তূণীর শোভায় করে বিশ্বজয় ॥ ৫

মদির তোমার দৃষ্টি সখি মুখের মাপে চন্দ্রজ্যোতি
রম্ভাজয়ী উরুযুগল আকুল করে চলার গতি
রতি যেন ললিতকলা চিত্রলেখা ভুরু দুটি
স্বর্গলোকের দিব্যশোভা মর্ত্যলোকে আছো ফুটি ॥ ৬

কুবলয়াপীড় কংসহস্তী কুম্ভ তাহার জাগাল স্মৃতি
রাধিকার ঘন পীনপয়োধর অঙ্গে ফুটল ঘর্মদ্যুতি
দ্বন্দে ক্লান্ত নিমীলিত আঁখি কংসপক্ষ বিজয়নাদে
স্মিত সংবিত কুপিত কেশব হস্তী নাশেন নিমেষপাতে
পরক্ষণেই খিন্নকণ্ঠে শোকরব ওঠে আকাশ ছেয়ে
মঙ্গলহোক জগৎজনের কেশব ভুজের বরাভয়ে ॥ ৭

॥ একাদশ সর্গ ॥

॥ সানন্দ গোবিন্দ ॥

নামিল রাত্রি প্রদোষকান্তি
ঘন তমসায় নিবিড়ভার
অভিসার বেশে সাজেন কেশব
দ্রুত পদে যান কুঞ্জদ্বার
বিগত বিষাদ উঠিল শ্রীমতী
অঙ্গে শোভিল মোহন বেশ
প্রফুল্ল সখী কহিল তখন
ওষ্ঠে চটুল হাসির রেশ ঃ

॥ বিংশ সন্দর্ভ ॥

যাও সখি সেই সুখের শয়নে
বেতস কুঞ্জে ত্বরিতে যাও
স্তুতির ছলনে প্রণমি চরণে
ভুলায়েছে মান জানো তো তাও ॥ ১

নিবিড় জঘনে ঘন স্তনভারে
ঢেউ তুলে তুলে ছন্দে যাও
চরণে নূপুর বাজুক মধুর
মরাল গমনে লজ্জা দাও ॥ ২

ডাকিছে কোকিল মদন ঘোষক
সুর ক'রে শোন বলছে ওই
মুরারী মধুর কণ্ঠে এবার
জুড়াও তোমার শ্রবণী সই ॥ ৩

চতুর সমীরে নব কিশলয়
শীর্ণ লতিকা মাথা দোলায়
অভিসারে যেতে ইংগিত করে
বয়ে যায় দেখ মধুসময় ॥ ৪

বামপয়োধর সিক্ত তোমার
বিমল সলিলে কণ্ঠহার
শুধাও তাহারে প্রিয়সংগমে
অধীরতা বুঝি সহে না আর ॥ ৫

জেনেছে সখীরা শরীরে তোমার
রতিরণোচিত সজ্জা
কাঞ্চিতে তুলে সমরবাদ্য
ছেড়ে যাও যত লজ্জা ॥ ৬

মদনশায়ক নখর শোভিত
করপাণিতেই সখীকে ধরো
ছন্দিত পদে বলয় ধ্বনিতে
আগমন তব ঘোষণা করো ॥ ৭

হার চেয়ে মনোহর রমণীয় এই গীত
জয়দেব বিরচিত অতুলন
কৃষ্ণে নিরতপ্রাণ ভক্ত কণ্ঠতটে
অবিরাম স্থিত হোক সযতন ॥ ৮

প্রিয়তমা মোর আসবে এখুনি কথা কবে হেসে আলিঙ্গনে
বাঁধবে আমায় ঘন বাহুপাশে সুখ আশা জাগে সংগোপনে
পুলক আবেশ ঘর্মের রেশ নন্দিত নীল কান্তি
ঘন তমসায় নিষ্ফল আশা মূর্ছায় পায় শান্তি ॥ ১

নয়নে নিবিড় ঘন অঞ্জন তমালের ফুল কর্ণে
নীলোৎপলের মালা দোলে শিরে মেখলার নীল বর্ণে
স্তনে আঁকা ছবি কস্তুরী রসে চতুরা রমণী চলে যখন
অভিসার পথে আকুল আঁধার অঙ্গ ঘিরিয়া নাচে তখন ॥ ২

নিবিড় তিমিরে নিকষিত হেম গৌরকান্তি রমণিগণ
সুনীল আঁধারে কনকের রেখা অপরূপ তার বিচ্ছুরণ
প্রেম সম্ভার অতুল নিষ্ঠা তীব্র আঁধার ভেদিয়া
অতি উজ্জ্বল অপরূপ জ্যোতি দীপ্ত শরীর ব্যাপিয়া ॥ ৩

কুঞ্জভবনে আগত শ্রীমতী স্বর্ণ মেখলা মণির হার
মণি কঙ্কণে রত্নের বিভা মঞ্জিররাজি চরণে তার
রত্ন আলোয় দেখেন শ্রীমতী কেশব সেথায় দ্বারপথে
অবনত মুখ কুণ্ঠিত আঁখি সহচরী বলে মৃদু ভাষে :

॥ একবিংশ সন্দর্ভ ॥

যাও সখি ওই কুঞ্জভবনে
সুমধুর হেসে যাও এবার
কেশবের পাশে দাঁড়াও ওখানে
রতিবিলাসের খোল যে দ্বার ॥ ১

নাচুক বক্ষে মণিময় হার
অশোকে বিছান শয্যা
পূর্ণ করো ওই রিক্ত আধার
ভুলে যাও তব লজ্জা ॥ ২

কুসুমের মত কোমল অঙ্গ
কুসুমে বিছান শয্যা
রত হও সখি রঙ্গে এবার
শুচি হোক ওই সজ্জা ॥ ৩

মলয় পবনে স্নিগ্ধ ভবন
সুর সঙ্গীতে ভরিয়া দাও
নূপুর ছন্দে মুখরিত করো
নন্দনে তব লীলা বিছাও ॥ ৪

বিস্তৃত যত লতার বাহারে
নব কিশলয় কুঞ্জ
ওগো পীনজঘনের অলস রমণী
প্রেমাবেগ করো পুঞ্জ ॥৫

হৃদয় তোমার সরস এখন
মদনের রস-আবেশে
অলি গুঞ্জনে মুখরিত গৃহ
রত হও রতি রভসে ॥৬

চারিদিকে শোন কোকিলের স্বর
শুভ্র দশনা তন্বি
রতিস্রোতে তব ভাসাও অঙ্গ
নিভাও মদন বহ্নি ॥ ৭

পদ্মাবতীর হৃদয় স্তবক
গীতখানি অতি মধুময়
জয়দেব বলে গীতের প্রভাবে
দিন যেন হয় শুভময় ॥ ৮

হৃদয়ে তাঁহার অবিরত ভার, তব আসঙ্গ লিপ্সা
শ্রোণী কুচভারে শ্রান্ত শরীর তব অধরের তৃষ্ণা
তৃপ্ত হবে কি স্পর্শে তোমার অঙ্গ তাহার পূর্ণ
ক্রীত যে দয়িত বিলোল দিঠিতে, লজ্জা সেখানে চূর্ণ ॥ ১

বাজিল নূপুর চলিল শ্রীমতী
শঙ্কা হর্ষে দুলিল বুক
মদির নয়ন মাধব সমীপে
হৃদয় ছাপিয়া উঠিল সুখ

॥ দ্বাবিংশ সন্দর্ভ ॥

উত্থিত যেন সিন্ধু সলিল চন্দ্র উদয়ে ঊর্মিময়
শ্রীমতীরে দেখি মাধব চিত্ত তেমনি হইল হর্ষময়
সুপ্ত কামনা বিকশিত দলে পূর্ণ পুষ্প হৃদয়ে তাঁর
দেখিল শ্রীমতী মাধব অঙ্গে রোমাঞ্চময় স্মরবিকার ॥ ১

নীল বুকে যেন দুলে দুলে ওঠে
মণিময় সরু দীর্ঘহার
যমুনার জলে কৃষ্ণ কোটরে
সারি সারি যেন ফেনার ত

পট্টবস্ত্রে শোভিত কান্তি
নীল কলেবরে গৌরময়
নীল উৎপলে আবৃত যেন বা
পীত পরাগে দীপ্তিময় ॥ ৩

আঁখি দুটি তাঁর অতি মনোহর
চঞ্চল যেন হর্ষে হায়
শারদ তড়াগে খঞ্জন যুগ
কমল কাননে রত ক্রীড়ায় ॥ ৪

কুণ্ডল দুটি ঝলমল ক'রে
গণ্ড জুড়িয়া সূর্যজ্যোতি
স্ফুরিত অধরে দীপ্ত কামনা
দ্বিগুণিত করে বিলাস রতি ॥ ৫

মেঘে যেন ভাসে চাঁদের সুষমা
কেশদামে তার কুসুম ভার
শ্যামল ললাটে মলয় তিলক
আঁধার গগনে ইন্দুসার ॥

কণকে রত্নে মুক্তাভূষণে
ঝলমল করে অঙ্গ
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে শরীর ব্যাপিয়া
বিপুল রতি-তরঙ্গ ॥ ৭

অপরূপ সেই রূপ বৈভব
জয়দেব গীতে মূর্তিমান
চিত্ত হউক শ্রীহরি দেউল
প্রণত তাঁহার চরণে প্রাণ ॥ ৮

কেন যে নয়ন নেয়না শরণ বিশাল দিঠির দীর্ঘপাশ
কর্ণযুগল জুড়িয়া ছড়ায় দেখে দেখে তবু মেটে না আশ
শ্রান্ত নয়নে তারকার মত ফুটিল সজল হর্ষরেশ
দয়িত সমীপে ফুল্ল শ্রীমতী, আকুল নয়নে নির্ণিমেষ ॥ ১

অধরে ফুল্ল হাসির আভাস, সখীরা ছাড়িল কুঞ্জবন
যেন কত কাজ অজুহাতে করে কপট কর্ণকণ্ডূয়ন
হরিণ নয়না শ্রীমতী তখন আঁখিতে বিলোল সজ্জা ॥
গাঢ় অনুরাগে কেশবে দেখেন, লজ্জিত হয় লজ্জা ॥ ২

কুবলয়াপীড় নিহত যুদ্ধে, রঞ্জিত বাহু শোণিতে
বিজয়লক্ষ্মী শোভিত কুসুম মন্দার যেন লোহিতে
হস্তীশমন সে ভুজের বল থাকুক সদা প্রমুক্ত
জয়দেব বলে, নিখিল বিজয়ে সদা হোক জয়যুক্ত ॥ ৩

॥ দ্বাদশ সর্গ ।

সখীরা ছাড়িল কুঞ্জভবন
শ্রীমতীর আঁখি লজ্জায়
ঘনঘন পড়ে অনুরাগভরে
নব কিশলয় শয্যায়
হৃদয় সিক্ত আবেশ তরল
নয়নে আবেগ ফুটিল
শিথিল লজ্জা দেখিয়া মাধব
মৃদুভাষে তাকে কহিল ঃ

॥ ত্রয়োবিংশ সন্দর্ভ

কমলের মত চরণ তোমার
ক্ষণকাল শুধু আনি
কিশলয় শেজে পেতে দাও যদি
হৃদয় জুড়াবে জানি
নারীর নয়ন আমি নারায়ণ
অনুগত তব প্রতি
নন্দিত ক'রে বন্দিত করো
ওগো, প্রিয়তমা সখি ॥ ১

বহুদূর পথ এসেছ হাঁটিয়া
ক্লান্ত চরণ দুটি
ক্ষণতরে করো নূপুর আমায়
শয়ন প্রান্তে লুটি ॥ ২

খুলে দাও ওই সুধার ভাণ্ড
বচনের মধু ধারা
অনুমতি দাও পয়োধর দুটি
করি গো শাসনহারা ॥ ৩

মিলন আশায় ফুল্ল তোমার
বক্ষ কলস দুটি
নিভাক আমার অন্তর দাহ
থাকুক বক্ষে ফুটি ॥ ৪

মৃতদেহে মম দাও গো জীবন
অধর সুধায় জীবন রসে
তোমাতে মগ্ন প্রাণমন মম
স্মরহুতাশন জীবন নাশে ॥ ৫

কোকিল কূজনে ক্লান্ত শ্রবণী
ওগো শশীমুখী প্রিয়া
মণিময় ওই কাঞ্চিপীড়নে
প্রফুল্ল করো হিয়া ॥ ৬

অকারণ তব অভিমান সখি
অকারণ তব ক্রোধ
মুদ্রিত আঁখি লজ্জিত বুঝি
দ্বেষভাব করো রোধ ॥ ৭

প্রতি পদে আজ জয়দের গায়
মাধবের প্রেম উল্লাস
রতি আনন্দে পূর্ণ হউক
ভক্ত হৃদয় অভিলাষ ॥ ৮

শুরু হল সেই রতির বিহার বাহুবেষ্টনে পুলকময়
মুখচুম্বনে বিঘ্ন ঘটায় সরসবচন রঙ্গময়
রোমোদ্গমে তীক্ষ্ণ শরীর মিলনে সূক্ষ্ম বাধার রেশ
পলকের পাতে ব্যাহত দৃষ্টি, পরিণামে আনে হর্ষলেশ ॥ ১

কি গতি প্রেমের বদ্ধ কান্ত শ্রীমতীর বাহুযুগলদ্বয়ে
পীনপয়োধরে পীড়িত শরীর ক্ষতবিক্ষত নখরঘায়ে
বিজিত মাধব লুণ্ঠিত তার নিতম্বতটে মূর্ছাবেশ
অধর সুধায় মোহিত কান্ত শ্রীমতী তোলেন ধরিয়া কেশ ॥ ২

রতিবিপরীতে জয় অভিলাষে শ্রীমতী তাহার বুকের পরে
মারাঙ্ক নামে রতি সংগ্রামে নিরত দীর্ঘ শ্রমের ভরে
কম্পিত বুক শিথিল জঘন শ্রান্ত বাহুর আলিঙ্গনে
ব্যর্থ শ্রীমতী, মুদ্রিত আঁখি, পুরুষ কর্ম সম্পাদনে ॥ ৩

শ্বাস আশ্লেষে উত্থিত বুক, বিবশ আবেশে অবশকায়
কুচ মর্দনে নিরত কেশব আকুল অধর মুখ সুধায়
মুদ্রিত হয় নয়ন রাধার গণ্ডযুগল আরক্তিম
শুভ্র দশনে শশীর কিরণ, শীৎকার বশে কূজন ক্ষীণ ॥ ৪

প্রভাতে উঠিয়া দেখেন কৃষ্ণ ক্ষতবিক্ষত রাধার বুক
লুপ্ত হয়েছে কুঙ্কুম রাগ ধৌত অধরে নিবিড় সুখ
নিদ্রা আবেশে রক্ত নয়ন এলিয়ে পড়েছে কেশের ভার
শিথিল মেখলা স্খলিত কুসুম স্মরাতুর হয় হৃদয় তাঁর ॥ ৫

স্বেদবিন্দুতে সিক্ত কপোল মর্দিত বুকে মলিন হার
বিলোল দৃষ্টি দেখেন কৃষ্ণ আকুল অলক কেশের ভার
অধরে চিহ্ন দশন আঘাত মেখলা ছেড়েছে নিজ আধার
একহাতে ঢাকা আহত জঘন অপর হস্ত বক্ষে তার ॥ ৬

গভীর মননে এইসব কথা
ভাবেন কৃষ্ণ একমনে
সুরত তৃপ্ত অবশ শরীর
শ্রীমতী বলেন প্রীতস্বরে ॥ ৭

॥ চতুর্বিংশ সন্দর্ভ ॥

রাখো তব ওই সুশীতল কর
চন্দন সম বুকের পরে
এঁকে দাও সখা গাঢ় আলিপনা
কস্তুরীরসে কুচপাবরে ॥ ১

ভ্রমরের মত কাজলের রেখা
অধর ছোঁয়ায় গিয়েছে মুছে
মদন শায়ক তুল্য আঁখিতে
উজ্জ্বল করে দাও গো নিজে ॥ ২

শুভবেশধারী ওগো সুন্দর
নয়ন কুরঙ্গী দাও গো বেঁধে
স্মরপাশ সম কুণ্ডল দুটি
দাও গো আমার শ্রবণতটে ॥ ৩

জিত-কুমুদিনী আননে আমার
পড়েছে আসিয়া কেশের ভার
হাসিবে সখীরা নব পরিহাসে
ভ্রমরকবেণী বাঁধো আবার ॥ ৪

শিশু শশধর ললাটে আমার
উঠেছে ফুটিয়া স্বেদকণা
মুছে দাও ওগো কমল আনন
এঁকে দাও তাতে শশীকলা ॥ ৫

অনঙ্গরথে চামরের মত
মনোহর মম চিকুরদাম
ঝরেছে কুসুম রতিকালে সখা
সাজাও অলকে কুসুমবান ॥ ৬

সরস নিবিড় জঘন আমার
স্মরকুঞ্জর ঘন আলয়
মেখলা কাঞ্চি ভূষণ পরাও
প্রিয়তম মম হে শুভাশয় ॥ ৭

কলি পাপতাপ বিমোচনকারী
শ্রীহরি চরণে স্মরণগীত
ভূষণের মত অক্ষয় হোক
জয়দেব কবি করে প্রণীত ॥ ৮

পয়োধরে মম দাও গো প্রাণেশ পত্রলেখা
গণ্ডযুগলে এঁকে দাও নিজে চন্দনদাগে নবীনরেখা
জঘনে আমার কাঞ্চি পরাও কবরীতে দাও কুসুমথর
হস্তে বলয় চরণে নূপুর দিলেন আদেশে পীতাম্বর ॥ ১

সাগরতনয়া চরণসেবিকা কমলা লোকনে শত নয়ন
নাগ অধিরাজ বাসুকি শয়নে শতশির থেকে বিচ্ছুরণ
মনির আলোয় স্পষ্ট বিম্ব শত মূর্তির অতুল সার
ব্যাপ্ত বিভূতি রমা বিভাসিত শ্রীহরি হরুন নিখিল ভার ॥ ২

"ক্ষীর সলিলের বালুকা বেলায় স্বয়ংবরে যেদিন তুমি
বরিলে আমাকে নিষ্ফল আশা শংকর নিল গরল তুলি"
স্মৃতি মন্থনে আনমনা রমা শ্রীহরি তাহার বুকের বাস
সরায়ে দেখেন বক্ষ-কোরক করুন মোদের অশুভ নাশ ॥ ৩

সঙ্গীতে যদি থাকে অনুরাগ বিবেকতত্ত্ব শৃঙ্গারে
আগ্রহ যদি থাকে তব সুধী বিষ্ণুর ধ্যানে উদ্ধারে
জয়দেব গীত এই মহাগীত পাঠ করো তবে আনন্দে
পণ্ডিত কবি ভক্ত রচিত রত হও গীতগোবিন্দে ॥ ৪

যতদিন রবে এই মহাগীত শৃঙ্গার সুধা অতুল রস
শর্করা হবে কঙ্করময় ক্ষীর হবে যেন নীরের বশ
অমৃত থাকবে মৃতপ্রায় হয়ে থাকবে না মধু মধুরতর
আম্র করবে ক্রন্দন শোকে রসাতলে যাবে কান্তাধর ॥ ৫

পিতা মোর ভোজদেব
বামাদেবী জননী আমার
প্রিয়বন্ধু পরাশর আর সব সুহৃদেরে
"গীতগোবিন্দ" দিনু উপহার ॥ ৬

॥ কবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ ॥

(মূল)

গীতগোবিন্দ

প্রথমঃ সর্গঃ

।। সামোদ-দামোদরঃ ।।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং
ভীরুরয়ং, ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয় ।
ইত্থং নন্দ-নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যকুধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধা-মাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ ॥১

বাগ্‌দেবতা-চরিত-চিত্রিত-চিত্ত-সদ্মা
পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী ।
শ্রীবাসুদেব-রতিকেলি-কথা-সমেত-
মেতং করোতি জয়দেব-কবিঃ প্রবন্ধম্ ॥২

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্ ।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্ ॥৩

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহ-দ্রুতে ।
শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়-রচনৈরাচার্য্য-গোবর্ধনস্পর্ধী
কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবি-ক্ষ্মাপতিঃ ॥ ৪

অথ প্রথমঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥ ২

মালব (গৌড়) রাগেণ—রূপকতালেন চ গীয়তে।

প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব-ধৃত-মীনশরীর
"জয় জগদীশ হরে" ॥১ (ধ্রুবম্)

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধরণি-ধরণ-কিণচক্র-গরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত-কচ্ছপরূপ
"জয় জগদীশ হরে ॥২

বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত-শূকররূপ
"জয় জগদীশ হরে" ॥৩

তব কর-কমলবরে নখমদ্ভুত-শৃঙ্গং
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনু-ভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ
"জয় জগদীশ হরে" ॥৪

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদ-নখ-নীর-জনিত-জন-পাবন।
কেশব ধৃত-বামনরূপ
"জয় জগদীশ হরে" ॥৫

ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে জগদপগত-পাপং

স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভব-তাপম্ ।

কেশব ধৃত-ভৃগুপতি-রূপ

"জয় জগদীশ হরে" ॥৬

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি-কমনীয়ং

দশমুখ-মৌলি-বলিং রমণীয়ম্ ।

কেশব ধৃত রঘুপতিরূপ

"জয় জগদীশ হরে" ॥৭

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং

হল-হতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্ ।

কেশব ধৃত হলধররূপ

"জয় জয়দীশ হরে" ॥৮

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং

সদয়-হৃদয় দর্শিত-পশুঘাতম্ ।

কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর

"জয় জগদীশ হরে" ॥৯

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং

ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ।

কেশব ধৃত-কল্কিশরীর

"জয় জগদীশ হরে" ॥১০

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং

শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ।

কেশব ধৃত-দশবিধরূপ

"জয় জগদীশ হরে" ॥১১

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্‌বিভ্রতে

দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে ।

পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে

ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥১২

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে প্রথমঃ সন্দর্ভঃ ॥

দ্বিতীয়ঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥২

গুর্জ্জরীরাগেণ—নিঃসার-তালেন চ গীয়তে।

শ্রিত-কমলা-কুচ-মণ্ডল ! ধৃত কুণ্ডল !
কলিত-ললিত-বনমাল !
"জয় জয়, দেব হরে" ॥১

দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ! ভব-খণ্ডন !
মুনিজন-মানস-হংস !
"জয় জয়, দেব হরে" ॥২

কালিয়-বিষধর-গঞ্জন ! জন-রঞ্জন !
যদুকুল-নলিন-দিনেশ !
"জয় জয়, দেব হরে" ॥৩

মধু-মুর-নরক-বিনাশন ! গরুড়াসন !
সুরকুল-কেলি-নিদান !
"জয় জয়, দেব হরে" ॥৪

অমল-কমলদল-লোচন ! ভবমোচন !
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান !
"জয় জয়, দেব হরে" ॥৫

জনক-সুতা-কৃতভূষণ ! জিত-দূষণ !
সমর-শমিত-দশকণ্ঠ !
"জয় জয়, দেব হরে" ॥৬

অভিনব-জলধর-সুন্দর ! ধৃতমন্দর !
শ্রীমুখ-চন্দ্র চকোর !
"জয় জয়, দেব হরে" ॥৭

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু—
"জয় জয়, দেব হরে" ॥৮

শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং।
মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতম্
"জয় জয়, দেব হরে" ॥৯

পদ্মা-পয়োধর-তটী-পরিরম্ভ-লগ্ন-
কাশ্মীর-মুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ-
স্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥১০

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে দ্বিতীয়ঃ সন্দর্ভঃ ॥

তৃতীয়ঃ সন্দর্ভঃ

বসন্তে বাসন্তী-কুসুম-সুকুমারৈরবয়বৈর্ভ্রমন্তীং
কান্তারে বহু-বিহিত-কৃষ্ণানুসরণাম্।
অমন্দং কন্দর্প-জ্বর-জনিত-চিন্তাকুলতয়া
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী ॥১

গীতম্ ॥ ৩

বসন্তরাগেণ—যতিতালেন চ গীয়তে।

ললিত-লবঙ্গলতা পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে ॥
বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহি-জনস্য দুরন্তে ॥১ ধ্রুবম্
উন্মদ-মদন মনোরথ-পথিক বধূজন জনিত-বিলাপে।
অলিকুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ-নিরাকুল-বকুল-কলাপে ॥
[বিহরতি হরিরিহ······॥২
মৃগমদ-সৌরভ-রভস-বশংবদ-নবদলমাল-তমালে।
যুবজন-হৃদয়-বিদারণ-মনসিজ-নখরুচি-কিংশুকজালে ॥
[বিহরতি হরিরিহ······॥৩

মদন-মহীপতি-কনক-দণ্ডরুচি-কেসর-কুসুম-বিকাসে।
মিলিত-শিলীমুখ-পাটলি-পটল-কৃত-স্মর-তূণ-বিলাসে ॥
[বিহরতি হরিরিহ · · · ॥৪

বিগলিত-লজ্জিত-জগদবলোকন-তরুণ-করুণ কৃতহাসে !
বিরহি-নিকৃন্তন-কুন্ত-মুখাকৃতি-কেতকি-দন্তুরিতাশে ॥
[বিহরতি হরিরিহ · · · ॥৫

মাধবিকা-পরিমল-ললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ।
মুনি মনসামপি-মোহন-কারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ ॥
[বিহরতি হরিরিহ · · ॥৬

স্ফুরদতিমুক্তলতা-পরিরম্ভণ-পুলকিত-মুকুলিতচূতে।
বৃন্দাবন-বিপিনে পরিসর-পরিগত-যমুনাজলপূতে ॥
[বিহরতি হরিরিহ · ॥৭

শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমুদয়তু হরিচরণ স্মৃতিসারং।
সরস-বসন্ত-সময়-বনবর্ণনমনুগত-মদন-বিকারম্ ॥
[বিহরতি হরিরিহ · ॥৮

দর-বিদলিত-মল্লী-বল্লি-চঞ্চৎ-পরাগ-
প্রকটিত-পটবাসৈর্বাসয়ন্ কাননানি।
ইহ হি দহতি চেতঃ কেতকী-গন্ধ-বন্ধুঃ
প্রসরদসমবাণ-প্রাণবদ্গন্ধবাহঃ ॥ ১

অদ্যোৎসঙ্গ-বসদ্ভুজঙ্গ-কবল-ক্লেশাদিবেশাচলং
প্রালেয়-প্লবনেচ্ছয়ানুসরতি শ্রীখণ্ডশৈলানিলঃ।
কিঞ্চ স্নিগ্ধ-রসাল-মৌলি-মুকুলান্যালোক্য হর্ষোদয়াৎ
উন্মীলন্তি কুহূঃ কুহূরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাং গিরঃ ॥২

উন্মীলন্মধুগন্ধ-লুব্ধ-মধুপ-ব্যাধূত-চূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎ-কোকিল-কাকলী-কলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথংকথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-
প্রাপ্ত-প্রাণসমা-সমাগম-রসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ ॥৩

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে তৃতীয়ঃ সন্দর্ভঃ ॥

চতুর্থঃ সন্দর্ভঃ

অনেক-নারী-পরিরম্ভ-সম্ভ্রম-
স্ফুরন্মনোহারি-বিলাস-লালসম্ ।
মুরারিমারাদুপদর্শয়ন্ত্যাসৌ
সখীসমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্ ॥১

গীতম্ ॥ ৪

রাম-করীরাগেণ—যতিতালেন চ গীয়তে ।

চন্দন-চর্চিত-নীল-কলেবর-পীতবসন-বনমালী
কেলিচলন্মণি-কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডযুগ-স্মিতশালী
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে
বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥১ ধ্রুবম্
পীন-পয়োধর-ভার-ভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিত-পঞ্চম-রাগম্
[হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে·· ॥২
কাপি বিলাস-বিলোল-বিলোচন-খেলন-জনিত-মনোজং
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং-মধুসূদন-বদন-সরোজম্ ··
[হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে ··॥৩
কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে
[হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে · ॥৪
কেলি-কলা-কুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনা-বন-কূলে
মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে ··
[হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে···॥৫
করতল-তাল-তরল-বলয়াবলি-কলিত-কলস্বন-বংশে
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে ··
[হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে · ॥৬

শিলষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাং
পশ্যতি সস্মিত-চারুতরামপরামনুগচ্ছতি বামাং···
[হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে···॥৭

শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমদ্ভুত-কেশব-কেলি-রহস্যং
বৃন্দাবন-বিপিনে ললিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যম্
[হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে···॥৮

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামল-কোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্ ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৯

রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রম-ভৃতামাভীর-বামভ্রুবা-
মভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া ।
সাধু ত্বদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ ॥ ১০

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে চতুর্থঃ সন্দর্ভঃ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে সামোদ-দামোদরো
নাম প্রথমঃ সর্গঃ ।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

অক্লেশ-কেশবঃ

বিহরতি বনে রাধা সাধারণ-প্রণয়ে হরৌ
বিগলিত-নিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রত-মণ্ডলী-
মুখর-শিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্ ॥ ১

পঞ্চমঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥৫

গুর্জ্জরীরাগেণ—যতিতালেন চ গীয়তে।

সঞ্চরদধর-সুধা মধুর-ধ্বনি-মুখরিত-মোহন-বংশং
বলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চল-মৌলি-কপোল-বিলোল-বতংসম্।
রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসম্ ॥১ ধ্রুবম্

চন্দ্রক-চারু-ময়ূর-শিখণ্ডক-মণ্ডল-বলয়িত-কেশং
প্রচুর-পুরন্দর-ধনুরনুরঞ্জিত-মেদুর-মুদির-সুবেশম্···
'রাসে হরিমিহ ··· ··· ॥২

গোপ-কদম্ব-নিতম্ববতী-মুখচুম্বন-লম্ভিত-লোভং
বন্ধুজীব-মধুরাধর-পল্লবমুল্লসিত-স্মিত-শোভম্···
'রাসে হরিমিহ ··· ··· ॥ ৩

বিপুল-পুলক-ভুজ-পল্লব-বলয়িত-বল্লব-যুবতি-সহস্রং
কর-চরণোরসি মণিগণ-ভূষণ-কিরণ-বিভিন্ন-তমিস্রম্···
'রাসে হরিমিহ ··· ··· ॥৪

জলদ-পটল-বলদিন্দু-বিনিন্দক-চন্দন-তিলক-ললাটং
পীন-পয়োধর-পরিসর-মর্দ্দন-নির্দ্দয়-হৃদয়-কবাটম্···
'রাসে হরিমিহ ··· ··· ॥৫

মণিময়-মকর-মনোহর-কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডমুদারং
পীত-বসনমনুগত-মুনি-মনুজ-সুরাসুরবর-পরিবারম্...
'রাসে হরিমিহ ... ... ॥৬

বিশদ-কদম্ব-তলে মিলিতং কলি-কলুষ-ভয়ং শময়ন্তং
মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্...
'রাসে হরিমিহ ... ... ॥৭

শ্রীজয়দেব-ভণিতমতিসুন্দর-মোহন-মধুরিপু-রূপং
হরি-চরণ-স্মরণং প্রতি সম্প্রতি পুণ্যবতামনুরূপম্...
'রাসে হরিমিহ .... ॥৮

গণয়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে
বহতি চ পরীতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ।
যুবতিষু চলত্তৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্ ॥১

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে পঞ্চমঃ সন্দর্ভঃ ॥

ষষ্ঠঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥ ৯

মালবরাগেণ—একতালীতালেন চ গীয়তে।

নিভৃত-নিকুঞ্জ-গৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং
চকিত-বিলোকিত-সকল-দিশা রতি-রভস-ভরেণ হসন্তম্।
সখি হে কেশি-মথনমুদারং
রময় ময়া সহ মদন-মনোরথ-ভাবিতয়া সবিকারম্ ॥১ ধ্রুবম্

প্রথম-সমাগম-লজ্জিতয়া পটু-চাটু-শতৈরনুকূলং
মৃদু-মধুর-স্মিত-ভাষিতয়া শিথিলীকৃত-জঘন-দুকূলম্...
"সখি হে কেশিমথনমুদাবং ... ॥২

কিশলয়-শয়ন-নিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানং
কৃত-পরিরম্ভণ-চুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্…
"সখি হে কেশিমথনমুদারং … ॥৩

অলস-নিমীলিত-লোচনয়া পুলকাবলি-ললিত-কপোলং
শ্রমজল-সকল-কলেবরয়া বর-মদন-মদাদতিলোলম্…
সখি হে কেশিমথনমুদারম্ … ॥৪

কোকিল-কলরব-কূজিতয়া জিত-মনসিজ-তন্ত্র-বিচারং
শ্লথ-কুসুমাকুল-কুন্তলয়া নখ-লিখিত-ঘন-স্তনভারম্…
"সখি হে কেশিমথনমুদারম্ … ॥৫

চরণ-রণিত-মণি নূপুরয়া পরিপূরিত-সুরত-বিতানং
মুখর-বিশৃঙ্খল মেখলয়া সকচ-গ্রহ-চুম্বনদানম্…
"সখি হে কেশিমথনমুদারম্ … ॥৬

রতি-সুখ-সময়-রসালসয়া দরমুকুলিত-নয়ন-সরোজং
নিঃসহ-নিপতিত-তনু-লতয়া মধুসূদনমুদিতমনোজম্…
"সখি হে কেশিমথনমুদারম্ … ॥৭

শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমতিশয়-মধু-রিপু-নিধুবন-শীলং
সুখমুৎকণ্ঠিত-গোপবধূকথিতং বিতনোতু সলীলম্ …
"সখি হে কেশিমথনমুদারম্ … ॥ ৮

হস্ত-স্রস্ত-বিলাস-বংশমনৃজু-ভ্রূবল্লিমদ্বল্লবী-
বৃন্দোৎসারি-দৃগন্ত-বীক্ষিতমতিস্বেদার্দ্র-গণ্ডস্থলম্ ।
মামুদ্বীক্ষ্য বিলজ্জিত-স্মিত-সুধা-মুগ্ধাননং কাননে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণ-বৃতং পশ্যামি হৃষ্যামি চ ॥১

দূরালোকঃ স্তোক-স্তবক-নবকাশোক-লতিকা-
বিকাশঃ কাসারোপবন-পবনোঽপি ব্যথয়তি ।
অপি ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গী-রণিত-রমণীয়া ন মুকুল-
প্রসূতিশ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি ॥২

সাকূত-স্মিতমাকুলাকুল-গলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত-
ভ্রূ-বল্লীকমলীক-দর্শিত-ভুজামূলার্ধ-দৃষ্টস্তনম্ ।
গোপীনাং নিভৃতং নিরীক্ষ্য গমিতাকাঙ্ক্ষশ্চিরং চিন্তয়ন্
অন্তর্মুগ্ধ-মনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ ॥৩

॥ ইতি গীতগোবিন্দে ষষ্ঠঃ সন্দর্ভঃ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে অক্লেশ-কেশবো
নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

মুগ্ধ-মধুসূদনঃ

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বন্ধ-শৃঙ্খলাম্ ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজ-সুন্দরীঃ ॥১

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণ-ব্রণ-খিন্ন-মানসঃ ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দ-নন্দিনী-
তটান্ত-কুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥২

সপ্তমঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥ ৭

গুর্জ্জরীরাগেণ—যতিতালেন চ গীয়তে ।

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূ-নিচয়েন ।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন বারিতাতিভয়েন ॥
হরিহরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব ॥১ ধ্রুবম্
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ ।
কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ—
হরিহরি হতাদরতয়া ······ ॥২

চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রূ কোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ—
হরিহরি হতাদরতয়া ·· ·· ॥৩

তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি—
হরিহরি হতাদরতয়া ·· ·· ॥৪

তন্ব খিন্নমসূয়য়া তদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি—
হরিহরি হতাদরতয়া ·· ·· ॥৫

দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি—
হরিহরি হতাদরতয়া ·· ·· ॥৬

ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি—
হরিহরি হতাদরতয়া ·· ·· ॥৭

বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্রসম্ভব-রোহিণী-রমণেন—
হরিহরি হতাদরতয়া ·· ·· ॥৮

— o —

হৃদি বিসলতা-হারো নায়ং ভুজঙ্গম-নায়কঃ
কুবলয়-দল-শ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরল-দ্যুতিঃ।
মলয়জ-রজো নেদং ভস্ম প্রিয়া-রহিতে ময়ি
প্রহর ন হর-ভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥১

পাণৌ মা কুরু চূত-শায়কমমুং মা চাপমারোপয়
ক্রীড়া-নির্জ্জিত-বিশ্ব মূর্চ্ছিত-জনাঘাতেন কিং পৌরুষম্।
তস্যা এব মৃগীদৃশো মনসিজ-প্রেঙ্খৎকটাক্ষাশুগ-
শ্রেণী-জর্জ্জরিতং মনাগপি মনো নাদ্যাপি সন্ধুক্ষতে ॥২

ভ্রূপল্লবো ধনুরপাঙ্গ-তরঙ্গিতানি
বাণা গুণঃ শ্রবণ-পালিরিতি স্মরেণ ।
তস্যামনঙ্গ-জয়-জঙ্গম-দেবতায়া-
মস্ত্রাণি নির্জ্জিত-জগন্তি কিমর্পিতানি ॥৩

ভ্রূচাপে নিহিতঃ কটাক্ষ-বিশিখো নির্ম্মাতু মর্ম্মব্যথাং
শ্যামাত্মা কুটিলঃ করোতু কবরী-ভারোঽপি মারোদ্যমম্ ।
মোহং তাবদয়ঞ্চ তন্বি তনুতাং বিম্বাধরো রাগবান্
সদ্‌বৃত্তং স্তন-মণ্ডলং তব কথং প্রাণৈর্ম্ম ক্রীড়তি ॥৪

তানি স্পর্শসুখানি তে চ তরলাঃ স্নিগ্ধা দৃশোর্বিভ্রমা-
স্তদ্‌বক্ত্রাম্বুজ-সৌরভং স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমা ।
সা বিম্বাধর-মাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং
তস্যাং লগ্ন-সমাধি হন্ত বিরহ-ব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে ॥৫

তির্য্যক্-কণ্ঠ-বিলোল-মৌলি-তরলোত্তংসস্য বংশোচ্চরদ্-
গীতি-স্থান-কৃতাবধান-ললনা-লক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ ।
সংমুগ্ধং মধুসূদনস্য মধুরে রাধা-মুখেন্দৌ মৃদু-
স্পন্দং কন্দলিতাশ্চিরং দধতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্ম্ময়ঃ ॥৬

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে সপ্তমঃ সন্দর্ভঃ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে মুগ্ধমধুসূদনো নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

চতুর্থঃ সর্গঃ

স্নিগ্ধ-মধুসূদনঃ

যমুনা তীর-বানীর-নিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্ ।
প্রাহ প্রেম-ভরোদ্ভ্রান্তং মাধবং রাধিকা-সখী ॥১

অষ্টমঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥৮

কর্ণাটরাগেণ— যতিতালেন চ গীয়তে ।

নিন্দতি চন্দনমিন্দু-কিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্ ।
ব্যাল-নিলয়-মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়-সমীরম্ ॥
সা বিরহে তব দীনা ·
মাধব মনসিজ-বিশিখ ভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥১ ধ্রুবম্

অবিরল-নিপতিত-মদন-শরাদিব ভবদবনায় বিশালম্ ।
স্বহৃদয়-মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজল-নলিনী-দল-জালম্
সা বিরহে তব দীনা ·· ·· ॥২

কুসুম-বিশিখ-শর-তল্পমনল্প-বিলাস-কলা-কমনীয়ম্ ।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভ-সুখায় করোতি কুসুম-শয়নীয়ম্
সা বিরহে তব দীনা ·· ·· ॥৩

বহতি চ বলিত-বিলোচন জলধরমানন-কমলমুদারম্ ॥
বিধুমিব বিকট বিধুন্তুদ-দন্ত-দলন-গলিতামৃতধারম্
সা বিরহে তব দীনা ··· · ॥৪

বিলিখতি রহসি কুরঙ্গ-মদেন ভবন্তমসমশর ভূতম্ ।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম
সা বিরহে তব দীনা ·· · ॥৫

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্ ।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্
সা বিরহে তব দীনা··· ॥৬

ধ্যান-লয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীব-দুরাপম্‌
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্‌
সা বিরহে তব দীনা ··· ··· ॥৭
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্‌ ।
হরি-বিরহাকুল-বল্লব-যুবতি-সখী-বচনং পঠনীয়ম্‌
সা বিরহে তব দীনা ··· ··· ॥৮

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়-সখী-মালাপি জালায়তে
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাব-দহন-জ্বালা-কলাপায়তে ।
সাপি ত্বদ্‌বিরহেণ হন্ত হরিণী-রূপায়তে হা কথং
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ঞ্ছার্দূল-বিক্রীড়িতম্‌ ॥১
॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে অষ্টমঃ সন্দর্ভঃ ॥

নবমঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্‌ ॥৯

দেশ-রাগেণ—একতালীতালেন চ গীয়তে ।

স্তন-বিনিহিতমপি হারমুদারং,
সা মনুতে কৃশ-তনুরিব ভারম্‌
রাধিকা বিরহে তব কেশব ॥১ ধ্রুবম্‌
সরস-মসৃণমপি মলয়জ-পঙ্কং
পশ্যতি বিষমিব বপুসি সশঙ্কম্‌
রাধিকা বিরহে ·····॥২
শ্বসিত-পবনমনুপম-পরিণাহং
মদন-দহনমিব বহতি সদাহম্‌
রাধিকা বিরহে····· ॥৩
দিশি দিশি কিরতি সজল-কণ-জালং
নয়ন-নলিনমিব বিদলিতনালম্‌
রাধিকা বিরহে·····॥৪

নয়ন-বিষয়মপি কিশলয়-তল্পং
গণয়তি বিহিত-হুতাশ-বিকল্পম্
রাধিকা বিরহে……॥৫
ত্যজতি ন পাণি-তলেন কপোলং
বাল-শশিনমিব সায়মলোলম্
রাধিকা বিরহে…… ॥৬
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং
বিরহ-বিহিত-মরণেব নিকামম্
রাধিকা বিরহে…… ॥৭
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিতি গীতং,
সুখয়তু কেশব-পদমুপনীতম্
রাধিকা বিরহে…… ॥৮

—ঃ০ঃ—

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি
ধ্যায়ত্যুদ্ভ্রমতি প্রমীলতি পতত্যুদ্যাতি মূর্চ্ছত্যপি।
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনুর্জীবেন্ন কিং তে রসাৎ
স্ববৈর্বদ্য-প্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোঽন্যথা হস্তকঃ ॥১
স্মরাতুরাং দৈবত-বৈদ্য-হৃদ্য-ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাম্
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধা-মুপেন্দ্রবজ্রাদপি দারুণোঽসি ॥২
কন্দর্প-জ্বর-সংজ্বরাতুর-তনোরাশ্চর্যমস্যাশ্চিরং
চেতশ্চন্দন-চন্দ্রমঃ-কমলিনী-চিন্তাসু সংতাম্যতি।
কিন্তু ক্ষান্তি-রসেন শীতল-তরং ত্বামেকমেব প্রিয়ং
ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিতা কথমপি ক্ষীণা ক্ষণং প্রাণিতি ॥৩

ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে
নয়ন-নিমীলন-খিন্নয়া যয়া তে।
শ্বসিতি কথমসৌ রসাল-শাখাং
চির-বিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম্ ॥৪

বৃষ্টি ব্যাকুলগোকুলাবন-রসাদুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনং
বিভ্রদ্‌বল্লব-বল্লভাভিরধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ।
দর্পেণৈব তদর্পিতাধর-তটী-সিন্দূর-মুদ্রাঙ্কিতো
বাহুর্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসদ্বিষঃ ॥৫

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে নবমঃ সন্দর্ভঃ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে স্নিগ্ধমধুসূদনো
নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

সাকাঙ্ক্ষ-পুণ্ডরীকঃ

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধা-
মনুনয় মদ্‌বচনেন চানয়েথাঃ।
ইতি মধু-রিপুণা সখী নিযুক্তা
স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাম্‌ ॥১

দশমঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্‌ ॥১০

দেশ-বরাড়ীরাগেণ—রূপক-তালেন চ গীয়তে।

বহতি মলয়-সমীরে মদনমুপনিধায়,
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহি-হৃদয়-দলনায় ॥
সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥১ ধ্রুবম্‌
দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি,
পততি মদন-বিশিখে বিলপতি বিকলতরোহতি
সখি সীদতি তব ·· ॥২

ধ্বনতি মধুপ-সমূহে শ্রবণমপিদধাতি,
মনসি বলিত-বিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি
সখি সীদতি তব ··· ॥৩

বসতি বিপিন-বিতানে ত্যজতি ললিত-ধাম,
লুঠতি ধরণি-শয়নে বহু বিলপতি নাম
সখি সীদতি তব· ···॥৪
ভণতি কবি-জয়দেব ইতি বিরহ-বিলসিতেন
মনসি রস-বিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন
সখি সীদতি তব · ॥৫

পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জ-মন্মথ-মহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপ-মন্ত্রাবলীং
ভূয়স্ত্বৎ-কুচ-কুম্ভ-নির্ভর-পরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥১
॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে দশমঃ সন্দর্ভঃ ॥

একাদশঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥ ১১

গুর্জ্জরীরাগেণ—একতালীতালেন চ গীয়তে।

রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে মদন-মনোহর-বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন-বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্ ॥
ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে বসতি বনে বনমালী ॥১ ধ্রুবম্
নাম-সমেতং কৃত-সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্
বহু মনুতে ননু তে তনু-সঙ্গত-পবন-চলিতমপি রেণুম্
ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে ··· ···॥২
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত-ভবদুপযানম্
রচয়তি শয়নং সচকিত-নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্
ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে · ··॥৩
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির-পুঞ্জং শীলয় নীল-নিচোলম্
ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে ··· ···॥৪

উরসি মুরারেরুপহিত-হারে ঘনইব তরল-বলাকে।
তড়িদিব পীতে রতি-বিপরীতে রাজসি সুকৃত-বিপাকে
ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে⋯ ⋯॥৫

বিগলিত-বসনং পরিহৃত-রসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিশলয়-শয়নে পঙ্কজ-নয়নে নিধিমিব হর্ষ-নিধানম্
ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে⋯ ⋯॥৬

হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বর-রচনং পূরয় মধুরিপু-কামম্
ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে⋯ ⋯॥৭

শ্রীজয়দেবে কৃত-হরি-সেবে ভণতি পরম-রমণীয়ম্।
প্রমুদিত-হৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃত-কমনীয়ম্
ধীর সমীরে যমুনা-তীরে⋯⋯ ॥৮

—০—

বিকিরতি মুহুঃ শ্বাসানাশাঃ পুরো মুহুরীক্ষতে
প্রবিশতি মুহুঃ কুঞ্জং গুঞ্জন্মুহুর্বহু তাম্যতি।
রচয়তি মুহুঃ শয্যাং পর্য্যাকুলং মুহুরীক্ষতে
মদন-কদন-ক্লান্তঃ কান্তে প্রিয়স্তব বর্ত্ততে ॥১

ত্বদ্বাম্যেন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্মাংশুরস্তং গতো
গোবিন্দস্য মনোরথেন চ সমং প্রাপ্তং তমঃ সান্দ্রতাম্।
কোকানাং করুণস্বনেন সদৃশী দীর্ঘা মদভ্যর্থনা
তন্মুগ্ধে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোঽভিসার-ক্ষণঃ ॥২

আশ্লেষাদনু চুম্বনাদনু নখোল্লেখাদনু স্বান্তজ-
প্রোদ্বোধাদনু সম্ভ্রমাদনু রতারম্ভাদনু প্রীতয়োঃ।
অন্যার্থং গতয়োর্ভ্রমান্মিলিতয়োঃ সম্ভাষণৈর্জানতো-
র্দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়া বিমিশ্রো রসঃ ॥৩

সভয়-চকিতং বিন্যস্যন্তীং দৃশৌ তিমিরে পথি
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীম্।
কথমপি রহঃপ্রাপ্তামঙ্গৈরনঙ্গ-তরঙ্গিভিঃ
সুমুখি সুভগঃ পশ্যন্ স ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাম্ ॥৪

রাধা-মুগ্ধ-মুখারবিন্দ-মধুপস্ত্রৈলোক্য-মৌলি-স্থলী-
নেপথ্যোচিত-নীল-রত্নমবনী-ভারাবতার-ক্ষমঃ ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজ-সুন্দরী-জন-মনস্তোষ-প্রদোষশ্চিরং
কংস-ধ্বংসন-ধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকী-নন্দনঃ ॥৫

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে অষ্টমঃ সন্দর্ভঃ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যেঽভিসারিকাবর্ণনে
সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

৬ঃ সর্গঃ

—o—

ধৃষ্টবৈকুণ্ঠঃ

অথ তাং গন্তুমশক্তাং চিরমনুরক্তাং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা ।
তচ্চরিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥১

দ্বাদশঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥১২

গুণকরীরাগেণ—রূপকতালেন চ গীয়তে।

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তং
তদধর-মধুর-মধূনি পিবন্তম্ ॥
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥১ ধ্রুবম্

ত্বদভিসরণ-রভসেন বলন্তী
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী
নাথ হরে সীদতি··· ···॥২

বিহিত-বিশদ-বিস-কিশলয়-বলয়া
জীবতি পরমিহ তব রতি-কলয়া
নাথ হরে সীদতি··· ···॥৩

মুহুরবলোকিত-মণ্ডন-লীলা ।
মধুরিপুরহমিতি ভাবন-শীলা
নাথ হরে সীদতি··· ···॥৪

ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারং
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্
নাথ হরে সীদতি·· ··॥৫

শিলষ্যতি চুম্বতি জলধর-কল্পং
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্
নাথ হরে সীদতি·· ···॥৬

ভবতি বিলম্বিনি বিগলিত-লজ্জা
বিলপতি রোদিতি বাসক-সজ্জা
নাথ হরে সীদতি·· ··॥৭

শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিতং
রসিকজনং তনুতামতিমুদিতম্ ॥
নাথ হরে সীদতি·· ··॥৮

বিপুল-পুলক-পালিঃ স্ফীত-শীৎকারমন্ত-
র্জনিত-জড়িম-কাকু-ব্যাকুলং ব্যাহরন্তী।
তব কিতব বিধায়ামন্দ-কন্দর্প-চিন্তাং
রস-জলধি-নিমগ্না ধ্যানলগ্না মৃগাক্ষী ॥১

অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি।
ইত্যাকল্প-বিকল্প-তল্প-রচনা-সঙ্কল্প-লীলা-শত-
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥২

কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণ-ভোগি-ভবনে ভাণ্ডীর-ভূমীরুহে
ভ্রাতর্যাহি ন দৃষ্টিগোচরমিতঃ সানন্দ-নন্দাস্পদম্।
রাধায়া বচনং তদধ্বগ-মুখান্নন্দান্তিকে গোপতো
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সায়মতিথি-প্রাশস্ত্য-গর্ভা গিরঃ ॥৩

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে দ্বাদশঃ সন্দর্ভঃ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বাসক-সজ্জা-বর্ণনে
ধৃষ্টবৈকুণ্ঠো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তমঃ সর্গঃ

—o—

নাগর-নারায়ণঃ

অত্রান্তরে চ কুলটা-কুল-বর্ত্ম-পাত-
সঞ্জাত-পাতক ইব স্ফুট-লাঞ্ছন-শ্রীঃ ।
বৃন্দাবনান্তরমদীপয়দংশু-জালৈ-
র্দিক্-সুন্দরী-বদন-চন্দন-বিন্দুরিন্দুঃ ॥১

প্রসরতি শশধর-বিম্বে বিহিত-বিলম্বে চ মাধবে বিধুরা
বিরচিত-বিবিধ-বিলাপং সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ ॥২

ত্রয়োদশঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥১৩

মালবরাগেণ—যতিতালেন চ গীয়তে ।

কথিত-সময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনং
মম বিফলমিদমমলমপি রূপ-যৌবনম্ ॥
যামি হে কমিহ শরণং সখীজন-বচন-বঞ্চিতা ॥১ ধ্রুবম্
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতং
তেন মম হৃদয়মিদমসমশর-কীলিতম্
যামি হে কমিহ··· ···॥২
মম মরণমেব বরমতি-বিতথ-কেতনা
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা
যামি হে কমিহ··· ··· ॥ ৩
মামহহ বিধুরয়তি মধুর-মধু-যামিনী
কাপি হরিমনুভবতি কৃত-সুকৃত-কামিনী
যামি হে কমিহ··· ···॥৪

অহহ কলয়ামি বলয়াদি-মণি-ভূষণং
হরি-বিরহ-দহন-বহনেন বহু-দূষণম্
যামি হে কমিহ··· ···॥৫
কুসুম-সুকুমার-তনুমতনু-শর-লীলয়া
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষম-শীলয়া
যামি হে কমিহ·· ···॥৬
অহমিহ নিবসামি নগণিত-বন-বেতসা
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা
যামি হে কমিহ ·· ··॥৭
হরি-চরণ-শরণ জয়দেব-কবি-ভারতী
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমল-কলাবতী
যামি হে কমিহ ·· ···॥৮

—ঃ ঃ—

তৎ কিং কামপি কামিনীমভিসৃতঃ কিংবা কলাকেলিভি-
র্বদ্ধো বন্ধুভিরন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্ভ্রাম্যতি ।
কান্তঃ ক্লান্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ
সঙ্কেতীকৃত-মঞ্জু-বঞ্জুল-লতা-কুঞ্জেঽপি যন্নাগতঃ ॥১
অথাগতাং মাধবমন্তরেণ, সখীমিয়ং বীক্ষ বিষাদমূকাম্ ।
বিশঙ্কমানা রমিতং কয়াপি, জনার্দ্দনং দৃষ্টবদেতদাহ ॥২
॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে ত্রয়োদশঃ সন্দর্ভঃ ॥

চতুর্দ্দশঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥১৪

বসন্তরাগেণ—যতিতালেন চ গীয়তে ।

স্মর-সমরোচিত-বিরচিত-বেশা
দলিত-কুসুম-দর-বিলুলিত-কেশা ॥
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিকগুণা ॥১ ধ্রুবম্

হরি-পরিরম্ভণ-বলিত-বিকারা
কুচ-কলসোপরি তরলিত-হারা
কাপি মধুরিপুণা··· ··· ॥ ২
বিচলদলক-ললিতানন-চন্দ্রা
তদধর-পান-রভস-কৃত-তন্দ্রা
কাপি মধুরিপুণা ·· ··· ॥ ৩
চঞ্চল-কুণ্ডল-ললিত-কপোলা
মুখরিত-রসন-জঘন-গতি-লোলা
কাপি মধুরিপুণা·· ·· ॥ ৪
দয়িত-বিলোকিত-লজ্জিত-হসিতা
বহুবিধ-কূজিত-রতি-রস-রসিতা
কাপি মধুরিপুণা··· ·· ॥ ৫
বিপুল-পুলক-পৃথু-বেপথু-ভঙ্গা
শ্বসিত-নিমীলিত-বিকসদনঙ্গা
কাপি মধুরিপুণা··· ·· ॥ ৬
শ্রমজল-কণ ভর-সুভগ-শরীরা
পরিপতিতোরসি রতি রণ-ধীরা
কাপি মধুরিপুণা··· ··· ॥ ৭
শ্রীজয়দেব-ভণিত-হরি-রমিতং
কলি-কলুষং জনয়তু পরিশমিতম্ ॥
কাপি মধুরিপুণা··· ··· ॥ ৮

বিরহ-পাণ্ডু-মুরারি মুখাম্বুজদ্যুতিরয়ং তিরয়ন্নপি বেদনাম্ ।
বিধুরতীব তনোতি মনোভুবঃ, সুহৃদয়ে মদনব্যথাম্ ॥১

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে চতুর্দশঃ সন্দর্ভঃ ॥

পঞ্চদশঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥১৫

গুর্জ্জরীরাগেণ—একতালীতালেন চ গীয়তে ।

সমুদিত-মদনে রমণী-বদনে চুম্বন-বলিতাধরে ।
মৃগমদতিলকং লিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনীকরে ॥
রমতে যমুনা-পুলিন-বনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ॥১ ধ্রুবম্
ঘনচয়-রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিত-তরুণাননে
কুরুবক-কুসুমং চপলা-সুষমং রতিপতি-মৃগ-কাননে
রমতে যমুনা-পুলিন-বনে ··· ··· ॥ ২
ঘটয়তি সুঘনে কুচ-যুগ-গগনে মৃগমদ-রুচিরূষিতে
মণি-সরমমলং তারক পটলং নখ পদ-শশি-ভূষিতে
রমতে যমুনা-পুলিন-বনে ·· ··· ॥ ৩
জিত-বিস-শকলে মৃদু-ভুজ-যুগলে করতল-নলিনী-দলে
মরকত-বলয়ং মধুকর-নিচয়ং বিতরতি হিম-শীতলে
রমতে যমুনা-পুলিন-বনে · ·· ॥ ৪
রতি-গৃহ-জঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজ-কনকাসনে
মণিময়-রসনং তোরণ-হসনং বিকিরতি কৃত-বাসনে
রমতে যমুনা-পুলিন-বনে ··· ··· ॥ ৫
চরণ-কিশলয়ে কমলা-নিলয়ে নখ-মণিগণ-পূজিতে
বহিরপবরণং যাবক-ভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে
রমতে যমুনা-পুলিন-বনে ··· · ॥ ৬
রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং খল-হলধর-সোদরে
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং বদ সখি বিটপোদরে
রমতে যমুনা-পুলিন-বনে ··· ·· ॥ ৭
ইহ রস-ভণনে কৃত-হরি-গুণনে মধুরিপু-পদ-সেবকে
কলি-যুগ-চরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপ-জয়দেবকে
রমতে যমুনা-পুলিন-বনে ··· ··· ॥ ৮

নায়াতঃ সখি নির্দ্দয়ো যদি শঠস্ত্বং দূতি কিং দূয়সে
স্বচ্ছন্দং বহুবল্লভঃ স রমতে কিং তত্র তে দূষণম্ ।
পশ্যাদ্য প্রিয়-সঙ্গমায় দয়িতস্যাকৃষ্যমাণং গুণৈ-
রুৎকণ্ঠার্ত্তিভরাদিব স্ফুটদিদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি ॥১

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে পঞ্চদশঃ সন্দর্ভঃ ॥

ষোড়শঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥১৬

দেশবরাড়ীরাগেণ—রূপকতালেন চ গীয়তে ।

অনিল-তরল-কুবলয়-নয়নেন
তপতি ন সা কিশলয়-শয়নেন ॥
সখি যা রমিতা বনমালিনা । ১ ধ্রুবম্
বিকসিত-সরসিজ-ললিত-মুখেন
স্ফুটতি ন সা মনসিজ-বিশিখেন
সখি যা রমিতা · ॥২
অমৃত-মধুর-মৃদুতর-বচনেন
জ্বলতি ন সা মলয়জ-পবনেন
সখি যা রমিতা ·· ···॥৩
স্থল-জলরুহ-রুচি কর চরণেন
লুঠতি ন সা হিমকর-কিরণেন
সখি যা রমিতা · ···॥৪
সজল-জলদ সমুদয়-রুচিরেণ
দহতি ন সা হৃদি বিরহ-দবেন
সখি যা রমিতা ·· ···॥৫
কনক-নিকষ-রুচি-শুচি-বসনেন
শ্বসিতি ন সা পরিজন-হসনেন
সখি যা রমিতা ··· ···॥৬

সকল-ভুবন-জন-বর-তরুণেন
বহতি ন সা রুজমতি-করুণেন
সখি যা রমিতা ······॥৭
শ্রীজয়দেব-ভণিত-বচনেন
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন ॥
সখি যা রমিতা · ·॥৮

—০—

মনোভবানন্দন চন্দনানিল
প্রসীদ রে দক্ষিণ মুঞ্চ বামতাম্ ।
ক্ষণং জগৎপ্রাণ বিধায় মাধবং
পুরো মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥১
রিপুরিব সখী সংবাসোঽয়ং শিখীব হিমানিলো
বিষমিব সুধা-রশ্মির্যস্মিন্ দুনোতি মনোগতে ।
হৃদয়মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্বলতে বলাৎ
কুবলয়-দৃশাং বামঃ কামো নিকাম-নিরঙ্কুশঃ ॥২
বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে ।
কিং তে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গৈ-
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥৩
প্রাতর্নীল-নিচোলমচ্যুতমুরঃ সংবীতপীতাংশুকং
রাধায়াশ্চকিতং বিলোক্য হসতি স্বৈরং সখীমণ্ডলে ।
ব্রীড়া-চঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাধাননে
স্মেরস্মের-মুখোঽয়মস্তু জগদানন্দায় নন্দাত্মজঃ ॥৪
॥ ইতি শ্রীগতিগোবিন্দে ষোড়শঃ সন্দর্ভঃ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বিপ্রলব্ধাবর্ণনে
নাগরনারায়ণো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ।

অষ্টমঃ সর্গঃ

— ০ —

বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতিঃ

অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়,
স্মর-শর জর্জ্জরিতাপি সা প্রভাতে।
অনুনয়-বচনং বদন্তমগ্রে
প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ম্ ॥১

সপ্তদশঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥১৭

ভৈরবীরাগেণ—যতিতালেন চ গীয়তে।

রজনি-জনিত-গুরু-জাগর-রাগ-কষায়িতমলস-নিমেষং
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিত-রসাভিনিবেশম্ ॥
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতব-বাদং
তামনুসর সরসীরুহ-লোচন যা তব হরতি বিষাদম্ ॥১ ধ্রুবম্
কজ্জল-মলিন-বিলোচন-চুম্বন-বিরচিত-নীলিম-রূপম্
দশন বসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্
হরি হরি যাহি মাধব ·· ···॥২
বপুরনুহরতি তব স্মর-সঙ্গর-খর-নখর-ক্ষত-রেখম্।
মরকত-শকল-কলিত-কলধৌত-লিপেরিব রতি-জয়লেখম্
হরি হরি যাহি মাধব ··· ···॥৩
চরণ-কমল-গলদলক্তক-সিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারম্।
দর্শয়তীব বহির্মদন-দ্রুম-নব-কিশলয়-পরিবারম্
হরি হরি যাহি মাধব ··· ···॥৪
দশন-পদং ভবদধর গতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্
হরি হরি যাহি মাধব··· ···॥৫

বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্ ।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসমশর-জ্বর-দূনম্
হরি হরি যাহি মাধব ··· ···॥৬
ভ্রমতি ভবানবলা-কবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্ ।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূ বধ নির্দ্দয় বাল চরিত্রম্
হরি হরি যাহি মাধব ··· ···॥৭
শ্রীজয়দেব-ভণিত-রতি-বঞ্চিত-খণ্ডিত-যুবতি-বিলাপম্ ।
শৃণুত সুধা-মধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্ ॥
হরি হরি যাহি মাধব ··· ···॥৮

—o—

তদেবং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগং বহিরিব
প্রিয়া-পাদালক্ত-চ্ছুরিতমরুণ-দ্যোতি হৃদয়ম্ ।
মমাদ্য প্রখ্যাত-প্রণয়-ভব-ভঙ্গেন কিতব
ত্বদালোকঃ শোকাদপি কিমপি লজ্জাং জনয়তি ॥১
অন্তর্মোহন-মৌলি-ঘূর্ণন-চলন্মন্দার-বিস্রংসন-
স্তব্ধাকর্ষণ-দৃষ্টি-হর্ষণ-মহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাম্ ।
দৃপ্যদ্দানব-দূয়মান-দিবিষদ্-দুর্ব্বার-দুঃখাপদাং
ভ্রংশঃ কংসরিপোর্ব্যপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥২
।। ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে সপ্তদশঃ সন্দর্ভঃ ।।

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে খণ্ডিতাবর্ণনে
বিলক্ষলক্ষ্মীপতির্নামাষ্টমঃ সর্গঃ ।

নবমঃ সর্গঃ

—ঃ০ঃ—

মুগ্ধ-মুকুন্দঃ

তামথ মন্মথ-খিন্নাং রতি-রস-ভিন্নাং বিষাদ-সম্পন্নাম্ ।
অনুচিন্তিত-হরি-চরিতাং কলহান্তরিতামুবাচ রহঃ সখী ॥১

অষ্টাদশঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥১৮

রামকিরীরাগেণ—যতিতালেন চ গীয়তে ।

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে ।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে ॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥১ ধ্রুবম্

তাল-ফলাদপি-গুরুমতিসরসং
কিমু বিফলীকুরুষে কুচ-কলসম্
মাধবে মা কুরু · · ॥২

কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরং
মা পরিহর হরিমতিশয় রুচিরং
মাধবে মা কুরু · · · · ॥৩

কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা
মাধবে মা কুরু · · · · · ॥৪

সজল-নলিনী-দল-শীলিত-শয়নে
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে
মাধবে মা কুরু · · · · ॥৫

জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদং
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম্
মাধবে মা কুরু · · · · · ॥৬

হরিরুপযাতু বদতু বহু-মধুরং
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরম্
মাধবে মা কুরু ·· ···॥৭
শ্রীজয়দেব-ভণিতমতি-ললিতং
সুখয়তু রসিকজনং হরি-চরিতম্ ॥
মাধবে মা কুরু ·· ··॥৮

—০—

স্নিগ্ধে যৎ পরুষাসি যৎ প্রণমতি স্তব্ধাসি যদ্‌রাগিণি
দ্বেষস্থাসি যদুন্মুখে বিমুখতাং যাতাসি তস্মিন্ প্রিয়ে।
তদ্‌যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চ্চা বিষং
শীতাংশুস্তপনো হিমং হুতবহঃ ক্রীড়ামুদো যাতনাঃ ॥১
সান্দ্রানন্দ-পুরন্দরাদি-দিবিষদ্‌বৃন্দৈরমন্দাদরাৎ
আনম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দিন্দিরম্।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দ-সুন্দর-গলন্মন্দাকিনী-মেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥২

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে অষ্টাদশঃ সন্দর্ভঃ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে কলহান্তরিতাবর্ণনে
মুগ্ধমুকুন্দো নাম নবমঃ সর্গঃ।

দশমঃ সর্গঃ

—ঃ * ঃ—

মুগ্ধ-মাধবঃ

অত্রান্তরে মসৃণ-রোষ-বশামসীম-

নিঃশবাস-নিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।

সব্রীড়মীক্ষিত-সখীবদনাং প্রদোষে

সানন্দ-গদ্গদ-পদং হরিরিত্যুবাচ ॥১

উনবিংশঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥১৯

দেশ-বরাড়ীরাগেণ—অষ্টতালেন চ গীয়তে।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত-রুচি-কৌমুদী

হরতি দর-তিমিরমতিঘোরম্।

স্ফুরদধর সীধবে তব বদন-চন্দ্রমা

রোচয়তি লোচন চকোরম ॥

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং

সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং

দেহি মুখ-কমল-মধুপানম্ ॥১ ধ্রুবম্

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী

দেহি খর-নয়ন-শর-ঘাতম্

ঘটয় ভুজ-বন্ধনং জনয় রদ-খণ্ডনং

যেন বা ভবতি সুখ-জাতম্ ॥

প্রিয়ে চারুশীলে ··· ···॥২

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং

ত্বমসি মম ভব-জলধি-রত্নম্।

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী

তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ ॥

প্রিয়ে চারুশীলে ··· ···॥৩

নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদ-রূপম ।
কুসুম-শর-বাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ ॥
প্রিয়ে চারুশীলে ⋯ ⋯ ॥৪

স্ফুরতু কুচ-কুম্ভয়োরুপরি মণি-মঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়-দেশম্ ।
রসতু রসনাপি তব ঘন-জঘন মণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথ নিদেশম্ ॥
প্রিয়ে চারুশীলে ⋯ ⋯ ॥৫

স্থল-কমল-গঞ্জনং মম হৃদয়-রঞ্জনং
জনিত রতি-রঙ্গ-পরভাগম্ ।
ভণ মসৃণ-বাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরস-লসদলক্তকরাগম্ ।
প্রিয়ে চারুশীলে ॥৬

স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্ ।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনানলো
হরতু তদুপাহিত-বিকারম্ ॥
প্রিয়ে চারুশীলে ⋯ ⋯ ॥৭

ইতি চটুল-চাটু-পটু চারু মুর-বৈরিণো
রাধিকামধি বচন-জাতম্ ।
জয়তি পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি-
ভারতী-ভণিতমতিশাতম্ ॥
প্রিয়ে চারুশীলে ⋯ ॥৮

পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং ত্বয়া সততং ঘন-
স্তন-জঘনয়া ক্রান্তে স্বান্তে পরানবকাশিনি ।
বিশতি বিতনোরন্যো ধন্যো ন কোঽপি মমান্তরং
প্রণয়িনি পরীরম্ভারম্ভে বিধেহি বিধেয়তাম্ ॥১

মুগ্ধে বিধেহি ময়ি নির্দ্দয়-দন্ত-দংশ-
দোর্বল্লি-বন্ধ-নিবিড়-স্তন-পীড়নানি।
চণ্ডি ত্বমেব মুদমঞ্চ ন পঞ্চবাণ-
চাণ্ডাল-কাণ্ড-দলনাদসবঃ প্রয়ান্তু ॥২
শশিমুখি তব ভাতি ভঙ্গুরভ্রূ-
র্যুব-জন-মোহ-করাল-কালসর্পী।
তদুদিত-ভয়-ভঞ্জনায় যূনাং
ত্বদধর-সীধু-সুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ ॥৩
ব্যথয়তি বৃথা মৌনং তন্বি প্রপঞ্চয় পঞ্চমং
তরুণি মধুরালাপৈস্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ।
সুমুখি বিমুখীভাবং তাবদ্বিমুঞ্চ ন মুঞ্চ মাং
স্বয়মতিশয়স্নিগ্ধো মুগ্ধে প্রিয়োঽয়মুপস্থিতঃ ॥৪
বন্ধূক-দ্যুতি-বান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূক-চ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীল-নলিন-শ্রীমোচনে লোচনে।
নাসাভ্যেতি তিল-প্রসূন-পদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্তন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥৫
দৃশৌ তব মদালসে বদনমিন্দু-সন্দীপনং
গতির্জন-মনোরমা বিজিতরম্ভমূরুদ্বয়ম্।
রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রুবা-
বহো বিবুধ-যৌবতং বহসি তন্বি পৃথ্বীগতা ॥৬
প্রীতিং বস্তনুতাং হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সার্দ্ধং রণে
রাধা-পীন-পয়োধর-স্মরণকৃৎ-কুম্ভেন সম্ভেদবান্।
যত্র স্বিদ্যতি মীলতি ক্ষণমথ ক্ষিপ্তে দ্বিপে তৎক্ষণাৎ
কংসস্যালমভূৎ জিতং জিতমিতি
ব্যামোহ-কোলাহলঃ ॥৭
॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে একোনবিংশঃ সন্দর্ভঃ॥
ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে মানিনীবর্ণনে
মুগ্ধমাধবো নাম দশমঃ সর্গঃ।

একাদশঃ সর্গ

—o—

সানন্দ-গোবিন্দঃ ।

সুচিরমনুনয়েন প্রীণয়িত্বা মৃগাক্ষীং
গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাম্ ।
রচিত-রুচির-ভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে
স্ফুরতি নিরবসাদাং কাপি রাধাং জগাদ ॥১

বিংশঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥২০

বসন্তরাগেণ—যতিতালেন চ গীয়তে ।

বিরচিত-চাটু-বচন-রচনং চরণে রচিত-প্রণিপাতং
সম্প্রতি মঞ্জুল-বঞ্জুল-সীমনি কেলি-শয়নমনুযাতম্ ।
মুগ্ধে মধু-মথনমনুগতমনুসর রাধিকে ॥১ ধ্রুবম্

ঘন-জঘন-স্তন-ভার-ভরে দর-মন্থর-চরণ-বিহারম্
মুখরিত-মণি-মঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালনিকারম্ ॥
মুগ্ধে মধু-মথন ·· ··· ॥২

শৃণু রমণীয়তরং তরুণী-জন-মোহন-মধু-রিপু-রাবম্ ।
কুসুম-শরাসন-শাসন-বন্দিনি পিক-নিকরে ভজ ভাবম্ ॥
মুগ্ধে মধু-মথন ··· ··· ॥৩

অনিল-তরল-কিশলয়-নিকরেণ করেণ লতা-নিকুরম্বম্ ।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি
গতিং প্রতি মুঞ্চ বিলম্বম্ ॥
মুগ্ধে মধু-মথন ·· ··· ॥৪

স্ফুরিতমনঙ্গ-তরঙ্গ-বশাদিব সূচিত-হরি-পরিরম্ভম্ ।
পৃচ্ছ মনোহর-হার-বিমল-জলধারমমুং কুচকুম্ভম্ ॥
মুগ্ধে মধু-মথন ··· ··· ॥৫

অধিগতমখিল-সখীভিরিদং তব বপুরপি রতি-রণ-সজ্জম্ ।
চণ্ডি রণিত-রসনা-রব-ডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জম্ ॥
মুগ্ধে মধু মথন··· ··॥৬
স্মর-শর-সুভগ-নখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলম্ ।
চল বলয়-ক্বণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্ ॥
মুগ্ধে মধু-মথন ··· ···॥৭
শ্রীজয়দেব-ভণিতমধরীকৃত-হারমুদাসিতরামম্ ।
হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠতটীমবিরামম্ ॥
মুগ্ধে মধু-মথন ··· ···॥৮

—o—

সা মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ
প্রীতিং যাস্যতি রংস্যতে সখি সমাগত্যেতি সঞ্চিন্তয়ন্ ।
স ত্বাং পশ্যতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্বিদ্যতি
প্রত্যুদ্গচ্ছতি মূর্চ্ছতি স্থিরতমঃ পুঞ্জে নিকুঞ্জে প্রিয়ঃ ॥১
অক্ষ্ণোর্নিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিচ্ছ-গুচ্ছাবলীং
মূর্ধ্নি শ্যাম-সরোজ-দাম কুচয়োঃ কস্তুরিকা-পত্রকম্ ॥
ধূর্ত্তানামভিসার-সত্বর-হৃদাং বিষ্বঙ্নিকুঞ্জে সখি
ধ্বান্তং নীল-নিচোল-চারু সুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি ॥২
কাশ্মীর-গৌর-বপুষামভিসারিকাণা-
মাবদ্ধ-রেখমভিতো রুচিমঞ্জরীভিঃ ।
এতৎ তমালদল-নীল-তমং তমিস্রং
তৎ-প্রেম-হেম-নিকষোপলতাং তনোতি ॥৩
॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে বিংশঃ সন্দর্ভঃ ॥

একবিংশঃ সন্দর্ভঃ

হারাবলী-তরল-কাঞ্চন-কাঞ্চি-দাম-
মঞ্জীর-কঙ্কণ-মণি-দ্যুতি-দীপিতস্য ।
দ্বারে নিকুঞ্জ-নিলয়স্য হরিং বিলোক্য
ব্রীড়াবতীমথ সখীমিয়মিত্যুবাচ ॥১

গীতম্ ॥২১

বরাড়ীরাগেণ—রূপকতালেন চ গীয়তে ।

মঞ্জুতর-কুঞ্জতল-কেলিসদনে
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস রতি-রভস-হসিত বদনে ॥১ ধ্রুবম্

নব-ভবদশোক-দল-শয়ন-সারে
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস কুচ-কলস-তরল হারে ॥২

কুসুমচয়-রচিত-শুচি-বাসগেহে
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস কুসুম-সুকুমার-দেহে ॥৩

চল-মলয়-বন-পবন-সুরভি-শীতে
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস রতি-বলিত-ললিত-গীতে ॥৪

বিতত-বহু-বল্লি-নব-পল্লব-ঘনে
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস চিরমলসপীন-জঘনে ॥৫

মধু-মুদিত-মধুপ-কুল-কলিত-রাবে
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস মদন-রস-সরস-ভাবে ॥৬

মধুরতর-পিক-নিকর-নিনদ-মুখরে
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস দশন-রুচি-রুচির-শিখরে ॥৭

বিহিত-পদ্মাবতী-সুখ-সমাজে
কুরু মুরারে মঙ্গল-শতানি
ভণতি জয়দেব-কবিরাজ-রাজে ।৮

—o—

ত্বাং চিত্তেন চিরং বহন্নয়মতিশ্রান্তো ভৃশং তাপিতঃ
কন্দর্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি সুধা-সম্বাধ-বিম্বাধরম্ ।
অস্যাঙ্কং তদলঙ্কুরু ক্ষণমিহ ভ্রূক্ষেপ-লক্ষ্মীলব-
ক্রীতে দাস ইবোপসেবিত-পদাম্ভোজে কুতঃ সম্ভ্রমঃ ॥১
সা সসাধ্বস-সানন্দং গোবিন্দে লোল-লোচনা ।
শিঞ্জান-মঞ্জু-মঞ্জীরং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥২
॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে একবিংশঃ সংদর্ভঃ ॥

দ্বাবিংশঃ সন্দর্ভঃ

বরাড়ীরাগেণ—রূপকতালেন চ গীয়তে ।

রাধা-বদন-বিলোকন-বিকসিত-বিবিধবিকার-বিভঙ্গম্ ।
জলনিধিমিব বিধু-মণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গম্ ॥
হরিমেকরসং চিরমভিলষিত-বিলাসং
সা দদর্শ গুরুহর্ষ-বশংবদ-বদনমনঙ্গ-বিলাসম্ ॥১ ধ্রুবম্
হারমমলতর-তারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্ ।
স্ফুটতর-ফেন-কদম্ব-করম্বিতমিব যমুনাজল-পূরম্ ॥
হরিমেকরসং ··· ··· ॥ ২
শ্যামল-মৃদুল-কলেবর-মণ্ডলমধিগত-গৌরদুকূলম্ ।
নীল-নলিনমিব পীত-পরাগ-পটল-ভর-বলয়িত-মূলম্ ॥
হরিমেকরসং ··· ··· ॥৩
তরল-দৃগঞ্চল-চলন-মনোহর-বদন-জনিত-রতি-রাগম্ ।
স্ফুট-কমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-যুগমিব শরদি তড়াগম্ ॥
হরিমেকরসং ··· ··· ॥৪

বদন-কমল-পরিশীলন-মিলিত-মিহিরসম-কুণ্ডল-শোভম্ ।
স্মিত-রুচি-কুসুম-সমুল্লসিতাধর-পল্লব-কৃত-রতি-লোভম্ ॥
হরিমেকরসং ·· ··· ॥৫
শশি-কিরণ-চ্ছুরিতোদর-জলধর-সুন্দর-সকুসুম-কেশম্ ।
তিমিরোদিত-বিধুমণ্ডল-নির্ম্মলমলয়জ-তিলকনিবেশম্ ॥
হরিমেকরসং ·· ·· ॥৬
বিপুল-পুলক-ভর-দন্তুরিতং রতি-কেলি-কলাভিরধীরম্ ।
মণিগণ-কিরণ-সমূহ-সমুজ্জ্বল-ভূষণ-সুভগ-শরীরম্ ॥
হরিমেকরসং ··· ॥৭
শ্রীজয়দেব-ভণিত-বিভব-দ্বিগুণীকৃত-ভূষণভারম্ ।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়-সারম্ ।
হরিমেকরসং ··· ··· ॥৮

— ঃ০ঃ—

অতিক্রম্যাপাঙ্গং শ্রবণপথপর্য্যন্তগমন-
প্রয়াসেনৈবাক্ষ্ণোস্তরলতরতারং পতিতয়োঃ ।
তদানীং রাধায়াঃ প্রিয়তমসমালোকসময়ে
পপাত স্বেদাম্ভঃপ্রকর ইব হর্ষাশ্রু-নিকরঃ ॥১
ভজন্ত্যাস্তল্পান্তং কৃত-কপট-কণ্ডূতি-পিহিত-
স্মিতং যাতে গেহাদ্বহিরবহিতালী-পরিজনে ।
প্রিয়াস্যং পশ্যন্ত্যাঃ স্মরশর-সমাহূত-সুভগং
সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদিব দূরং মৃগদৃশঃ ॥২
জয়শ্রী বিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ
স্বয়ং সিন্দূরেণ দ্বিপ-রণ-মুদা মুদ্রিত ইব ।
ভুজাপীড়-ক্রীড়াহত-কুবলয়াপীড়-করিণঃ
প্রকীর্ণাসৃগ্বিন্দুর্জয়তি ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥৩
॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে দ্বাবিংশঃ সন্দর্ভঃ ॥
ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে অভিসারিকা-বর্ণনে সানন্দ-
গোবিন্দো নাম একাদশঃ সর্গঃ ।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

—০—

সুপ্রীত-পীতাম্বরঃ

গতবতি সখীবৃন্দে মন্দত্রপাভর-নির্ভর-
স্মর-শরবশাকূত-স্ফীত-স্মিত-স্নপিতাধারাম্ ।
সরস-মনসং দৃষ্টবা রাধাং মুহুর্নবপল্লব-
প্রসব-শয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীমুবাচ হরিঃ প্রিয়াম্ ॥১

ত্রয়োবিংশঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥৩

বিভাসরাগেন—একতালীতালেন চ গীয়তে ।

কিসলয়-শয়ন-তলে-কুরু কামিনি চরণ-নলিন-বিনিবেশং
তব-পদ-পল্লব-বৈরি পরাভবমিদমনুভবতু সুবেশম্ ।
ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাধিকে ॥১ ধ্রুবম্ ।
কর-কমলেন করোমি চরণ-মহমাগমিতাসি বিদূরম্ ।
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম্ ॥
ক্ষণমধুনা······॥২
বদন-সুধানিধি-গলিতমমৃতমিব রচয় বচনমনুকূলম্ ।
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধর রোধকমুরসি দুকূলম্ ॥
ক্ষণমধুনা····· ॥৩
প্রিয়-পরিরম্ভণ-রভস-বলিতমিব পুলকিতমতিদুরবাপম্ ।
মদুরসি কুচ-কলসং বিনিবেশয় শেষয় মনসিজ তাপম্ ॥
ক্ষণমধুনা ·····॥৪
অধর-সুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসম্ ।
ত্বয়ি বিনিহিত-মনসং বিরহানল-দগ্ধ-বপুষমবিলাসম্ ॥
ক্ষণমধুনা······॥৫

শশিমুখি মুখরয় মণি-রসনা-গুণমনুগুণ-কণ্ঠ-নিনাদম্
শ্রুতিপুট-যুগলে পিক-রুত-বিকলে শময় চিরাদবসাদম্ ।
ক্ষণমধুনা ...... ॥৬

মামতিবিফলরুষা বিকলীকৃতমবলোকিতুমধুনেদম্ ।
মীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব বিরম বিসৃজ রতিখেদম্ ॥
ক্ষণমধুনা ...... ॥৭

শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমনুপদ-মধুরিপু-মোদম্ ।
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরম-রতিরসভাব-বিনোদম্ ॥
ক্ষণমধুনা ...... ॥৮

—০—

প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ
ক্রীড়াকূত-বিলোকিতেঽধর-সুধাপানে কথানর্ম্মভিঃ ।
আনন্দাধিগমেন মন্মথ-কলা-যুদ্ধেঽপি যস্মিন্নভূ-
দুদ্ভূতঃ স তয়োর্ব্বভূব সুরতারম্ভঃ প্রিয়ম্ভাবুকঃ ॥১

দোর্ভ্যাং সংযমিতঃ পয়োধর-ভরেণাপীড়িতঃ পাণিজৈ-
রাবিদ্ধো দশনৈঃ ক্ষতাধরপুটঃ শ্রোণীতটেনাহতঃ ।
হস্তেনানমিতঃ কচেঽধরসুধাপানেন সম্মোহিতঃ
কান্তঃ কামপি তৃপ্তিমাপ তদহো কামস্য বামা গতিঃ ॥২

মারাঙ্কে রতি-কেলি-সঙ্কুল-রণারম্ভে তয়া সাহস-
প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি প্রারম্ভি যৎ সম্ভ্রমাৎ ।
নিষ্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলিতা দোর্ব্বল্লিরুৎকম্পিতং
বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥৩

মীলদ্দৃষ্টি মিলৎকপোল-পুলকং শীৎকার-ধারা-বশা-
দব্যক্তাকুলকেলি-কাকু-বিকসদ্দন্তাংশু-ধৌতাধরম্ ।
শ্বাসোন্নদ্ধ-পয়োধরোপরি-পরিষ্বঙ্গী কুরঙ্গীদৃশো
হর্ষোৎকর্ষ-বিমুক্তি-নিঃসহ-তনোর্ধন্যো ধয়ত্যাননম্ ॥৪

তস্যাঃ পাটল-পাণিজাঙ্কিতমুরো নিদ্রাকষায়ে দৃশৌ
নির্ধৌতোঽধর-শোণিমা বিলুলিতাঃ স্রস্তস্রজো মূর্ধজাঃ।
কাঞ্চীদাম দরশ্লথাঞ্চলমিতি প্রাতর্নিখাতৈর্দৃশো-
রেভিঃ কামশরৈস্তদদ্ভুতমভূৎ পত্যুর্মনঃ কীলিতম্ ॥৫
ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপোলৌ
ক্লিষ্টা দষ্টাধরশ্রীঃ কুচকলসরুচা হারিতা হারযষ্টিঃ।
কাঞ্চী কাঞ্চিদ্গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য সদ্যঃ
পশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিতস্রগ্ধরেয়ং ধিনোতি ॥৬
ইতি মনসা নিগদন্তং সুরতান্তে সা নিতান্ত-খিন্নাঙ্গী।
রাধা জগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দম্ ॥৭
॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে ত্রয়োবিংশঃ সন্দর্ভঃ ॥

চতুর্বিংশঃ সন্দর্ভঃ

গীতম্ ॥২৪

রামকিরীরাগেণ—যতিতালেন চ গীয়তে।

কুরু যদুনন্দন শিশির-তরেণ করেণ পয়োধরে
মৃগমদ-পত্রক-মত্র মনোভব-মঙ্গল-কলস-সহোদরে
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥১ ধ্রুবম্
অলিকুল-গঞ্জন-সঞ্জনকং রতিনায়ক শায়ক মোচনে
ত্বদধর-চুম্বন লম্বিত-কজ্জলমুজ্জ্বলয় প্রিয় লোচনে ॥
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ·· ···॥২
নয়ন-কুরঙ্গ-তরঙ্গ-বিকাশ-নিরাশ করে শ্রুতিমণ্ডলে
মনসিজ-পাশ-বিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে ॥
নিজগাদ সা যদুনন্দনে··· ···॥৩

ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং সুচিরং মম সম্মুখে
জিত-কমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্ম্ম-জনকমলকং মুখে
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ॥··· ·· ॥৪
মৃগমদ-রস-বলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিক রজনীকরে
বিহিত-কলঙ্ক-কলং কমলানন বিশ্রমিত-শ্রমশীকরে ॥
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ॥··· ···॥৫
মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজ ধ্বজ-চামরে
রতি-গলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডি-শিখণ্ডক ডামরে ॥
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ॥ ···· ·· ॥৬
সরস-ঘনে জঘনে মম শম্বর-দারণ-বারণ-কন্দরে
মণি রসনা-বসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে ॥
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ॥ · ···॥৭
শ্রীজয়দেব-বচসি জয়দে হৃদয়ং সদয়ং কুরু মণ্ডনে
হরিচরণস্মরণামৃত-কৃত-কলি-কলুষজ্বর-খণ্ডনে ॥
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ॥·· ·· ॥৮

—০-

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়োঃ
ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরীভরম্ ।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরা-
বিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ ॥১
পর্য্যঙ্কীকৃত-নাগ-নায়ক-ফণা-শ্রেণীমণীনাং গণে
সংক্রান্ত-প্রতিবিম্ব-সংকলনয়া বিভ্রদ্ বিভু-প্রক্রিয়াম্ ।
পাদাম্ভোরুহধারি-বারিধি-সুতামক্ষ্‌ণাং দিদৃক্ষুঃ শতৈঃ
কায়ব্যূহমিবাচরন্নুপচিতীভূতো হরিঃ পাতু বঃ ॥২
ত্বামপ্রাপ্য ময়ি স্বয়ংবরপরাং ক্ষীরোদ-তীরোদরে
শঙ্কে সুন্দরি কালকূটমপিবন্মূঢ়ো মৃড়ানীপতিঃ
ইত্থং পূর্ব্বকথাভিরন্যমনসো বিক্ষিপ্য বক্ষোঽঞ্চলং
পদ্মায়াঃ স্তনকোরকোপরি মিলন্নেত্রো হরিঃ পাতু বঃ ॥৩

যদ্‌গান্ধর্ব্ব-কলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্‌বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গার-বিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্‌ ।
তৎসর্ব্বং জয়দেব-পণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥৪

সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি
দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি ক্ষীর নীরং রসস্তে ।
মাকন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাবদ্‌
ভাবং শৃঙ্গার-সারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিষ্বগ্‌বচাংসি ॥৫

শ্রীভোজ-দেব-প্রভবস্য বামা-দেবীসুত শ্রীজয়দেবকস্য ।
পরাশরাদি-প্রিয়বন্ধু-কণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্তু ॥৬

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে চতুর্বিংশঃ সন্দর্ভঃ ॥

ইতি শ্রীজয়দেব-গোস্বামিকৃতৌ শ্রীগীতগোবিন্দে
মহাকাব্যে সুপ্রীত-পীতাম্বরো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥১২
সমাপ্তমিদং কাব্যম্‌ ॥